উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৯,৯৪৩.৭১ (+১,৪৩৬.৩০)
নিফটি : ২৪,১৮৮.৬৫ (+৪৪৫.৭৫)

চিন্ময়ের জামিন খারিজ
ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আবেদন আবারও খারিজ করে দিল চট্টগ্রাম আদালত। প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসীকে নতুন বছরেও কারাগারের ভিতর থাকতে হচ্ছে। » ৯

খেলরত্ন মনু, গুকেশ
বিতর্কের অবসান। খেলরত্ন পেতে চলেছেন মনু ভাকের, ডোম্মারাজু গুকেশ, হরমনপ্রীত সিং ও প্রবীণ কুমার। » ১৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৮°	১২°

সিডনিতে রোহিতকে নিয়ে রহস্য » ১৩

শিলিগুড়ি ১৮ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 3 January 2025 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 225

খুন তৃণমূল নেতা

সিসিটিভিতে ধরা পড়ল দোকানের সেই ভয়ংকর দৃশ্য। বাবলা সরকারকে গুলি করতে করতে ঢুকছে দুই দুষ্কৃতী।

কাউন্সিলারের শেষ কয়েক মিনিট

সকাল ১০.১৫
■ সর্বমঙ্গলাপল্লির ফ্ল্যাট থেকে গাড়িতে বের হন। সঙ্গী চালক

সকাল ১০.২০
■ কানি মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গাড়ি থেকে নেমে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন

সকাল ১০.৩২
■ স্টেশন রোড ধরে গাড়ি পৌঁছায় কারখানার সামনে
■ চারজন আততায়ী বাইক নিয়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়

সকাল ১০.৩৫
■ প্রাণ বাঁচাতে টোটোর সরঞ্জামের দোকানে ঢুকে পড়েন বাবলা। আততায়ীরা পিছুধাওয়া করে দোকানে ঢোকে

সকাল ১০.৪০
■ আততায়ীরা শূন্যে গুলি ছুড়ে কোতোয়ালির দিকে চলে যায়

সকাল ১০.৫০
■ রেলওয়ে হাসপাতাল ঘুরে মালদা মেডিকেলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়

দুপুর ১টা
■ মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় জানান, বাবলাকে খুন করা হয়েছে

মালদায় শুটআউট ঘিরে হইচই

কল্লোল মজুমদার ও অরিন্দম বাগ

মালদা, ২ জানুয়ারি : দিনটা সবে শুরু হয়েছে। রাজপথে প্রকাশ্যে শুট আউট দেখল মালদা। বহু মানুষের চোখের সামনে খুন হলেন দাপুটে তৃণমূল নেতা, স্থানীয় কাউন্সিলার বাবলা সরকার (৬৩)। বাড়ির অদূরেই তৈরি হচ্ছে কারখানা। আর পাঁচটা দিনের মতো বুধবার সকালে সর্বমঙ্গলাপল্লীর বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজের সেই নির্মিয়মান কারখানার দিকেই যাচ্ছিলেন তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার। সঙ্গে ছিলেন কেবলমাত্র তাঁর গাড়িচালক সুমন রায়। ঘড়িতে তখন ১০ টা ৩৫ মিঃ। কারখানার কাছে পাইপ ফ্যাক্টরি মোড়ে পৌঁছাতেই চারজন দুষ্কৃতী মোটরবাইক নিয়ে বাবলার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। প্রাণ বাঁচাতে উর্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকেন বাবলা সরকার। তাঁকে মারতে মরিয়া দুষ্কৃতীরাও আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে পিছু ধাওয়া করে। ঠিক যেন হিন্দি সিনেমার অ্যাকশন সিন। দিশেহারা হয়ে বাবলা ঢুকে পড়েন পাশেই টোটোর যন্ত্রাংশের একটি দোকানে। কিন্তু তাতেও রেহাই মিলল না। দোকানে ঢুকতেই মেঝেতে পড়ে যান তিনি। তারপরেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর পর গুলি। কাজ হাসিল করেই শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এলাকা ছেড়ে কোতুয়ালির দিকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

তখন হাসপাতালে। বাবলার স্ত্রীর পাশে জনতা। - অরিন্দম বাগ

রক্তাক্ত অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় রেলওয়ে হাসপাতালে। পরে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। জানা যায়, মাথায় ও ঘাড়ে একাধিক গুলি লেগেছে তাঁর। তড়িঘড়ি ঢোকানো হয় অপারেশন থিয়েটারে। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বেলা ১ টা নাগাদ নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম 'সহযোদ্ধা' নেতার মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন। যদিও বাবলা বেঁচে আছেন না প্রয়াত তা নিয়ে জেলায় প্রশাসনিক স্তর থেকে কোনও তথ্য না মেলায় দীর্ঘ সময় ধোঁয়াশা চলে। ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার তথা জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি দুলাল সরকার ওরফে বাবলা সরকারকে দেখতে মেডিকেল কলেজে ভিড় উপচে পড়ে। তারপরেই চারিদিকে চাউর হয়ে যায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন মালদা পুরসভার কাউন্সিলার তথা জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি দুলাল সরকার ওরফে বাবলা (৬৩)।

দিনের আলোয় প্রকাশ্যে এভাবে শাসক দলের একজন দাপুটে নেতা দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা মালদা শহরে। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

গরিবের কষ্ট চাপা পড়ে গুলির শব্দে, উৎসবালোকে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আলোর রোশনাই জ্যোৎস্না হয়ে নেমে এসেছে সেই রাতে। আর একটু পরেই ঢুকে পড়বে নতুন বছরের গ্রহে।

হেঁটে যাচ্ছি মালদার নেতাজি মোড় থেকে ফোয়ারা মোড়ের দিকে। মাইকে মাইকে চলছে গান। এত জোরে যে, অনেক বাড়ির বন্ধ জানলা কাঁপছে। তার মধ্যে অস্থির অস্থির লাগে। তখন কে জানত, কয়েক ঘণ্টা পরে আলোকময় মালদায় লেগে যাবে রক্তের দাগ?

পুরসভার প্রধান গেট পেরিয়ে, কোর্টের কাছে জায়গাটায় সামান্য আলো কম। ওখানে বড় রাস্তাতেই আঁধারে দাঁড়িয়ে একটা রিকশা। পাশে এক প্রবীণ। হেঁটে যেতে যেতে শুনি, কেউ যেন বলল, 'বাবু, একটু ভিক্ষে দেবেন?'

এই উৎসবের ঝংকারে, আলোর বন্যায়, শব্দদত্যির আস্ফালনে ভেসে যাওয়া রাতের শহরে ভিক্ষে চাইছে কে?

ঠিক শুনলাম তো?

এগিয়ে গিয়েছি কিছুটা। এবার পিছনে হেঁটে রিকশার কাছে গেলে প্রশ্ন করতে হয় না আর। সেই প্রবীণই বলে ওঠেন, 'বাবু, একটু ভিক্ষে দেবেন?'

ভাবছিলাম, নির্ঘাত এত রাতে তালা মেরে রিকশা ফেলে রেখে গিয়েছে কেউ। পাশে দাঁড়িয়ে কোনও ভিক্ষুক। রিকশার আড়ালে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে চাইছে। গলাটা তাঁরই।

ভুল ভেবেছিলাম। ভিক্ষা চাইছেন সেই রিকশাচালকই। এবং অকপটে।

বর্ষবরণের রাতে যে অভিজ্ঞতা হল, জীবনে কোনওদিন হয়নি। রিকশাচালক লুকমান শেখ শোনালেন, সারাদিনে পঞ্চাশ টাকার মতো রোজগার হয়েছে তাঁর। অচেনাদের কাছে হাত পাতা ছাড়া কোনও গতি নেই। রাতে খাওয়ার টাকা নেই। তাঁর বাড়ি ১৯ কিলোমিটার দূরে শোভানগর গ্রামে। মালদায় থেকে সপ্তাহান্তে বাড়ি যান। তাঁর অধিকাংশ সতীর্থ চালকের এমন দুর্দশা।

কথা বলতে বলতে উঠে আসে অনেক তথ্য। যা বাংলার সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্যালোক বা চন্দ্রাতপের ঔজ্জ্বল্যে নয়, ঘন কুয়াশার মতো।

এমন আলোয় ভেসে যাওয়া রাতে তাঁদের এক একবছর রোজগার হয়েছে হাজার টাকা। বছর দুই আগেও মিলত শ-চারেক। এখন তা নামতে নামতে তিন অঙ্কেরও নীচে। টোটো চালু হওয়ার পর এতটাই কপাল পুড়েছে রিকশাচালকদের।

কলকাতায় টানা রিকশা ও হলুদ ট্যাক্সি যেমন অদৃশ্য ইতিহাস হতে চলেছে, এখন সাইকেল রিকশাও হয়তো সেই পথে। *এরপর দশের পাতায়*

জঙ্গি ঢোকাচ্ছে বিএসএফ : মমতা

সহমত অভিষেক, পালটা বক্তব্য লকেটের

নিউজ ব্যুরো

২ জানুয়ারি : বিস্ফোরক অভিযোগ। বিএসএফ-ই নাকি অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে। অভিযোগকারী স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, 'অনুপ্রবেশে সাহায্য করছে বিএসএফ। রাজ্যে অশান্তি পাকাতে জঙ্গি ঢুকতে মদত দিচ্ছে তারা। সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীরা এসে এই রাজ্যে খুন করে পালিয়ে যাচ্ছে।' এই অনুপ্রবেশ বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ দিয়ে হচ্ছে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ।

তিনি বলেন, 'ইসলামপুর ও সিতাই দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে।' পরে তিনি মালদা ও নদিয়ার কথাও বলেন। মমতার বক্তব্য, 'বিএসএফ মদত না দিলে এই অনুপ্রবেশ হত না। কারণ সীমান্ত তৃণমূল বা পুলিশ পাহারা দেয় না। সীমান্ত পাহারা দেয় বিএসএফ। বিএসএফ-ই অনুপ্রবেশে সাহায্য করছে।' মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের কাছে।

তিনি বলেন, 'যা (ডিজির তথ্য) খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় স্তরেও কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে।' নবান্নের সভাঘরে বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক চলাকালীন মমতা জানান, বিএসএফের এই কর্মকাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি কড়া চিঠি লিখবেন। একইদিনে একসুরে বিএসএফকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ডায়মন্ড হারবারে দলীয় কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'রাজ্যকে অশান্ত করতে জঙ্গি ঢোকাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা চুপ রয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে আসা জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করছে রাজ্য পুলিশ।' যদিও নবান্নের বৈঠকে পুলিশকে তুলোধোনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'জেলায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব এসপিদের। আর জেলা শাসকরা বিএসএফকে সাহায্য করছেন। তাঁদের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছেন। কেউ কেউ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না। আমার কাছে নির্দিষ্ট খবর আছে।' বিএসএফকে অভিযুক্ত করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের জোরালো বিরোধিতা করছে বিজেপি।

নবান্ন থেকে প্রায় ৭০০ কিমি দূরে কোচবিহারের কুচলিবাড়ি সীমান্তে এসে এদিন দলের নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় পালটা সরব হন পুলিশের বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী কিছু না পেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। অথচ রাজ্যের শাসকদলের নেতারা গোরু, কয়লা সহ বিভিন্ন পাচারে যুক্ত। যাতে সরাসরি মদত দিচ্ছে রাজ্যের পুলিশ।'

পরে জলপাইগুড়ি শহরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এসে লকেট বিএসএফের বিরুদ্ধে মমতার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর মদতে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে পুলিশ আর পুলিশের মদতে সীমান্তে অনুপ্রবেশ থেকে চোরাচালান চালাচ্ছেন তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা। অথচ দিনরাত এক করে যে বিএসএফ নিরাপত্তা দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি বলে যাচ্ছেন।'

বাংলাদেশি সন্দেহে এখন দিল্লি পুলিশ এসে কোচবিহারের দিনহাটায় বাড়ি বাড়ি খোঁজখবর করছে শুনে রেগে যান মমতা। নবান্নের বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ তাঁকে ওই তথ্য জানিয়ে বলেন, 'জেলার পুলিশকে সঙ্গে নিচ্ছে না দিল্লি পুলিশ।' শুনে ক্ষিপ্ত মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের পুলিশ সুপারকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'দিল্লি পুলিশ কী করে দিনহাটায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঠিকানা যাচাই করে?'

(তথ্য সংগ্রহঃ দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায় ও সৌরভ দেব)

সিমেস্টারে না, ধমক ব্রাত্যকে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণার খেসারত দিতে হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরকে। সিদ্ধান্ত তো বাতিল হলই, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ধমক খেতে হল ভরা সভায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শিক্ষা দপ্তর ঘোষণা করলে কী হবে, প্রাথমিক স্তরে সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করা চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল গত ২৭ ডিসেম্বর সাংবাদিক বৈঠক ডেকে জানিয়েছিলেন, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রাথমিকে সিমেস্টার প্রথা চালু হবে। হোলিস্টিক কার্ডের পর এই ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা মহলে সমালোচনা শুরু হলেও অবস্থানে অনড় ছিল পর্ষদ ও শিক্ষা দপ্তর। বছরের দ্বিতীয় দিনে সেই সিদ্ধান্ত সরাসরি খারিজ হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথায়।

তাঁকে না জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেলেন ব্রাত্য। নবান্ন সভাঘরে এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মমতা ভর্ৎসনা করে বলেন, 'তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করে নেবে। তোমরা কয়েকজন মিলে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিলে, অথচ আমি জানতেও পারলাম না। এটা হবে না। এখনই ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করো।'

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গত ২৭ ডিসেম্বর যুক্তি দিয়েছিলেন, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্য ছোট থেকেই তৈরি করার লক্ষ্যে প্রাথমিকে সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমি চাই ছাত্রছাত্রীদের ভার কমাতে। কাঁধের ব্যাগ কমাতে। আর সেখানে কি না সিমেস্টার!'

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'একটা ওয়ানের বাচ্চা সিমেস্টার দেবে? টু-এর বাচ্চা সিমেস্টার দেবে? এমনিতেই পড়াশোনার ভার এখন খুব বেশি। ওইটুকু ছেলেমেয়েরা টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার শিখছে। তাদের বলা হচ্ছে সিমেস্টার করতে। কোনও সিমেস্টার হবে না।' তাঁর সাফ কথা, 'কলেজে যেটা চলে, স্কুলে সেটা চলে না। স্কুলে এগুলো হয় না। স্কুল যে প্রথায় চলছে, সেইভাবেই চলবে।' *এরপর দশের পাতায়*

বই চুরিতে সরকারের রিপোর্ট তলব

রিমি শীল ও অরুণ ঝা

কলকাতা ও ইসলামপুর, ২ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এসআই অফিস থেকে প্রাথমিকের ২ লক্ষ বই চুরির ঘটনায় রাজ্য সরকারের রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট। উত্তর দিনাজপুরের জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে কত বই চুরি হয়েছে, কতগুলি উদ্ধার করা গিয়েছে, কত বই পড়ুয়াদের দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি তথ্য তিন সপ্তাহের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দুলাল সরকার অবশ্য বলেন, 'হাইকোর্টের কোনও নথি বা অর্ডার হাতে আসেনি। এলে এ প্রসঙ্গে বলা যাবে। বই চুরির ঘটনায় বিভাগীয় তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হলে বিষয়টি বোঝা যাবে।' চুরির সময় ইসলামপুরে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এসআইয়ের দায়িত্বে ছিলেন শুভঙ্কর নন্দী। এখনও তিনি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

আদালতের নির্দেশ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'চুরি হলেও সেইসময় সমস্ত স্কুলের পড়ুয়াদের বই সরবরাহ করা হয়েছিল। বাকি বিষয়ে আমি মন্তব্য করব না।' ঘটনাটি ২০২২ সালের। তারপর দু'বছর পেরিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে যে গোডাউনে বই মজুত ছিল, তার দায়িত্বপ্রাপ্ত গণেশ মণ্ডল সহ দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁরা এখন জামিনে মুক্ত। পুলিশ চার্জশিটও পেশ করেছে।

যদিও নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন ১৬ জন ব্যক্তি। তাঁদের অভিযোগ, *এরপর দশের পাতায়*

মা-ছেলের মৃত্যুতে দূষিত বায়ুর তত্ত্ব

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : রাতে ছিল বার্গার, চিকেন ফ্রাই পার্টি। উত্তরায়ণের সাজানো গোছানো একতলার বাড়িতে বর্ষবরণের আনন্দে মেতে উঠেছিল গোটা পরিবার। কিন্তু সকাল নিয়ে এল একরাশ হতাশা।

গৃহকর্ত্রী তিথি দাস (৪০)-এর দেহ উদ্ধার হল বাড়ির শৌচালয় থেকে। বিছানায় অসাড় আট বছরের ছেলে তেজস দাস। ডাকাডাকির পর দুজনই সাড়া না দেওয়ায় বাড়ির মেয়ে তেজেল দাসের চিৎকারে কিছুটা দূরে থাকা ঘর থেকে ছুটে এসেছিলেন সম্পর্কে তিথির ভাগ্নে তন্ময় সরকার। এরপর তিথি ও তেজসকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় নার্সিংহোমে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসক জানিয়ে দেন, দুজনেই মৃত।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তেজেলকেও নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি পেটে ব্যথা থাকায় ভর্তি রয়েছেন তন্ময়ও। তাঁর রক্তচাপ অত্যন্ত বেশি রয়েছে।

কিন্তু কী এমন ঘটেছিল, যার জন্য মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল মা ও ছেলে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে খাবি খাচ্ছেন দুঁদে পুলিশকর্তারাও। মৃত্যুর পেছনে কি তাহলে কোনও রহস্য রয়েছে, উঠছে সেই প্রশ্নও।

তবে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঘর বন্ধ করে তিথি তেজস ও তেজেলকে নিয়ে শুয়েছিলেন। ঘরে জ্বালানো ছিল চারকোলের হিটার। সেই থেকেই ঘরের ভেতরে 'বায়ু দূষণ'-এর জেরে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজেও সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলে উত্তরায়ণ ফাঁড়ির তরফে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'মৃত্যুর আসল কারণ ময়নাতদন্তের পরই বোঝা যাবে।'

তিথির স্বামী সুজিত দাসের ঠিকাদারি সংস্থা রয়েছে। কাজের সূত্রে তিনি বাইরে ছিলেন। ঘটনার কথা শোনামাত্র তিনি চলে আসেন

রহস্য থাকছেই
■ ছেলেমেয়েকে নিয়ে পার্টির পর রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন তিথি দাস
■ সূত্রের খবর, ঘরে জ্বালানো ছিল চারকোলের হিটার
■ সকালে বাড়ির শৌচালয়ে উদ্ধার গৃহকর্ত্রীর দেহ
■ আট বছরের ছেলের দেহও বিছানায় অসাড়
■ মেয়েও এখন অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন

মাটিগাড়ার নার্সিংহোমে। ছেলে ও স্ত্রী নেই শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকেও তড়িঘড়ি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনিও স্ট্রোকের শিকার বলে নার্সিংহোম সূত্রে খবর।

তেজেল বেঙ্গালুরুর একটি স্কুলে পড়াশোনা করে। *এরপর দশের পাতায়*

মনের কথা থেকে মাটির কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের নামে ভাঁওতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : এ যেন উলটপুরাণ। সাধারণ মানুষকে সস্তায় প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে বড় হাসপাতালগুলিতে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান খুলেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু হচ্ছে উলটোটা। ন্যায্যমূল্যের দোকানে মানুষকে কার্যত বোকা বানিয়ে লুট চলছে।

কীভাবে? খোলা বাজারে একটা ওষুধের যা বিক্রয়মূল্য (এমআরপি), ন্যায্যমূল্যের দোকানে সেই ওষুধের বিক্রয়মূল্য কয়েকগুণ বেশি। ফলে ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ন্যায্যমূল্যের দোকানে ওষুধের প্যাকেটে যে বিক্রয়মূল্য লেখা রয়েছে, অনলাইনে সেই কোম্পানির ওই ওষুধের পৃথক দাম দেখা যাচ্ছে। এমনকি কত শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে, সেটাও রসিদে স্পষ্ট নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের জন্যই কি সমস্ত ওষুধের দাম বাড়িয়ে প্যাকেজিং করা হচ্ছে?

প্রশ্নটা ওঠাই সংগত কারণ, বেশি দামের ওষুধ বিক্রি করলে যতই ছাড় দেওয়া হোক না কেন, লভ্যাংশ অনেক বেশি। অথচ এই বিষয়গুলো দেখার কেউ নেই। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'এমন কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে স্বাস্থ্য ভবনে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।'

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা সিটকো আইএনসি'র উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পীযূষ পান্ডে বলেছেন, 'ওষুধের দাম আমরা ঠিক করি না। এটা প্রস্তুতকারী সংস্থা ঠিক করে। দাম বেশি কেন সেটা ওই সংস্থাই বলতে পারবে। আমরা ৮২ শতাংশ ছাড় দিয়ে ওষুধ বিক্রি করি।'

বাজারে ওষুধের দাম সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে বড় *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

ন্যায্যমূল্যের দোকানে

১. অ্যামক্সিসিলিন পটাশিয়াম কম্পোজিশনের ক্ল্যাভপার্ক-এলবি'র (৬২৫) ছয়টি ক্যাপসুলের পাতার দাম ৩২৫ টাকা

২. সাধারণ গ্যাসের ওষুধ প্যানটোটেক-৪০ ১৫টি ক্যাপসুলের পাতার দাম ২৮৫ টাকা

৩. মাল্টিভিটামিন বডিরাইস-এসজি ১০টির পাতার দাম ২০৯ টাকা

৪. লিভোসেট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড কম্পোজিশনের মাক্যায়ার সিরাপ (৬০ এমএল) মিলবে ১৪৬ টাকায়

মধ্যবিত্তের মাথায় হাত

খোলাবাজারে

১. অ্যালকেমের ক্ল্যাভাম-৬২৫ ১০টি ক্যাপসুলের পাতার বিক্রয়মূল্য ২০৪ টাকা

২. সাধারণ গ্যাসের ওষুধ প্যান-৪০ ১৫টি ক্যাপসুলের পাতার দাম ১৭০ টাকা

৩. যে কোনও ব্র্যান্ডেড কোম্পানির মাল্টিভিটামিনের ৩০টির পাতার দাম ১৭০-২০০ টাকার মধ্যে

৪. লিভোসেট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড কম্পোজিশনের সর্বাধিক বিক্রয়মূল্য ৫৫-৬০ টাকা

একসঙ্গে সেনার চাকরি ৯ পড়ুয়ার

মন ভালো করা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২ জানুয়ারি : কলেজে পড়াশোনা চলাকালীন হঠাৎ বাবার মৃত্যু হয়। দুই বোন সহ নিজের পড়াশোনা এবং পরিবারের খরচ বহন করা বাড়ির বড় মেয়ে বাসন্তীর কাছে পাহাড় ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। তবে পরিস্থিতির কাছে হার না মেনে টিউশন পড়ানো এবং এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে কাজ করে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। নতুন বছরের শুরুতেই বিএসএফে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছেন ইসলামপুর মহকুমার পাঞ্জিপাড়ার শান্তিনগর এলাকার তরুণী বাসন্তী দাস।

বাসন্তী বলেন, 'কলেজে পড়াশোনা চলাকালীন হঠাৎ আমার বাবা মারা যান। কীভাবে কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কলেজের এনসিসিতে ভাগ নিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার ইচ্ছে ছিল। নিজেই সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। এবার চাকরি পেয়ে মনে হচ্ছে আমার সব স্বপ্ন পূরণ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আরও ভালোভাবে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারব ও সকলের দায়িত্ব পালন করতে পারব।' বাসন্তীর বাড়িতে মা এবং দুই বোন নিয়ে তাঁরা চারজন। বাসন্তীর মাও সংসার চালাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রান্নার কাজ করতেন। তিনিও বাসন্তীর সাফল্যে খুশি।

বাসন্তী সহ ইসলামপুর কলেজের মোট নয়জন প্রাক্তন পড়ুয়া একসঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীতে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাতজনই কলেজের এনসিসি ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এনসিসি'র প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্র অনেকটাই সাহায্য করেছে বলে দাবি সকলের। অন্যদিকে ইসলামপুর শহরের দুই তরুণ এনসিসি'র প্রশিক্ষণ ছাড়াই সিআইএসএফে চাকরির সুযোগ পেয়েছেন। ইতিমধ্যে সকলের

বাসন্তী দাস

হাতেই নিয়োগপত্র এসে পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই নয়জনের মধ্যে সাতজন প্রাক্তনী কলেজে হাজির হয়েছিলেন। কলেজের তরফে তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাঁরা বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং সিআইএসএফে চাকরি পেয়েছেন।

২০২৩ সালের শেষের দিকে এইসব চাকরির ফর্ম ফিলআপ হয়েছিল। এরপর ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে তাঁদের লিখিত ও শারীরিক পরীক্ষা সহ বিভিন্ন পরীক্ষা হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষে তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র এসে পৌঁছায়। জানুয়ারি মাসে সকলের দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাকরির প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

কালুদের তাড়ায় পালাল জোড়া হাতি

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২ জানুয়ারি : কথায় আছে, হাতি চলে বাজার, কুকুর ডাকে হাজার। ঠিক এর উলটোটাই দেখা গেল শালকুমারহাটে। সেখানে সারমেয়র দল তাড়িয়ে দিল জোড়া হাতিকে। এই কীর্তি করে টমি, কালু, শেরুরা এখন রীতিমতো হিরো। বনকর্মী ও স্থানীয়রা নানা চেষ্টা করেও যখন বুনো হাতিকে রুখতে পারছেন না, তখন কালুদের মতো পথকুকুররা দলবেঁধে সেই কঠিন কাজটাই করে দেখিয়েছে।

বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট বাজারে চলে আসে জোড়া হাতি। তবে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে বাজারে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি তারা। আর তাই জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে আসা হাতি দুটি বাজারের কোনও দোকানের ক্ষতিও করতে পারেনি। তবে বাজারে সচরাচর হাতি ঢোকে না। তাই এই ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ালেও সারমেয়দের ভূমিকার প্রশংসা এদিন সবার মুখে মুখে। বন দপ্তর সূত্রের খবর, জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের বনাঞ্চল থেকেই দুটি হাতি মণ্ডলপাড়া, অযোধ্যানগর হয়ে শালকুমারহাট বাজারে চলে আসে। স্থানীয়রা বলছেন, বাজারে রাত তিনটা নাগাদ হাতি দুটি ঢোকে। কারণ, ওই সময় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে অনেকের ঘুম ভেঙে যায়। বাজারের ব্যবসায়ী স্থানীয় পরিতোষ রায়ের কথায়, 'এক সঙ্গে অনেক কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। হাতি যে ঢুকেছে সেজন্য তখন আমার কাছে একটাও ফোনও আসে। কিছুক্ষণ পর পরিবেশ

বুধবার রাতে এই শালকুমারহাট বাজারেই ঢোকে হাতি।

নিস্তব্ধ হলে বাজারে গিয়ে দেখি কারও দোকানের কোনও ক্ষতি হয়নি।' তাঁর দাবি, কুকুরের তাড়ায় হাতি দুটি বাজার ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু কীভাবে পথকুকুর হাতিকে তাড়া করল? ব্যবসায়ীরা বলছেন, শালকুমারহাট বাজারে ৩০-৩৫টি পথকুকুর আছে। পাল্লা ভারী হওয়ায় কুকুরের দল অনায়াসে হাতি দুটির পিছু ধাওয়া করতে সাহস পায়।

বাজারে সবজি বিক্রি করেন অমল রায়। পলিথিন দিয়ে সবজি ঢাকা ছিল। হাতি শুধু পলিথিনটাই টেনে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সবজি খেতে পারেনি। অমল বলেন, 'রাতে কুকুরের তাড়ায় হয়তো কারও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এভাবে হাতি বাজারমুখী হওয়ায় আমরাও আতঙ্কিত।'

এখন মাঠে ধান নেই। ভুট্টার গাছও ছোট। তাই খাবার না পেয়ে হাতির দল টার্গেট করছে দোকানকে। স্থানীয় মুদির দোকানদার নারায়ণ মজুমদার বলেন, 'বাজারে হাতি ঢোকার বিষয়টি যথেষ্ট দুশ্চিন্তার। বন দপ্তর যাতে কড়া নজরদারি চালায়, আমরা সেই দাবি করছি।'

আর জলদাপাড়ার ব্যাংডাকি বিটের বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তী বলেন, 'রাতে বনকর্মীদের নজরদারিও চলছিল। খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি কারও হয়নি। বাজারে হয়তো কুকুরের তাড়ায় হাতি দুটি দোকান ঘরের ক্ষতি করতে পারেনি।' ভোর রাতেই দুটি হাতিকে জঙ্গলে ফেরানো হয় বলে তিনি জানিয়েছেন।

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন (9-10,000/-) সিকিউরিটি অফিসে কাজের জন্য ১ জন লোক চাই। (M) 8927299546. (C/114291)

•

ছোট সংসারে 24 ঘণ্টা থেকে কাজের জন্য ভালো রান্না, ঘরের কাজ জানা মহিলা লাগবে। ড্রাইভারও লাগবে। বেতন কথা বলে ঠিক হবে। 8961091308. (C/114292)

•

চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে পঠনপাঠনের জন্য একজন বিজ্ঞান বিষয়ক আবাসিক শিক্ষক প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9932920941/ 9933027060. (D/S)

•

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে। বেতন ১২,০০০+ (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 8293719888. (C/114304)

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য 12 জন অভিজ্ঞ লোক চাই। খাওয়া, থাকা সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 98322 68306. (C/114304)

NOTICE

E-Tender are invited for providing 04 (Four) Vehicles on monthly hired basis under CMOH, Darjeeling Vide NIeT No. DH&FWS/07, DH&FWS/08, DH&FWS/09 & DH&FWS/10 of 2024-2025 (4th Call) respectively. For more details visit to www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

সাইকেল রেসে পুরস্কারপ্রাপ্তি বিশ্বদীপের

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : একের পর এক সাইকেল রেসে পুরস্কার জিতছেন শিলিগুড়ির বিশ্বদীপ নাগ। এর আগে দিঘা টু দার্জিলিং, লাদাখ টু দ্রাস সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে খেতাব জেতেন তিনি। এবার 'জয়পুর টু জয়সলমের'-এ বাজিমাত। উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের হয়ে তিনি সেখানে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সারাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী ১২ জন সাইক্লিস্টকে পেছনে ফেলে ৭১ ঘণ্টায় ১৩৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন বিশ্বদীপ। এই সাফল্যের পর গর্বিত তাঁর পরিবার-পরিজনরা।

বিগত কয়েকবছর ধরে সাইকেল রেসে অংশ নিচ্ছেন শিবমন্দিরের বাসিন্দা বিশ্বদীপ। শরীরচর্চা হিসেবে শুরু করেছিলেন সাইকেল চালানো। তারপর ধীরে

ধীরে পরিণত হয় শখে। পেশায় শিক্ষক বিশ্বদীপ তারপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করেন। জয়পুর টু জয়সলমের অবশ্য বেশ কঠিন ছিল। কারণ, মাঝে কিছুটা পথে পড়েছিল মরুভূমি। তবে লক্ষ্য অবিচল থাকলে যে সব সম্ভব, তা দেখালেন বিশ্বদীপ।

৮৮ ঘণ্টা সময়সীমা ধার্য থাকলেও তার আগেই রেস শেষ করেন। যিনি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন, তাঁর সময় লেগেছে ৮০ ঘণ্টা। খেতাব জয়ের পর জানালেন, এটা তাঁর জীবনের একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। বিশ্বদীপের কথায়, 'আমি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি, সেটাই সব থেকে বড় পাওনা ছিল। তবে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারব ভাবতে পারিনি।' তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য, ২০২৫ সালে আল্ট্রা-স্পাইস রেস, যার দূরত্ব ১৭৫০ কিমি। গোয়া থেকে উটি এবং উটি থেকে গোয়া পর্যন্ত রুটে হবে প্রতিযোগিতাটি।

কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি... শীতের দুপুরে খাবারের খোঁজে। মালবাজারে বৃহস্পতিবার। ছবি : অ্যানি মিত্র

অর্থডক্স চা উৎপাদনে সাফল্য পুরোজিতের

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির আসাম মোড়ের বাঙালি চা শিল্পপতি পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত ডুয়ার্সে একমাত্র অর্থডক্স চা উৎপাদনকারী হিসেবে চা মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কলকাতা চা নিলামকেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁর অর্থডক্স চা দেশের নানা প্রান্ত, এমনকি ইরান, ইরাক, দুবাই সহ নানা দেশে রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। অর্থডক্স চা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী বলে বক্তব্য বিশেষজ্ঞদের। যে কারণে দেশ-বিদেশে এর চাহিদা।

পুরোজিতদের পরিবারে ১১ জন ইঞ্জিনিয়ার। পুরোজিৎ জানালেন, তাঁর বাবা বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, দেশের সম্পদ নিয়ে শিল্প গড়তে। সেই কথা শুনে অনুপ্রাণিত হন পুরোজিৎ। আসাম মোড়ে বিশাল অর্থডক্স চা তৈরির কারখানা নির্মাণ করেন। জলপাইগুড়ির পাশাপাশি মৌলানিতেও চা কারখানা রয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর বেকার ছিলাম। সেই সময় বেকার থাকার যন্ত্রণা উপলব্ধি

> শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর থাকা প্রয়োজন। তাই আমরা এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছি। আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানেও চা কারখানার সঙ্গে যুক্ত ৬০০ শ্রমিক আমন্ত্রিত হন। তাঁরা শুধু বোনাস পান না, পুজোর সময় প্রত্যেক মহিলা শ্রমিককে শাড়ি, পুরুষদের প্যান্ট-শার্ট দেওয়া হয়। এমনকি শ্রমিক পরিবারের সদস্যদেরও নতুন পোশাক দেওয়া হয়।
>
> **- পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত**
> *চা শিল্পপতি*

করেছি। তারপর একসময় প্রায় ৬০০ একর জমি কিনে চা আবাদ করি। ফলন যথেষ্ট ভালো। আমি ৭০০ লোকের কর্মসংস্থান করে দিয়েছি। এটা আমার কাছে পরম প্রাপ্তি। ইতিমধ্যে অর্থডক্স চায়ের উৎপাদনও শুরু হয়েছে।'

বিদেশের পাশাপাশি এদেশের পঞ্জাব, হরিয়ানাতে এই চা পাঠানো হয়েছে। পুরোজিতের এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূ। পুরোজিতের সংযোজন, 'শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর থাকা প্রয়োজন। তাই আমরা এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছি। আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানেও চা কারখানার সঙ্গে যুক্ত ৬০০ শ্রমিক আমন্ত্রিত হন। তাঁরা শুধু বোনাস পান না, পুজোর সময় প্রত্যেক মহিলা শ্রমিককে শাড়ি, পুরুষদের প্যান্ট-শার্ট দেওয়া হয়।' টি বোর্ডের সদস্য বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, দেশের মধ্যে অর্থডক্স চা শিল্পে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন পুরোজিৎবাবু। তিনি আমাদের অহংকার।

এনজেপি ছুঁয়ে ভারত গৌরব ট্রেন ছুটবে

নিউজ ব্যুরো

২ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতে পর্যটন প্রচারের জন্য ভুসবল ও গুয়াহাটির মধ্যে ভারত গৌরব ট্রেন চালাবে রেল। যাত্রাপথে ট্রেনটি ছুঁয়ে যাবে বারাউনি, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি। ১ জানুয়ারি সকাল ৮টায় ভুসবল থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশে প্রথম যাত্রা শুরু করেছে ট্রেনটি। ৩ জানুয়ারি সকাল ৭টায় সেটি গুয়াহাটি পৌঁছাবে। গুয়াহাটি থেকে ট্রেনটি ফের ভুসবলের উদ্দেশে রওনা দেবে ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে।

অন্যদিকে, শিলচর-নাহরলাগুন এক্সপ্রেস ৬ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার করে শিলচর থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে রওনা দিয়ে পরের দিন সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে নাহরলাগুন পৌঁছাবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা এই খবর জানিয়েছেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
(Hindi)
Time : 2.15 P.M. & 6.00 P.M.

Now Showing at
BISWADEEP
KHADAAN
*ing : Dev & Others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস-এর পথ পরিবর্তন

৪ লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার/এলিভেটেড রোড কাম রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রাঁচী ডিভিসনের সিরমটোলী চক-এ ০৭.০১.২০২৫ থেকে ১৬.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ব্লকের প্রয়োজন হবে। তদানুযায়ী, ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০১.২০২৫) কোটশিলা-মুরী-রাঁচী-রাউরকেল্লা-র পরিবর্তে কোটশিলা-মুরী-চান্ডিল-সিনি-রাউরকেল্লা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

স্বয়ম্ভু কি পারবে নিজের মেয়েকে খুঁজে আবার বাড়ি ফিরিয়ে আনতে?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.৩৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ মেজদিদি, রাত ১০.০০ ডিজে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ আমাদের সংসার, বিকেল ৪.০০ বিদ্রোহ, সন্ধে ৭.৩০ প্রতিকার, রাত ১০.৩০ জামাই রাজা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অরণ্যের ইতিকথা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জাল
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১.৩৪ কভি খুশি কভি গম, বিকেল ৫.৫৮ কুইন, রাত ৮.৫৬, স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার, ১১.৫৫ মুম্বইকর
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫২ ফুকরে-থ্রি, দুপুর ১.৫৩ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৫.১১ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ, রাত ৮.০০ গীতা গোবিন্দম, ১০.৪৫ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.১৫ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, বিকেল ৩.০০ রামপুরি দামাদ, ৫.০০ রিভলভার রানি, সন্ধে ৭.৩০ রুদ্র অবতার, রাত ৯.৪৫ সুরমা
মুভিজ নাও : দুপুর ১২.৪৮ ভ্যাম্পায়ার সাক, ২.০৪ চাইল্ডস প্লে, বিকেল ৩.২৮ ক্রিড-টু, ৫.৩৫ দ্য টার্মিনেটর, সন্ধে ৭.১৯ দ্য মেরিন, রাত ৮.৪৫ কোয়ান্টাম অফ

বলো না তুমি আমার দুপুর ১.৩০
জলসা মুভিজ

কুইন বিকেল ৫.৫৮
কালার্স সিনেপ্লেক্স

দ্য টার্মিনেটর বিকেল ৫.৩৫
মুভিজ নাও

সোলেস, ১০.২৯ চার্লিজ অ্যাঞ্জেলস
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১.১২ স্পাইডারম্যান-ফার ফ্রম হোম, বিকেল ৩.২৮ দ্য লেজেন্ড অফ টারজান, ৫.২৩ জার্নি-টু, সন্ধে ৭.০২ আনচার্টেড, রাত ৯.০০ কুং ফু হাসল, ১০.৪০ হোটেল ট্রানসিলভেনিয়া-থ্রি

বিগ ক্যাট কানট্রি রাত ৮.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

শীত জাঁকিয়ে পড়তেই দেখা বিহঙ্গের

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২ জানুয়ারি : অবশেষে ওরা এল। তবে এবার এল বেশ দেরি করে। শীতের অতিথি হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আগেই ভিড় করেছিল নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখিদের দল। কিন্তু এতদিন তারা গজলডোবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিল। ২০২৪-এর বিদায়বেলা ও নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যে ফিরেছে শীতের আমেজ। সেইসঙ্গেই গজলডোবায় অবশেষে এসেছে পরিযায়ী অতিথিরা। দারুণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে পাখিদের আনাগোনা বৃদ্ধিতে খুশি পর্যটকরাও। নৌকাবিহার করতে করতে খুব কাছ থেকে পাখি দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁরা।

শুধু পর্যটকরা নয়, পরিযায়ীদের আগমনে মুখে হাসি ফুটেছে নৌকাচালকদেরও। তাঁদের অন্যতম রতন সরকার বললেন, 'শীত জাঁকিয়ে পড়তেই বহু পাখি গজলডোবায় আসতে শুরু করেছে। নৌকায় পর্যটকরা সেই পাখি দেখতে যান। অচেনা পাখি দেখতে পেয়ে তাঁরা খুশি হন। ফলে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করবে। আমাদের আয়ও বাড়বে।' একই মত আরেক নৌকাচালক সুকান্ত বিশ্বাসেরও। দেশ-বিদেশ থেকে আসা নানা প্রজাতির পাখির ভিড়ে এখন জমজমাট

গজলডোবায় হাজির লেসার গোল্ডফিঞ্চ। ছবি : মানসী দেব সরকার

গজলডোবা। এখানে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য একটি পর্যটনকেন্দ্র হল ভোরের আলো। তার পাশেই রয়েছে পক্ষীবিতান।

শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখির উপস্থিতির জন্যই ভোরের আলো আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে পর্যটকদের কাছে। প্রতিবারের মতো এবারেও মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া সহ অন্যান্য দেশ থেকে এসেছে গ্রে হেরন, ব্ল্যাক হেডেড গল সহ একাধিক প্রজাতির পাখি। প্রতি বছর শীতের সময় বহু পর্যটক পাখি দেখতে আসেন। নৌকার মাঝিরাই পর্যটকদের পাখি চেনার গাইড হিসাবে কাজ করেন। ফলে পাখিদের নামের পাশাপাশি প্রজাতিগুলির সঙ্গেও পরিচিত হতে পারেন সকলে।

এদিন শিলিগুড়ি থেকে গজলডোবায় বেড়াতে এসেছিলেন মণিকা, প্রতিমা, অনন্যারা। মণিকা বলেন, 'এত কাছ থেকে পাখি দেখতে পেয়ে আমরা খুব খুশি।' যদিও তিস্তায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা অনেক কম। পাখিদের আসার সময়েও অনেকটাই দেরি হয়েছে। শীত পড়তেই অবশ্য সংখ্যাটা বাড়ছে। তবে আগামী দু'-চারদিনের মধ্যেই প্রচুর পাখি এখানে এসে ভিড় জমাবে বলে আশা সকলেরই।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে জটিলতার সমাধান। নতুন বন্ধুলাভ। আয়বৃদ্ধি। বৃষ : কোনও কিছু হারাতে পারে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নতুন দায়িত্ব পাবেন। বাবার রোগমুক্তি। মিথুন : কর্মস্থলে জটিলতা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা। আয়বৃদ্ধির সুযোগ। কর্কট : সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতি মিলবে। নিজের বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখুন। আপনার উত্থানে অনেকে ঈর্ষান্বিত হবে। সিংহ : বাবা ও মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সৃজনমূলক কাজের স্বীকৃতি মিলবে। কন্যা : আজ আপনার উপস্থিতবুদ্ধিতে সমস্যামুক্তি ঘটবে। প্রেমের সম্পর্কে মান-অভিমান চলবে। তুলা : ব্যবসায় বড় বরাত পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দোলাচল। বাতের ব্যথা বাড়বে। বৃশ্চিক : দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে সমস্যার সমাধান। বাড়ি কেনার ভালো সুযোগ পাবেন। পাওনা আদায় হবে। ধনু : পেটের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল হবে। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মকর : কোনও স্বপ্ন পূরণ হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। নিজের বুদ্ধির জোরেই কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। পেটের ব্যথায় ভোগান্তি। কুম্ভ : ব্যবসায় অর্থাগমে বাধা। প্রণয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ক্ষতি হতে পারে। মীন : ব্যবসার কারণে ভ্রমণ। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির প্রশংসাপ্রাপ্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ১৩ পৌষ, ৩ জানুয়ারি, ২০২৫, ১৮ পুহ, সংবৎ ৪ পৌষ সুদি, ২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।১। শুক্রবার, চতুর্থী রাত্রি ১২।৪৮। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১২।০। বজ্রযোগ দিবা ২।৩৯। বণিজকরণ দিবা ১।৩২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।৪৮ গতে ববকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।২৫ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১২।০ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।৪৮ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৩ গতে ১১।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২১ গতে ১০।২ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১২।২৫ গতে রাত্রি ১২।৪৮ মধ্যে চন্দ্রদর্শন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভাঙা পড়বে ৪০০ দোকান

ময়নাগুড়ি, ২ জানুয়ারি : চালসা থেকে ময়নাগুড়ি শহরের বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক চওড়া হবে। ডিপিআর (ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরির কাজ চলছে। ময়নাগুড়ি শহরের ওপর এই রাস্তা চওড়া করার জন্য পাশে থাকা ৪০০-রও বেশি গুমটি দোকান ভাঙতে হবে। আর তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় ময়নাগুড়ি শহরের এই দোকানদাররা। পুনর্বাসনের দাবি জোরালো হচ্ছে।

ময়নাগুড়ি শহরের বুক চিরে গিয়েছে মালবাজার থেকে ধূপগুড়িগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। শহরের দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য দোকানপাট। কোথাও কোথাও পাকাপোক্ত দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় সড়কের দু'ধারে উধাও হয়ে গিয়েছে ফুটপাথ। শহরজুড়ে দিনভর তীব্র যানজটে নাকাল শহরবাসী। এই রাস্তা চওড়া করার দাবি দীর্ঘদিনের। ময়নাগুড়ি পুরসভার তরফে এই বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব

ময়নাগুড়িতে চিন্তায় গুমটি ব্যবসায়ীরা

অধিকারী বলেন, 'এই রাস্তা চওড়া না হলে শহরকে যানজটমুক্ত করা কোনও প্রকারেই সম্ভব নয়।' জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর (এনএইচ-নাইন) বলেন, 'চালসা থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত আনুমানিক চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা চওড়া করার জন্য ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। এই রাস্তা ৭ মিটার চওড়া রয়েছে। দুই দিকে দেড় মিটার করে আরও তিন মিটার চওড়া করা হবে। মূল রাস্তাটি দশ মিটার চওড়া হবে।'

শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দু'ধারে ৪০০-রও বেশি গুমটি ব্যবসায়ী রয়েছেন। হরেকরকম দোকানপাট রয়েছে। কয়েক দশক ধরে এই দোকান করেই তাঁরা সংসার প্রতিপালন করছেন। এই রাস্তার পাশেই দোকান পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা রিংকু বড়ুয়ার। তিনি বলেন, 'খুব কম হলে তিরিশ বছর ধরে এখানে মোবাইল ফোন মেরামতির দোকান রয়েছে আমার। সংসার চালানোর একমাত্র উৎস এই দোকান। প্রশাসনের কাছে আবেদন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।' গুমটি ব্যবসায়ী পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড মহাকালপাড়ার বাসিন্দা গণেশ বর্মন বলেন, 'আমরাও উন্নয়নের পক্ষে। যানজট মোকাবিলায় এই রাস্তা চওড়া করা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। কিন্তু এই রাস্তা চওড়া হওয়ার খবর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।'

উত্তরের শিকড়

ঐতিহ্যের বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি

১৫৩৭ সালে শিষ্য সিংহ বৈকুণ্ঠপুর পরগনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির রাজারা ছিলেন একই বংশের। শিষ্য সিংহ ছিলেন তৎকালীন কোচবিহারের রাজা বিশ্ব সিংহের দাদা। প্রথমে বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী ছিল বর্তমানে রাজগঞ্জের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ন্যাসীকাঁটা এলাকায়। পরবর্তীতে সেটি স্থানান্তরিত হয় বর্তমানে বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবীর মন্দিরের কিছু উত্তর দিকে। পরিবর্তনের এখানেই শেষ নয়। আরও পরে ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে সুরক্ষিত দুর্গের জন্য বৈকুণ্ঠপুরের তৃতীয় রাজধানী হয় বর্তমানের জলপাইগুড়ি শহরে। ১৭১৫ সালে বর্তমান জলপাইগুড়ি শহরের উত্তর দিকে ধর্মদেব রায়কত রাজধানীটি স্থাপন করেছিলেন।

বৈকুণ্ঠপুর মূলত একটি দুর্গ। তৎকালীন সময়ে বিশেষত ইংরেজদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্যই তিস্তা ও করলা নদীর মাঝের জায়গাটিকে দুর্গের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে দুর্গের মানুষ যাতে ভালো থাকেন তার জন্য বিষ্ণু, মনসা, শিব এবং দুর্গা মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে আজও নিয়মিত পুজো হয়ে আসছে। ১৯১৫ সালে প্রসন্নদেব রায়কত রাজবাড়ির তোরণটি তৈরি করেছিলেন। তোরণ তৈরির পর ১৯২১ সালে বর্তমানে যে রাজবাড়িটি রয়েছে সেটি তৈরি হয়। কোচবিহার ঘরানায় এই রাজপরিবারের যে দুর্গাপুজো তা ১৫০২ সাল থেকে হয়ে আসছে। পুজোকে কেন্দ্র করে সেই সময় মেলা বসত রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে। জানা যায়, দুর্গাপুজোর তিনদিন রাজবাড়িতে প্রজাদের প্রসাদ নেওয়ার ভিড়ের থেকেই মেলার সূত্রপাত। একইভাবে মনসাপুজোর প্রসাদ নেওয়ার ভিড় থেকে মেলা শুরু রাজবাড়িতে। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর মেলা হারিয়ে গেলেও, মনসাপুজোর মেলার জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে জলপাইগুড়িতে। যেখানে আগে এই মেলা হত মাত্র তিনদিনের, সেখানে বর্তমানে মনসাপুজোর মেলা প্রায় সাতদিন ধরে চলে।

কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা বাংলাদেশিদের

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারমধ্যে কুচলিবাড়ি থানা এলাকার নাকারেরবাড়ির গোলাপাড়ায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। এখানে বিএসএফের আউটপোস্ট রয়েছে। এই খোলা সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। বেড়ে গিয়েছে চোরাচালানও। এখানে অস্থায়ী বেড়া দিতে গিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বাধার মুখে পড়ছে বিএসএফ। জওয়ানদের দিকে লাঠি হাতে তেড়ে আসছে তারা। বেড়া দেওয়া হলে চোরাচালান ও ভারতবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই আশঙ্কায় বাধা দিচ্ছে ওপারের দুষ্কৃতীরা। বারবার বাধা পেয়ে অবশ্য বিএসএফ আপাতত বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রেখেছে।

কয়েকদিন আগে বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী তিনবিঘা করিডর পরিদর্শন করেছেন। তিনি সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। গোটা বিষয়টিকে মাথায় রেখে ওই সীমান্তে কৃষকদের সহযোগিতায় অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া ও রাতে পাচার রুখতে বিদ্যুতের আলো লাগানোর কাজ শুরু করেছিল বিএসএফ। কিন্তু বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা সেই কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের চাপে বিজিবিও বিএসএফকে কাঁটাতারের বেড়া ও বিদ্যুতের খুঁটি না লাগানোর অনুরোধ জানিয়েছে। সীমান্তে আলো নিয়ে আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'নিয়ম মেনেই বিদ্যুতের আলো লাগানো হচ্ছে। আলো লাগালে ভালো মানুষের সমস্যা হয় না। দুষ্কৃতীদের সমস্যা হয়তো হবে সেই কারণে বাধা আসছে।'

মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সীমান্ত। বুধবার সন্ধ্যায়ও তারা বাধা দেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা রীতিমতো লাঠিসোঁটা নিয়ে সীমান্তে চলে এসে বিএসএফ ও ভারতীয় কৃষকদের উপর চড়াও হয়। ছোড়া হয় ইটপাটকেলও। বিএসএফের দাবি, বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কিছু দুষ্কৃতী সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। প্ররোচনায় যাতে কেউ পা না দেন সেইজন্য বন্ধ রাখা হয়েছে অস্থায়ী কাজ। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে না। কৃষকরা ফসল বাঁচাতে অস্থায়ী বেড়া দিচ্ছেন। তাতে সহযোগিতা করা হচ্ছে।'

মালদায় ফিরল ১৬ বছর আগের স্মৃতি

বিশ্বনাথ খুনের বিচার অধরাই

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২ জানুয়ারি : ফের ২০০৮ সালের স্মৃতি ফিরে এল মালদায়। জুন মাসে কংগ্রেসের দাপুটে নেতা বিশ্বনাথ গুহকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছিল। সেই ঘটনার মূল দোষী এখনও সামনে আসেনি। চালককে মূল দোষী দেখিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বাবলা সরকারকে খুনের ঘটনার পর সেই ঘা আরও দগদগে হয়ে উঠল। বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী লক্ষ্মী গুহর আজ বিচার পাননি। তাঁর একটাই দাবি, স্বামীর খুন কাণ্ডে প্রকৃত দোষী চালক নয়, কেউ আড়ালে ছিল। তাকে সামনে আনা হোক।

বিশ্বনাথবাবুকে খুনের পরের দিনই কাকতালীয়ভাবে বাবলা সরকারকে খুনের চেষ্টা করা হয়। সেবার বরাতজোরে বেঁচে যান। কিন্তু এবার ঘটে গেল মর্মান্তিক পরিণতি।

এদিন বাবলা সরকারকে খুনের ঘটনায় মানুষের স্মৃতিজুড়ে শুধু বিশ্বনাথ গুহ। কী কারণে তাঁকে খুন হতে হল, এই ঘটনায় কারা কারা জড়িতে এনিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

একইসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বনাথের মৃত্যুতে আজও প্রকৃত দোষী সামনে আসেনি কেন? এদিন তাঁর সহধর্মিণী লক্ষ্মী গুহ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেন, 'আমার স্বামীকে খুন করা হয়। আক্তার খুন করেছে, এটা আমি আজও বিশ্বাস করিনা। খুন হওয়ার পর আক্তারই চেঁচাচ্ছিল যে দাদা কে মেরে ফেলল। ওই ছেলে আবার নিজে থেকে বলতে শুরু করলো আমি খুন করেছি।'

বিশ্বনাথ গুহ। -ফাইল চিত্র

> আমি এখনও মনে করি এই খুন কাণ্ডে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। মূল আসামি ধরা পড়ুক, এটা আমি চাই। পুলিশ এনিয়ে আবারও তদন্ত শুরু করুক। আক্তারের আর কী হল, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।
>
> **-লক্ষ্মী গুহ**
> *মৃত বিশ্বনাথ গুহর স্ত্রী*

তাঁর জোরালো দাবি, 'আমি এখনও মনে করি এই খুন কাণ্ডে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। মূল আসামি ধরা পড়ুক, এটা আমি চাই। পুলিশ এনিয়ে আবারও তদন্ত শুরু করুক। আক্তারের আর কী হল, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।'

কংগ্রেসের দাপুটে নেতা বিশ্বনাথ গুহ। ইংরেজবাজার পুরসভার উপপুরপ্রধান ও কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন ইনটাকের আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন তিনি। ২০০৮ সালের ১২ জুনের সন্ধ্যায় এক বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সস্ত্রীক জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে ছিলেন। রাত ১০টা নাগাদ অনুষ্ঠান ছেড়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। রাত ১২টা নাগাদ গ্যারাজ ঘরে মাথায় ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয় তাঁকে।

এই ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোল পরে মালদা জেলাজুড়ে। এই খুনের দায় স্বীকার নেয় বিশ্বনাথ গুহর গাড়িচালক আক্তার শেখ। তাঁর আত্মস্বীকারোক্তির পরেও নার্কো টেস্ট, পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয় আক্তারের। তবে এনিয়ে পুলিশের তরফে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। আদালত খুনের দায়ে আক্তারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। তবে ২০১৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বেল বন্ডে ছাড়া পেয়ে যায় আক্তার। এখন সে বহাল তবিয়তে ঘুরছে।

৩০০ পায়ের ছন্দে শুরু ডুয়ার্স উৎসব

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার শহরের নেতাজি রোড মধ্যপাড়ার বাসিন্দা অর্চনা বর্মন। ৪০ বছরের অর্চনা শখে নাচ শেখা শুরু করেছেন কয়েক মাস আগে থেকে। কয়েক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছে নৃত্যশিল্পী অনিকা মাহাতোও। তবে পার্থক্য রয়েছে। ভোলারডাবরির অনিকার বয়স মাত্র চার বছর। চার ও চল্লিশের মেলবন্ধন নজরে এল বৃহস্পতিবার বিকেলে প্যারেড গ্রাউন্ডে, ১৯তম ডুয়ার্স উৎসবের উদ্বোধনে। প্রায় ৩০০ নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে পা মিলিয়ে উৎসবের উদ্বোধনী নৃত্যে অংশ নিয়েছিল অর্চনা, অনিকারা। একদিকে কয়েকজন সংগীতশিল্পী গানের সুর ধরেন। আরেকদিকে নাচে পা মেলান নৃত্যশিল্পীরা। উদ্বোধনে এরকম আয়োজন আগে কখনও দেখেনি ডুয়ার্স উৎসব। অনুষ্ঠান শেষের হাততালি তারই প্রমাণ দিয়েছে।

নাচ শেষে অনিকার মতো খুদেদের ছোটাছুটি শুরু হয় বাবা-মায়ের খোঁজে। অনিকার মা রিমা মাহাতো জানালেন, মেয়ে প্রথমবার এরকম অনুষ্ঠান করল। তাঁর কথায়, 'কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে মেয়ে যে এতজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে পারবে সেটা ভাবতে পারিনি।' একই রকম কথা অন্য অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মুখেও।

উদ্বোধনী মঞ্চে রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী সহ আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার একাধিক জনপ্রতিনিধিকে দেখা যায়। মলয় বলেন, 'ডুয়ার্স উৎসবের আলো অনেকদূর ছড়িয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতেও ডুয়ার্স উৎসবের কথা শুনি। যেভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, সেটা সত্যিই প্রশংসার।' উৎসবের উদ্বোধন হলেও বৃহস্পতিবার কিন্তু সব স্টল খোলেনি। অনেক স্টলের কাজ চলছে। শুক্রবারের মধ্যে সেই কাজ শেষ হবে বলে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা। এদিন সন্ধ্যায় আবার বেশ কয়েকটি সরকারি স্টলেরও উদ্বোধন হয়। সন্ধ্যা থেকেই মাঠে শুরু হয়ে যায় লোকজনের আনাগোনা। যদিও স্টল না খোলায় সেভাবে উপভোগ করতে পারেননি। পুলিশের পক্ষ থেকে দুপুর থেকেই বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এছাড়াও সাদা পোশাকের প্রচুর পুলিশ ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে থাকবেন বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার। এদিন সকালে আবার ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষ্যে ডুয়ার্স রান আয়োজন করা হয়েছিল। চারটি বিভাগে এই দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকার ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়।

এদিনের শোভাযাত্রায় শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল ভালোই।

WALK-IN-INTERVIEW

জুনিয়ার ক্যাশিয়ার চাই

শিলিগুড়ি অফিসে জুনিয়ার ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে

যোগ্যতা : বি কম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।
বয়স : অনূর্ধ্ব-৩০।

আগ্রহীরা সিভি নিয়ে চলে আসুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি অফিসে ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

केनरा बैंक Canara Bank
A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

আঞ্চলিক কার্যালয়: শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, তৃতীয় তল, থার্ড মাইল সেবক রোড, পোস্ট- সালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ১৩.০২.২০২৫

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে, এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২ অনুযায়ী দখল নেওয়া হয়েছে এবং নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী অনলাইনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে: নিম্নে উল্লেখ করা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দর আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রম. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) বাকির পরিমাণ (সাথে বাকি সুদ) খ) ধারা ১৩(২) অনুযায়ী দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ধারা ১৩(৪) অনুযায়ী দখলের বিজ্ঞপ্তি তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) শাখা এবং আঞ্চলিক অফিসের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাংক, ভানুকুমারী শাখা ভানুকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- ছট লালকুঠি, ভানুকুমারী, পিন- ৭৩৬ ১৩১ খ) মেসার্স সাহা অ্যান্ড কো. প্রতিনিধিত্বকারী স্বত্বাধিকারী: মিঃ বিকাশ সাহা পিতা- চৈতন্য সাহা গ্রাম- দক্ষিণ রামপুর, পোস্ট- বড়বিশা, থানা- কুমারগ্রাম, জেলা- জলপাইগুড়ি (বর্তমানে আলিপুরদুয়ার), পিন- ৭৩৬ ২০৭	ক) ৩৬,২৫,৮০০.১০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশো টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) ৩০.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত সঙ্গে ০১.১২.২০২২ তারিখ থেকে লাগু হওয়া ভবিষ্যতের সুদ খ) ২৯.১২.২০২২ গ) ২৫.০৫.২০২৩	বাস্তু জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ প্রায় ৫.২৫ শতক যার মৌজা- দক্ষিণ রামপুর, জে.এল নং ৫১, এল.আর খতিয়ান নং ১৩৬/১ ও ১১০১, এল.আর প্লট নং ১৮৪, থানা- কুমারগ্রাম, জেলা- জলপাইগুড়ি (বর্তমানে আলিপুরদুয়ার) (সঙ্গে কাঠামো, যদি কিছু থাকে), সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- ভজন চন্দ্র সাহার জমি, দক্ষিণে- কোচ বিহার বর্ডার, পূর্বে- ৮ ফুট কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে- শিপলু সাহার জমি এবং জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ প্রায় ৫.২৫ শতক যার মৌজা- দক্ষিণ রামপুর, জে.এল নং ৫১, এল.আর খতিয়ান নং ১৩৬/১ ও ১০৮৩, দাগ নং ১৮৪, থানা- কুমারগ্রাম, এ.ডি.এস.আর আলিপুরদুয়ার, জেলা- জলপাইগুড়ি (বর্তমানে আলিপুরদুয়ার) (সঙ্গে কাঠামো, যদি কিছু থাকে), সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- মধুসূদন পালের জমি, দক্ষিণে- বিকাশ সাহার জমি, পূর্বে- ৮ ফুট কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে- শিপলু সাহার জমি। (সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে)	ক) ২০.৪২ লক্ষ টাকা খ) ২.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ভানুকুমারী শাখা ইন চার্জ, (মো:) ৮৯১৮৭ ৯৩৩৯৪, আঞ্চলিক কার্যালয়: (মো:) ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২ ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ২.০০ লক্ষ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) -এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে।
২.	ক) কানাড়া ব্যাংক, শিলিগুড়ি মেন শাখা সেবক রোড (পানিট্যাঙ্কিমোড়), পিন- ৭৩৪ ০০১ খ) মেসার্স মীরা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী মিঃ বিমল থাপা পিতা- গঙ্গা বীর থাপা গ্রাম- হো চি মীন নগর, পোস্ট- বাগডোগরা, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪ ৪৩৪	ক) ২০,১৮,৭১১.৯১ টাকা (কুড়ি লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো এগারো টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সঙ্গে ০১.০৭.২০২৪ তারিখ থেকে লাগু হওয়া ভবিষ্যতের সুদ খ) ০৮.০৭.২০২৪ গ) ০১.১০.২০২৪	রায়তি বসবাসযোগ্য জমির প্লটের সমস্ত অংশ সঙ্গে বাড়ি (যদি থাকে) পরিমাপ ০.০৩৬ একর বা ২ কাঠা ২ ছটাক এবং ৩০ বর্গফুট প্লট নং "ডি"- তে অবস্থিত মৌজা- কমলপুর, জে.এল নং ৯২, তৌজি নং ৯১, নথিবদ্ধ পূর্বতন খতিয়ান নং ১৪/১৬, নতুন খতিয়ান নং ৪১১, ৪১২ ও ৪১৩, পূর্বতন প্লট নং ৩৮৭/৭৪৭ (পি), নতুন ১৪৭(অংশ)- এ অংশ গঠন করেছে, নকশালবাড়ি থানার এক্তিয়ারের অধীনে, এ.ডি.এস.আর অফিস, বাগডোগরা, সাব-ডিভিশন- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- বীণা রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতের রাস্তা, পূর্বে- দানু থাপার সম্পত্তি, পশ্চিমে- তারা লামার সম্পত্তি। (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে রয়েছে)	ক) ৪৬.২০ লক্ষ টাকা খ) ৪.৬২ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: শিলিগুড়ি মেন শাখা ইন চার্জ (মো) ৯৫৬৪৭ ৬৪৫২৭, আঞ্চলিক কার্যালয় (মো) ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২ ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ৪.৬২ লক্ষ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ১৩.০২.২০২৫ সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত। ইএমডি গ্রহণ করার শেষ তারিখ: ১১.০২.২০২৫, বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত

—: নিয়ম ও শর্তাবলী :—

১. সম্পত্তিগুলি 'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা' এবং 'যেমন আছে তেমন' শর্তে বিক্রয় হবে।
২. সংরক্ষিত মূল্যের কম মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় হবে না।
৩. একজন মাত্র দরদাতা/ ক্রেতার ক্ষেত্রে একটি দরবৃদ্ধি সমেত দর দিতে হবে।
৪. দরদান/ নিলাম শুধুমাত্র 'অনলাইন ইলেক্ট্রনিক মোড'-এর মাধ্যমে পরিষেবাদাতার ওয়েবসাইট দ্বারা সম্পন্ন হবে অর্থাৎ BAANKNET.com (https://baanknet.com/)।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি মূল্য হিসাবে মেসার্স পিএসবি অ্যালাইন্স প্রাইভেট লিমিটেডের [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)] পোর্টালের সংশ্লিষ্ট ই-ওয়ালেটে সরাসরি বা চালান তৈরির দ্বারা জমা করতে হবে, ইএমডি মূল্য আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে বলা অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে ১১.০২.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০টার মধ্যে বা তার আগে।
৬. পরিষেবাদাতার সঙ্গে যোগাযোগ: মেসার্স পিএসবি অ্যালাইন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], যোগাযোগ: ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।
৭. ০৬.০১.২০২৫ থেকে ১১.০২.২০২৫ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টের মধ্যবর্তী সময়ে শাখার আধিকারিকদের সাথে আলোচনার পর সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৮. সফল দরদাতা/ক্রেতাকে সফল/সর্বোচ্চ দর ঘোষণা হওয়ার পরেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা করতে হবে (জমা হওয়া ইএমডি সমেত) এবং বাকি ৭৫% বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা এতে অসমর্থ হয় তাহলে তার আগে দেওয়া সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন চার্জ স্থায়ী বাকি / রেট / কর রেজিস্ট্রেশন ফি / অন্যান্য খরচ / সরকারি বাকি / কোনও ব্যক্তির কাছে বাকি ইত্যাদি সমস্ত খরচগুলি শুধুমাত্র সফল দরদাতা / ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১০. উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের জন্যও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি যাতে তাঁরা সম্পত্তির নিলাম এবং বিক্রি রোধ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের উপরে দেওয়া তারিখ এবং সময়ের আগে বাকি থাকা টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উপরে উল্লিখিত বাকি এবং এখনও পর্যন্ত সুদ ই-নিলামের তারিখের আগে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, অন্যথায় তাঁদের সম্পত্তি বাকি মেটানোর জন্য নিলাম/ বিক্রি হবে।
১২. ব্যাঙ্কের যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব বা দর গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রয়েছে।
১৩. বাকি সমস্ত তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ www.canarabank.com।

তারিখ: ০২.০১.২০২৫/ স্থান: শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক/ কানাড়া ব্যাঙ্ক

केनरा बैंक Canara Bank
A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

আঞ্চলিক কার্যালয়: শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, তৃতীয় তল, থার্ড মাইল সেবক রোড, পোস্ট- সালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ২৯.০১.২০২৫

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে, এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২ অনুযায়ী দখল নেওয়া হয়েছে এবং নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী অনলাইনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে: নিম্নে উল্লেখ করা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দর আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রম. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) বাকির পরিমাণ (সাথে বাকি সুদ) খ) ধারা ১৩(২) অনুযায়ী দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ধারা ১৩(৪) অনুযায়ী দখলের বিজ্ঞপ্তি তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) শাখা এবং আঞ্চলিক অফিসের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের ব্যক্তি ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাংক, ঠাকুরপথ শাখা গ্রাম এবং পোস্ট- গোসিয়ারহাট, থানা- ধূপগুড়ি জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭১৫২১০। খ) আনারুল হক পিতা- আহাজুদ্দিন গ্রাম- মল্লিকশোভা, পোস্ট- গোসিয়ারহাট, জেলা- জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, পিন- ৭৩৫২১০।	ক) ৩,৬৯,৪৬৩.৩৯ টাকা (তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশো তেষট্টি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০১৯ পর্যন্ত, সঙ্গে ০১.০৯.২০১৯ থেকে লাগু হওয়া ভবিষ্যতের সুদ খ) ০২.০৯.২০১৯ গ) ১৪.১১.২০১৯	এলআর প্লট/দাগ নং ২০৭- এর সমস্ত অংশ আরএস প্লট/দাগ নং ১৫৬, ১৬০- এর সাথে সম্পর্কিত এলআর খতিয়ান নং ১৮৯৩, আরএস খতিয়ান নং ৭৩, মৌজা- মল্লিক শোভা, জে.এল নং ০৬১, তৌজি নং ৮৫, পরগনা- মরঘাট সাকোয়াঝোড়া- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারের মধ্যে, পোস্ট- গোসিয়ারহাট, থানা- ধূপগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি। সম্পত্তির মালিক: আনারুল হক। উক্ত সম্পত্তির চারপাশে রয়েছে: উত্তরে- জমি সঙ্গে জাফিরুদ্দিনের বাড়ি, দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া বেড মেটিরিয়াল রোড, পূর্বে- জমি সঙ্গে সাফিউল আলমের বাড়ি, পশ্চিমে- নিজস্ব জমি এবং ১০ ফুট বেড মেটিরিয়াল রোড। (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে রয়েছে)	ক) ৮.১০ লক্ষ টাকা খ) ০.৮১ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: রিজনাল অফিস শিলিগুড়ি- (মো:)- ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬ ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ০.৮১ লক্ষ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) -এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে।
২.	ক) কানাড়া ব্যাংক, রায়গঞ্জ- ২ শাখা ক্যারিটাস, গীতাঞ্জলী সিনেমা হলের নিকটে, উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৩৪। খ) মেসার্স সরকার ফার্টিলাইজার, স্বত্বাধিকারী: স্বর্গীয় কুমরেশ সরকার, প্রয়াত হওয়ার আগে পর্যন্ত, তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীগণ প্রতিনিধিত্ব করছেন: ১. বালিকা সরকার ২. পলাশ সরকার ৩. হরপ্রসাদ সরকার	ক) ১৪,১৪,৮৬৩.৩৪ টাকা (চোদ্দো লক্ষ চোদ্দো হাজার আটশো তেষট্টি টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত, সঙ্গে ০১.০৪.২০২৪ থেকে লাগু হওয়া ভবিষ্যতের সুদ খ) ০৫.০৪.২০২৪ গ) ২৪.০৬.২০২৪	জমির পরিমাপ প্রায় ৪ শতক ভবন সহ (বা ভবনের অংশ) থানা- হেমতাবাদে অবস্থিত, মৌজা- বিষ্ণুপুর, জে.এল নং ২৭, এলআর খতিয়ান নং ২০৮৮ আরএস/এলআর দাগ নং ১৬১, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, তৌজি- মহলপরগনা, এডিএসআর এবং ডিএসআর অফিস- রায়গঞ্জ। উক্ত সম্পত্তির সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- স্বর্গীয় কুমরেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীদের জমি, দক্ষিণে- তরুণ কুমার সরকার এবং কমল রায়ের জমি, পূর্বে- প্রভাত বর্মণ এবং বঙ্কিম বর্মণের চাষের জমি, পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া মেটাল রোড, দলিল নং আই-১৩০৬/২০২১- এ যেমনটি উল্লেখ করা রয়েছে। এবং জমির পরিমাপ প্রায় ৩ শতক ভবন সহ (বা ভবনের অংশ) থানা- হেমতাবাদে অবস্থিত, মৌজা- বিষ্ণুপুর, জে.এল নং ২৭, এলআর খতিয়ান নং ৫৬২, আরএস দাগ নং ৫৮২, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, এডিএসআর এবং ডিএসআর অফিস- রায়গঞ্জ। উক্ত সম্পত্তির সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- জগন্নাথ সরকার এবং কমল রায়ের জমি, পূর্বে- স্বর্গীয় কুমরেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীদের জমি, পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া মেটাল রোড, দলিল নং আই- ৪৭২৯/২০১৮- এ যেমনটি উল্লেখ করা রয়েছে। সম্মিলিত সম্পত্তির চারপাশে রয়েছে: উত্তরে- কাঁচা প্যাসেজের জন্য ব্যবস্থা, দক্ষিণে- তরুণ সরকারের দোকান এবং কুমুদ চন্দ্র বর্মণের খালি জমি, পূর্বে- প্রভাত বর্মণ এবং বঙ্কিম বর্মণের চাষের জমি, পশ্চিমে- ৫ ফুট প্রশস্ত নয়নজুলি ও পরে ১০ ফুট প্রশস্ত পিডব্লুডি রোড বর্তমানে ১০ ফুট প্রশস্ত পিডব্লুডি রোড এবং নয়নজুলি যেটা রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে রয়েছে)	ক) ১৩.৬০ লক্ষ টাকা খ) ১.৩৬ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: রিজনাল অফিস শিলিগুড়ি (মো:)- ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/৭৯৮০৭ ৫৮১৬২ ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ১.৩৬ লক্ষ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) -এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত। ইএমডি গ্রহণ করার শেষ তারিখ: ২৭.০১.২০২৫, বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত

—: নিয়ম ও শর্তাবলী :—

১. সম্পত্তিগুলি 'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা' এবং 'যেমন আছে তেমন' শর্তে বিক্রয় হবে।
২. সংরক্ষিত মূল্যের কম মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় হবে না।
৩. একজন মাত্র দরদাতা/ ক্রেতার ক্ষেত্রে একটি দরবৃদ্ধি সমেত দর দিতে হবে।
৪. দরদান/ নিলাম শুধুমাত্র 'অনলাইন ইলেক্ট্রনিক মোড'-এর মাধ্যমে পরিষেবাদাতার ওয়েবসাইট দ্বারা সম্পন্ন হবে অর্থাৎ BAANKNET.com (https://baanknet.com/)।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি মূল্য হিসাবে মেসার্স পিএসবি অ্যালাইন্স প্রাইভেট লিমিটেডের [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)] পোর্টালের সংশ্লিষ্ট ই-ওয়ালেটে সরাসরি বা চালান তৈরির দ্বারা জমা করতে হবে, ইএমডি মূল্য আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে বলা অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে ২৭.০১.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০টার মধ্যে বা তার আগে।
৬. পরিষেবাদাতার সঙ্গে যোগাযোগ: মেসার্স পিএসবি অ্যালাইন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], যোগাযোগ: ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।
৭. ০৬.০১.২০২৫ থেকে ২৭.০১.২০২৫ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টের মধ্যবর্তী সময়ে শাখার আধিকারিকদের সাথে আলোচনার পর সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৮. সফল দরদাতা/ক্রেতাকে সফল/সর্বোচ্চ দর ঘোষণা হওয়ার পরেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা করতে হবে (জমা হওয়া ইএমডি সমেত) এবং বাকি ৭৫% বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা এতে অসমর্থ হয় তাহলে তার আগে দেওয়া সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন চার্জ স্থায়ী বাকি / রেট / কর রেজিস্ট্রেশন ফি / অন্যান্য খরচ / সরকারি বাকি / কোনও ব্যক্তির কাছে বাকি ইত্যাদি সমস্ত খরচগুলি শুধুমাত্র সফল দরদাতা / ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১০. উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের জন্যও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি যাতে তাঁরা সম্পত্তির নিলাম এবং বিক্রি রোধ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের উপরে দেওয়া তারিখ এবং সময়ের আগে বাকি থাকা টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উপরে উল্লিখিত বাকি এবং এখনও পর্যন্ত সুদ ই-নিলামের তারিখের আগে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, অন্যথায় তাঁদের সম্পত্তি বাকি মেটানোর জন্য নিলাম/ বিক্রি হবে।
১২. ব্যাঙ্কের যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব বা দর গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রয়েছে।
১৩. বাকি সমস্ত তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ www.canarabank.com।

তারিখ: ০২.০১.২০২৫
স্থান: শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

পাশ কাটানো উত্তর

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সেসব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

অসীমা পাল
প্রধান, ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : আপনার সংসদেই ৯০ শতাংশ, বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮০ শতাংশ রাস্তা বেহাল। কারণ কী?

প্রধান : মূলত ফান্ডের অভাব। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে অর্থবরাদ্দের পরিমাণ না বাড়ালে এই সমস্যা মেটানো কঠিন।

জনতা : গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার অবস্থা শোচনীয়। বর্ষায় বহু এলাকা হাবুডুবু খায় কেন?

প্রধান : নিকাশিনালা নিয়ে আমরা মাস্টার প্ল্যান তৈরির পরিকল্পনা করেছি। আসলে বিহারের জল এলাকায় ঢুকে পড়ে। প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে। শহর লাগোয়া হওয়ায় এই বিষয়ে পুরসভার সহযোগিতা প্রয়োজন।

জনতা : চারিদিকে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। শাসকদলের যোগ থাকার অভিযোগ রয়েছে। কী পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : জমি মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনকেও জানানো আছে। লিগ্যাল হিয়ার সার্টিফিকেট দিতেও আমরা ক্রসচেক করছি। এতে দলের কেউ জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে রেয়াত করা হবে না।

জনতা : পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা মিটল না কেন?

প্রধান : দ্রুত মিটবে। বলঞ্চা এলাকায় দুটি প্রকল্পের কাজ চলছে জোরকদমে।

জনতা : আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে নালা তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হল কেন?

প্রধান : আমার বাড়ির সামনে, এমনটা ভাবলে ভুল ভাবা হবে। এই রাস্তায় একটি চার্চ রয়েছে। এলাকাটি খ্রিস্টানপাড়া বলেই পরিচিত। তাছাড়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। তাই নিকাশিনালার কাজ চলছে।

জনতা : আবাস যোজনায় যাঁরা প্রকৃত উপভোক্তা নন তাঁদের নাম রয়েছে কেন?

প্রধান : এর উত্তর প্রশাসনের সমীক্ষক দল ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারাই ভালো দিতে পারবেন। কারণ সমীক্ষার দায়িত্বে আমরা ছিলাম না।

জনতা : নাম চূড়ান্ত হওয়ার পরেও উপভোক্তাদের কাছে কাটমানি চাওয়া হচ্ছে কেন?

প্রধান : প্রাথমিকভাবে যে ৯০ জনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে তাঁদের ডেকে প্রশাসনের কর্তাদের সামনে এই বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য ও অফিস স্টাফদের কড়াভাবে সতর্ক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেব।

জনতা : আপনি সময়মতো অফিসে যান না কেন?

প্রধান : এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারণ অনেক সময় প্রশাসনিক ও সরকারি অনুষ্ঠানে যেতে হয়। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর আজ পর্যন্ত নিয়মিত অফিসে যাতায়াত করছি।

জনতা : আবর্জনা সাফাইয়ে নিষ্ক্রিয়তার কারণ কী?

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতে ময়লা সংগ্রহের জন্য চারটি গাড়ি রয়েছে। নিয়মিত আবর্জনা তোলা হয়।

একনজরে

ব্লক : ইসলামপুর
মোট সংসদ : ১০
জনসংখ্যা : ১৩,৫৫৮
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন : ১৫ বর্গকিলোমিটার

জনতা : আপনার এলাকা মাদক কারবারের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে কীভাবে?

প্রধান : কাছেই বিহার-বাংলা সীমানা। এই সুযোগে দুষ্কৃতীরা এসব করছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে তৎপর হয় ঠিকই। কিন্তু চক্রের পান্ডাদের ধরতে পারছে না।

ইকো ট্যুরিজম পার্কের শিলান্যাস

চোপড়া, ২ জানুয়ারি : হাপতিয়াগছ পিকনিক স্পটে বৃহস্পতিবার ইকো ট্যুরিজম পার্কের শিলান্যাস করলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মহানন্দা সেতুর পাশে একটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের

প্রধান আবিনা টুডু প্রমুখ। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই এখানে পিকনিক করতে আসেন। এবার পার্ক চালু হওয়াতে অনেক সুবিধা

হাপতিয়াগছ

হবে বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। পার্কে যাতায়াতের প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা সংস্কারের দাবি উঠেছে। বিধায়ক তহবিল থেকে রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন হামিদুল রহমান।

অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজিগছ এলাকায় বৃহস্পতিবার নাগর নদীর ওপর একটি সেতুর শিলান্যাস করলেন এলাকার বিধায়ক। স্থানীয় বাসিন্দা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মুস্তফা কামাল বলেন, 'এখানে সেতুর কাজ শেষ হলে এলাকার চাকলাগছ ও কাজিগছ সহ ১০-১২টি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন।'

স্বজনপোষণের জেরে বণ্টন অনিশ্চিত

জনশূন্য গরিবের বাড়ি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : রঙিন বহুতলটির দেখভালের জন্য রয়েছেন নিরাপত্তারক্ষী। আলো জ্বলে নিয়মিত। কিন্তু ৪২২টি ফ্ল্যাট জনশূন্য। কবে ফ্ল্যাটগুলিতে মানুষের পা পড়বে, তা-ও অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় ক্ষোভ বাড়ছে ফ্ল্যাটপ্রাপকদের। হাতে নথি থাকার পরেও কেন রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

এই অচলাবস্থার কারণ কী? ফ্ল্যাটপ্রাপকদের অভিযোগ, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) সেটা স্পষ্ট করছে না। তবে সূত্রের খবর, স্বজনপোষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফ্ল্যাট বণ্টন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। যা কার্যত স্বীকার করেছেন এসজেডিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা পানধারিনাথ ওয়াংখেড়ে। তিনি বলেছেন, 'কিছু আপত্তির জন্য ফ্ল্যাটগুলির রেজিস্ট্রি করে দেওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের একটু ভালো আশ্রয় দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'গরিবের ফ্ল্যাট' প্রকল্পের উদ্যোগ নেন। গতবছর মার্চ মাসের প্রথমদিকে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় কয়েকজনের হাতে ফ্ল্যাটের নথি তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাওয়াখালির সেই ফ্ল্যাট এখন 'ভূতুড়ে বাড়ি'-তে পরিণত হয়েছে। স্বজনপোষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করেই মূলত এমন অবস্থা।

কাওয়াখালিতে খালি পড়ে রয়েছে গরিবের বাড়ি প্রকল্পের ফ্ল্যাট। -সূত্রধর

তালিকায় তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠদের নাম থাকায় বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল সেসময়। গতবছর লটারি হওয়ার পরে প্রশ্ন ওঠে, গরিবের ফ্ল্যাটের তালিকায় বোর্ড সদস্য তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষের মেয়ের নাম কেন রয়েছে। যদিও পরে ফ্ল্যাট না নেওয়ার কথা লিখিতভাবে জানিয়ে দেন কাজলের মেয়ে ব্রতী।

একই অভিযোগ উঠেছিল ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুনীতা মণ্ডলের স্বামী কিশোরের নাম তালিকায় থাকা নিয়েও। একাধিক স্বজনপোষণের অভিযোগ অস্বস্তিতে ফেলেছিল তৃণমূলকে। এসজেডিএ'র তৎকালীন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সেসময় দাবি করেছিলেন, 'প্রশাসনের তরফে যে নাম এসেছে, তার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে লটারি হয়েছে। ফলে স্বজনপোষণের অভিযোগ ঠিক নয়।' কিন্তু সেই দাবি নস্যাৎ করে এসজেডিএতে জমা পড়ে স্বজনপোষণ সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগ। লটারির প্রক্রিয়া নিয়েও আপত্তি জমা পড়ে। যার পরিপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রি এবং ফ্ল্যাট বণ্টন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখে এসজেডিএ।

এতেই বিপাকে পড়েন অনেকে। লটারির মাধ্যমে বিশ্বজিৎ নন্দীর শাশুড়ি কাওয়াখালিতে ফ্ল্যাট পেয়েছেন। বিশ্বজিৎ বলেন, 'সেই সংক্রান্ত নথি আমাদের দেওয়া হয়েছে। ওই সময় বলা হয়েছিল তিন লক্ষ টাকা জমা দিলেই ফ্ল্যাট পেয়ে যাব। কিন্তু টাকা নিচ্ছে না এসজেডিএ।' আরেক ফ্ল্যাটপ্রাপকের কথায়, 'তালিকায় নাম দেখে প্রচণ্ড খুশি হই। অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করেছি। কিন্তু এখনও ফ্ল্যাট পাইনি। বারবার এসজেডিএতে গেলেও জানতে পারছি না কী কারণে ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে না।' এখন দায়িত্বে নেই, ফলে কী কারণে আটকে রয়েছে বলতে পারব না।'

'ভূতুড়ে বাড়ি'

- গতবছর মার্চে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজনের হাতে ফ্ল্যাটের নথি তুলে দেন
- কিন্তু কাওয়াখালির সেই বহুতল এখন 'ভূতুড়ে বাড়ি'
- ফ্ল্যাট বণ্টন বন্ধ রাখার কারণ স্পষ্ট করছে না এসজেডিএ
- সূত্রের খবর, স্বজনপোষণের অভিযোগের জেরেই রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হচ্ছে না

সহজ পাঠের গপ্পো...

নতুন বই পাওয়ার আনন্দে।। *ইসলামপুরের পানিখোয়াগছে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।*

পাসপোর্ট যাচাই করছে পুলিশ

আত্মসমর্পণকারী পড়ুয়ার জামিন

ফাঁসিদেওয়া, ২ জানুয়ারি : নেপাল থেকে বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া তরুণ নিজেই জওয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলে জানাল বিএসএফ। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ নেপালের জুমলার বাসিন্দা ওই তরুণ নির্মলরাজ কেসিকে শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে পাঠায়। নির্মলের কাছ থেকে পাওয়া পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্রে ছবি যাচাই করতে পুলিশ ওই দেশে যোগাযোগ করছে। এমনকি এ ব্যাপারে গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে খবর।

বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া ওই তরুণের কাছে আসল পাসপোর্ট ছিল না। ছিল পাসপোর্ট এবং ভিসার ফোটোকপি। সেগুলি বর্তমানে যাচাই শুরু হয়েছে। পাশাপাশি নেপালে নির্মলের যাবতীয় তথ্য জানার চেষ্টা করতে গোয়েন্দা দপ্তরের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে বলে খবর। সমস্ত তথ্য যাচাই করতে কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের তরফে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে প্রবেশের অভিযোগ দায়ের হয়েছে নির্মলের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় এদিন তাঁকে শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ডাক্তারি পড়ুয়ার জামিন মঞ্জুর করেন।

পাঁচ-ছয় বছর আগে নেপালের বাসিন্দা ওই তরুণ স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যান। সম্প্রতি কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে ওই দেশের অস্থির পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

নির্মলের দাবি অনুযায়ী, শেষমেশ

ধৃত নেপালের বাসিন্দা।

পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় দেশে ফিরতে বিপাকে পড়তে হয় তাঁকে। এরপর বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া সংলগ্ন কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউপয়েন্ট হয়ে মহানন্দা নদী পেরিয়ে বুধবার মুড়িখাওয়াতে বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার আর্জি জানান তিনি। সেদিন বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ডাম্পারের ধাক্কায় জখম ১

ফাঁসিদেওয়া, ২ জানুয়ারি : ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম এক প্রবীণ। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর কলেজের সামনে খড়িবাড়ি রাজ্য সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। লাঠি হাতে সড়ক পারাপারের সময় স্থানীয় ফকিরচাঁদজোতের বাসিন্দা ভবেশ সিংহকে ধাক্কা দেয় একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ক্রেনের সাহায্যে ডাম্পারটিকে উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। ঘটনার পরই চম্পট দেয় ডাম্পারচালক। পুলিশ চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

থানায় বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ২ জানুয়ারি : ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার দাবিতে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাল ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন বা ফিটো। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে। পরে ব্যবসায়ীরা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। ফিটোর সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'কয়েকদিন ধরে এলাকায় ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ভাঙচুর, চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য রুখতে পুলিশ সক্রিয়তা না দেখালে আমরা জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলব।' যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশের তরফে ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ১৪ জন কৃতী পড়ুয়াকে রাজ্যের তরফে সংবর্ধিত করা হল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সংবর্ধিত করা হয়। যেখানে ২০২৪ সালে আইসিএসই দশম শ্রেণির ১২ জন, আইএসসির ১ জন ও ডব্লিউবিজেইই-র এক পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কৃতীদের হাতে মহকুমা শাসক অওধ সিংহল উপহার হিসাবে ল্যাপটপ, মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন।

রক্তদান শিবির

চোপড়া, ২ জানুয়ারি : হাপতিয়াগছে রিতা বোস মেমোরিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রক্তদান ও চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ১৮ জন এই শিবিরে রক্তদান করেছেন। পাশাপাশি শতাধিক মানুষ চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংককর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পিছুধাওয়া করে পাকড়াও টোটো চোর

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : চোখের নিমেষে চুরি হয়ে যায় টোটো। কিন্তু হাল ছাড়েননি মালিক তথা চালক। চোরের পিছুধাওয়া করেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চলে 'চেজিং'। শেষমেশ এল সাফল্য। চোরকে খপাত করে ধরে সোজা থানায় এসে পুলিশের হাতে তুলে দেন টোটো মালিক আবদুল আজিজ। বৃহস্পতিবার ধৃত বিরাজ বর্মনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার পুলিশ। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ ফুলবাড়ির জুগিভিটার বাসিন্দা আবদুল যাত্রী নিয়ে ফুলবাড়ির একটি পার্কের কাছে যান। যাত্রীকে নামিয়ে পাশে একটি দোকানে খাবার খেতে ঢোকেন আবদুল। এদিন এনজেপি থানায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'মিনিট কয়েক পর বাইরে বেরিয়ে দেখি টোটোটা নেই!'

এরপর রাস্তায় একজনকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন, কেউ একজন তখনই টোটো নিয়ে ফাঁসিদেওয়া মোড়ের দিকে গিয়েছে। সেই সময় একজন অটোচালক সেখানে যাত্রীর অপেক্ষায় ছিলেন। সেই অটোয় চেপে ফাঁসিদেওয়া মোড়ের দিকে রওনা দেন আবদুল। ফাঁসিদেওয়া মোড়ের কাছে গিয়ে টোটোটি দেখতে পান তিনি। এরপর রাস্তাতেই টোটো আটকে বিরাজকে পাকড়াও করেন তিনি।

মুহূর্তে ভিড় জমে যায় ওই এলাকায়। এরপর উত্তেজিত জনতা

টোটো চোরকে থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে।

টোটো চোরকে ধরে মারতে থাকে। যদিও পরে আবদুল নিজেই জনতার থেকে ছাড়িয়ে বিরাজকে এনজেপি থানাতে নিয়ে যান। এনজেপি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রক্রিয়া মোতাবেক টোটোটি আবদুলকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সব কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে শাসকের নাম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : বেআইনি অস্ত্রের কারবার থেকে ড্রাগস চক্র চালানো, সরকারি জমি দখল, সিন্ডিকেটরাজ থেকে মহিলাকে কুপ্রস্তাব সবকিছুতেই সম্প্রতি নাম জড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। আর এতেই অস্বস্তিতে পড়েছে দলের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া তো দূর, বরং আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগ, জেলা নেতৃত্ব সব জেনেবুঝেও চুপচাপ বসে রয়েছে। দলের অন্দরে এই নিয়ে ক্ষোভ এতটাই বেড়েছে যে জেলা কমিটির বৈঠকেও নেতা-নেত্রীদের উপস্থিতি কমছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারিতে তৃণমূলের একাধিক নেতার জড়িত থাকার অভিযোগ আগেই উঠেছে। এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত এক নেতাকে আবার দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র ব্লক সভাপতির পদে বসানো হয়েছে। অভিযোগ, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতির পদ পাওয়ার পর থেকে ওই নেতা আরও

কী কী অভিযোগ

- পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে সিন্ডিকেটরাজ চালাচ্ছেন তৃণমূল নেতা
- ট্রাকস্ট্যান্ডের জমিতে গাড়ি থেকে তোলাবাজি চলছে
- পিস্তল বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন খড়িবাড়ির তৃণমূল নেতার ভাই
- মাদক কারবারেও তৃণমূলের বহু নেতা জড়িত

তোলাবাজি চালাচ্ছেন। পানিট্যাঙ্কিতে ট্রাক টার্মিনাসের জন্য রাখা জমিতে পণ্যবাহী গাড়ি পার্কিং করে প্রতিদিন ওই নেতা তোলাবাজি করছেন। কিন্তু তারপরও চুপ তৃণমূল।

এই পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোতে হানা দিয়ে কিছুদিন আগে পুলিশ স্বপন বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে পিস্তল বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ধৃত স্বপনের দাদা সঞ্জীব তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটির প্রথম সারির নেতা। পুলিশ সূত্রের খবর, মুঙ্গের থেকে অস্ত্র এনে এখানে বিক্রির চক্রের খোঁজে তৃণমূল নেতার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমায় ড্রাগের কারবারেও তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতার নাম উঠছে। রীতিমতো সিন্ডিকেট খুলে মহকুমায় ড্রাগসের কারবার নিয়ন্ত্রণ করেন তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতা। এখানেই শেষ নয়, দলের জেলা কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে চা বাগানের জমিতে বহুতল রিসর্ট তৈরির অভিযোগ ঘিরেও হইচই হয়েছে।

এরই মধ্যে দলের ছাত্র সভাপতির বিরুদ্ধে মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার ঘটনা নিয়ে অস্বস্তিতে জেলা নেতৃত্ব। কিন্তু ঘটনার তদন্ত না করেই জেলা সভানেত্রী যেভাবে ছাত্র সভাপতিকে ক্লিনচিট দিয়ে দিয়েছেন তা নিয়েও ক্ষোভে ফুঁসছেন দলের অনেক নেতা-নেত্রী। প্রথমসারির এক নেতার কথায়, 'জেলা সভানেত্রীর ঘনিষ্ঠ বলেই অভিযুক্তকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া, ক্লিনচিট দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।'

দলের অন্দরে ক্ষোভ এতটাই বেড়েছে যে দিনদশেক আগে পাপিয়ার ডাকা জেলা কমিটির বৈঠকে অর্ধেক নেতা-নেত্রী উপস্থিত হননি। বৈঠকে না যাওয়া নেতা-নেত্রীদের বক্তব্য, 'যেভাবে দল চলছে তাতে আর বৈঠকে যেতে ইচ্ছে করে না।'

৭ জানুয়ারি জমায়েত

ফাঁসিদেওয়া, ২ জানুয়ারি : চলতি মাসে উত্তরবঙ্গের সব জায়গার নেতা-কর্মীদের নিয়ে বড় জমায়েত করতে চলেছে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)। ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারায় নিমতলা শ্মশানমাঠে আগামী ৭ জানুয়ারি জনসভা করবে দল। বৃহস্পতিবার মাঠে জনসভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিলকুমার রায়। এদিন গ্রামীণ এলাকায় প্রচার করেন।

পুনরায় পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : পাঁচদিন হেপাজতে থাকার পর বৃহস্পতিবার ধৃত মহম্মদ আফতাব ও ফাইজার আলিকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক ধৃতদের পুনরায় দু'দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত ২৭ ডিসেম্বর ফুলবাড়ি এলাকা থেকে ওই দুজনকে পিস্তল ও ধারালো অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে আফতাব দীর্ঘদিন দিল্লি ও কাশ্মীরে থেকেছে। সেখান থেকেই অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে। কয়েক মাস আগে থেকে আফতাব এনজেপি থানা এলাকায় এসে থাকতে শুরু করে। এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য রয়েছে জানার চেষ্টায় পুলিশ।

ফোন ফেরত

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : কয়েকমাসে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। তদন্তে নেমে পুলিশ এমন ১১টি ফোন উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার মোবাইলগুলি আসল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বস্ত্রদান

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির তরফে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেদিন সংগঠন অনুমোদিত দার্জিলিং জেলা স্ট্রিট হকার ইউনিয়নের তরফে ৩৫০ জন দুঃস্থকে শীতবস্ত্র দান করা হয়।

আমাদের ছোট নদী

শুধুই আবর্জনা বয় জোড়াপানির জল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : একাধিক জলরাশি মিলিত হয়ে নদীর উৎপত্তি। তাই নদীর নাম জোড়াপানি হয়ে থাকতে পারে। বিশিষ্টরা এমনটা মনে করলেও জোড়াপানির নামের উৎস নিয়ে কেউ ভাবিত নন। ওই নদীর আশপাশে বসবাসকারীরা নদীটিকে নদী হিসেবেই বিবেচনা করেন না। এককথায় উত্তর আসে, 'ওটা তো নালা!'

নগরায়ণ এবং দখলদারির সাঁড়াশি আক্রমণে বর্তমানে অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে যেতে বসেছে এই নদীর। গত কয়েক দশকে আবর্জনা এবং দূষণে নদীটির মৃতপ্রায় অবস্থা। ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা হরদেব রায়ের অভিজ্ঞতা, 'চোখের সামনে নদীটা হারিয়ে যেতে দেখলাম। শহরের শিক্ষিত সমাজ আবর্জনা ফেলতে ফেলতে নদীটাকে নালায় পরিণত করেছে।' একসময় স্বচ্ছ জল দেখা যেত এই নদীতে। এখন জলের রং সর্বত্র কালো।

জোড়াপানির উৎস একতিয়াশালের বনাঞ্চলের মধ্যে। একতিয়াশালের বাসিন্দা মণীন্দ্র বর্মন জানালেন, একসময় উৎসস্থলে ঝরনা দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমাতেন। কিন্তু এখন সেসব ইতিহাসের পাতায়। ঘোগোমালি, ফুলেশ্বরী, নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে অম্বিকানগর-শান্তিপাড়া দিয়ে ফুলবাড়ির দিকে চলে গিয়েছে এই নদী। এরপর কয়েক কিলোমিটার দূরে ভুটকির কাছে সাহু নদীতে গিয়ে মিশেছে। সর্বত্র দূষণ।

জোড়াপানির দুর্দশার মূল কারণ আবর্জনা এবং দখলদারি। এনজেপির বাসিন্দা সুখচাঁদ রায়ের মন্তব্য, 'জোড়াপানির পাশে বেশ কয়েকটি বাজার রয়েছে। বাজারের যাবতীয় আবর্জনা ওই নদীতে ফেলা হয়।

জোড়াপানি-বৃত্তান্ত

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের একতিয়াশাল এলাকা থেকে উৎপত্তি

প্রায় ৩০ কিমি গিয়ে ভুটকির কাছে সাহু নদীতে গিয়ে মিশেছে

একাধিক জলরাশি মিলিত হয়ে এই নদীর উৎপত্তি

তাই এর নাম জোড়াপানি হতে পারে

দশকের পর দশক ধরে এমনটাই চলছে।' ঘোগোমালি বাজারে সেতুর কাছে দাঁড়ালে দেখা যায়, পাশের বহুতলের অনেকটা চলে গিয়েছে নদীর ওপর। একই অবস্থা এনজেপিতেও।

অম্বিকানগর, শান্তিপাড়া সহ ফুলবাড়ির বিভিন্ন জায়গায় জোড়াপানির পার দখল করে গড়ে উঠেছে বসতি। ঢাকাইয়াবস্তি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডের কাছে গেলে নদীতে আবর্জনার স্তূপ চোখ এড়াবে না। এর ফলে জলের স্বাভাবিক প্রবাহে এসেছে শিথিলতা।

স্বচ্ছতা নেই

- জোড়াপানির জলে কোথাও আর স্বচ্ছতা নেই
- আগে নদীতে প্রচুর মাছ দেখা যেত, এখন উধাও
- বাজারগুলির আবর্জনা ও নালার জল মেশে নদীতে
- দখলদারির চোটে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার মুখে

স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশচন্দ্র সরকার বললেন, 'কয়েক দশক আগে এই নদীর পারে ধান চাষ হত। এখন সেসবের বালাই নেই।' নদীর অবস্থায় আক্ষেপ করেছেন পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু। তাঁর বক্তব্য, 'শহরের একটি বড় এলাকার সমস্ত নালার জল এই নদীতে এসে মিশছে। জল পরিষ্কার থাকবে কী করে!'

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য খানিকটা ক্ষোভের সুরে বলেছেন, 'এই শহরে মঞ্চ আলোকিত করে বসার লোকের অভাব নেই। অথচ পরিবেশ রক্ষার লোকের অভাব।' উত্তরবঙ্গের মাছ সংরক্ষণ ও বৈচিত্র্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা বিমল চন্দ। তিনি বললেন, 'নদীকে যে কোনও শহরের হৃদয় বলা হয়। অথচ গত কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের শহরের হৃদয়ে ক্ষতস্থান তৈরি হয়েছে।' জোড়াপানি কবে তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে তা নিয়ে সংশয় থেকেই গেল।

মাঝিয়ালিতে মন্দিরের ভূমিপুজোয় রাজু বিস্ট। বৃহস্পতিবার।

চোপড়ায় উন্নয়ন-তর্জায় রাজু, হামিদুল

চোপড়া, ২ জানুয়ারি : প্রায় আট মাস পর চোপড়ার মাটিতে পা রাখলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। আর তারপরেই সাংসদের কথার জেরে উন্নয়ন নিয়ে স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে তর্জা শুরু হয়ে গেল এলাকায়।

বৃহস্পতিবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ধিয়াগড়ে একটি মন্দিরের শিলান্যাস কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। পরে চোপড়ার কালাগছ সহ একাধিক জায়গায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। চোপড়ার উন্নয়ন নিয়ে এদিন রীতিমতো আক্ষেপ করেন রাজু। তাঁর কথায়, 'দার্জিলিং কেন্দ্রের অন্যান্য জায়গা থেকে চোপড়া উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে।'

এব্যাপারে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনকে একটি রিভিউ মিটিং করার ব্যাপারে বলা হবে বলে জানিয়েছেন। সাংসদের কথায়, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের যে আর্থিক বরাদ্দ মিলেছে, সেসবের কাজকর্ম নিয়ে আমি প্রশাসনের কাছে জানতে চাইব।'

এদিকে চোপড়ায় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সাংসদ চোপড়ার জন্য কোনও কাজ করেননি। বিধায়ক হামিদুল রহমান বলছেন, 'চোপড়াবাসীর জন্য রাজু বিস্ট সাংসদ তহবিল থেকে কোনও কাজ করেননি।' আর রাজুর পালটা অভিযোগ, গত ৫ বছর সাংসদ তহবিলে চোপড়ায় কাজ করতে দেওয়া হয়নি। কাজের ব্যাপারে এনওসি দেওয়া হচ্ছে না।

শাসকদলের নেতৃত্বের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে সাংসদ বলেন, 'এলাকায় যত কাজ হচ্ছে সবক'টি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প।' সীমান্ত এলাকায় সেনা স্কুল খোলার ব্যাপারেও তিনি আশ্বস্ত করেন।

গত বছর এপ্রিলে, লোকসভা ভোটের আগে প্রচারে এসে চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজুকে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল। গো ব্যাক স্লোগানের পাশাপাশি তাঁকে কালো পতাকাও দেখানো হয়। তারপর থেকে তিনি আর এলাকায় আসেননি। লোকসভার ফল ঘোষণার পর এদিন প্রথম চোপড়ায় এলেন।

এতদিন কেন আসেননি। এপ্রশ্নের জবাবে এদিন রাজু বলেন, 'চোপড়া দার্জিলিং কেন্দ্রের অধীনে পড়ে। তবে বেশ কয়েকদিন এলাকায় না আসার পিছনে বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। তাছাড়া এখানে শাসকদলের গুন্ডামিও রয়েছে।'

এদিন ধিয়াগড়ে দক্ষিণেশ্বরের আদলে শিব মন্দিরের শিলান্যাস করতে এসে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সাংসদের আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ঘিরে খুশি মন্দির কমিটির উদ্যোক্তারা। এছাড়া কালাগছে একটি মন্দিরের উন্নয়নেও ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন তিনি।

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে চোপড়ার চেতনাগছে মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় রাজু শোকপ্রকাশ করেছেন। পরিবার পিছু ৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেন। এদিন মাঝিয়ালিতে রাজুর সঙ্গে দেখা করেন মৃত ওই চার শিশুর পরিবারের লোকজন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি এখনও সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, 'আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে নিশ্চয় বলেছিলাম। সম্ভবত ভুলে যাওয়ার কারণে বিলম্ব হয়েছে।' সেই ঘটনায় রাজ্যপালের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে প্রয়োজনে রাজ্যপালকেও বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পরিদর্শনের সারমর্ম

- কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দে উত্তর দিনাজপুরে কাজ নিয়ে জবাবদিহি চাইবেন রাজু
- চোপড়ার তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সাংসদ কিছু করেননি এলাকার জন্য
- পালটা রাজুর দাবি, কাজ করতে এনওসি দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে
- শিশুমৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ নিয়েও বিড়ম্বনায় পড়েন রাজু

র‍্যাশন দোকানের অডিট স্থগিত

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ জানুয়ারি : র‍্যাশন দোকানের সোশ্যাল অডিট নিয়ে ফের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ ছয় বছর পর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত সমস্ত র‍্যাশন দোকানে সোশ্যাল অডিটের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। গত বছর ২৮ অক্টোবর এই নির্দেশিকা জারি করেছিল রাজ্যের সোশ্যাল অডিট বিভাগ। কিন্তু বছরের শুরুতেই র‍্যাশন দোকানে সোশ্যাল অডিট নিয়ে পরবর্তী নির্দেশিকার জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এভাবে সোশ্যাল অডিট নিয়ে বারে বারে নির্দেশিকা পরিবর্তন করা নিয়ে বিরোধীরা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন।

সোশ্যাল অডিট বিভাগের শিলিগুড়ি মহকুমার কোঅর্ডিনেটর সঞ্জয় বসু বলেন, 'র‍্যাশন দোকানের অডিট নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। পরবর্তী নির্দেশ এলেই অডিট শুরু হবে। আপাতত থমকে রয়েছে।'

গত ২৮ অক্টোবর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চারটি ব্লক এবং শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকার সমস্ত র‍্যাশন দোকানগুলিতে সোশ্যাল অডিটের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্যের সামাজিক নিরিক্ষা বিভাগ। দীর্ঘ ছয় বছর পর জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অন্তর্গত র‍্যাশন বণ্টনের ওপর এই অডিট করা হচ্ছিল। এই জন্য গত ৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চারটি ব্লকে সমস্ত অডিটকর্মীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়। চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি সমস্ত র‍্যাশন দোকানে অডিট শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাঝপথেই কর্মীর অভাবে র‍্যাশন দোকানের অডিট থেকে বাদ দেওয়া হয় শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকার বিভিন্ন র‍্যাশন দোকানগুলি। শুধু শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চারটি ব্লকের ৫৩টি দোকানে এই অডিট করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। এর মধ্যে খড়িবাড়ি ব্লকে ১৫টি, নকশালবাড়ি ব্লকে ২০টি, ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ৭টি, মাটিগাড়া ব্লকের ১১টি দোকান রয়েছে। কিন্তু অডিট শুরু হওয়ার আগেই র‍্যাশন দোকানগুলির অডিট ফের আটকে দেওয়া হয়। এজন্য শুক্রবার সমস্ত জেলার সোশ্যাল অডিট ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটরদের খাদ্য ভবনে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে যোগ দিতে বলা হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলেন, 'খাদ্য দপ্তরের সমস্ত র‍্যাশন দোকান ভুয়ো র‍্যাশন কার্ডে ভরে গিয়েছে। অডিট হলে এই সব ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড হোল্ডাররা ধরা পড়ে যাবে এবং রাজ্যের র‍্যাশন নিয়ে দুর্নীতি সামনে চলে আসবে। তাই বিধানসভা ভোটের আগে র‍্যাশনে অডিট করা নিয়ে বারবার টালবাহানা করে চলেছে রাজ্য সরকার।'

এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ দাবি করেছেন, সব কাজ স্বচ্ছভাবেই হচ্ছে। তাঁর আশ্বাস, 'র‍্যাশন দোকানগুলিতে অডিট সময়ের মধ্যেই হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নতুন বইয়ের গন্ধ।। *ধূপগুড়ির একটি স্কুলে ছবিটি তুলেছেন জয় বসাক।*

কাজ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সংসদে

অস্তিত্বহীন স্কুলের নামে টেন্ডার

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : কোথাও পুজোর সময় শুধুমাত্র এক ট্রাক বালি পড়েছে, আবার কোনও স্কুলে প্রধান শিক্ষক জানেনই না কাজ হবে সেখানে। বেশ কয়েকটি জায়গায় তো একই স্কুলের নামে দু'বার করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মেরামতি ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

এই বিধানসভা এলাকার বেশ কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে সরাসরি অভিযোগ জানিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছে। এমন কিছু বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কাজ না হওয়ায় তারা শংসাপত্রে স্বাক্ষর করেনি।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার একতিয়াশালের মহিপাল বিএফপি স্কুলে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে কথা হল। তাঁদের একাংশ জানালেন, স্কুলের বারান্দার দেওয়ালে গ্রিল লাগানো ভীষণ জরুরি। পড়ুয়া সংখ্যা ৩৮৫ জন। তাই আরও ক্লাসরুম প্রয়োজন। কারণ, পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় অনেককে বাইরে বসতে হচ্ছে। মেরামতির জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার টেন্ডার ডাকা হয় গতবছর। কিন্তু পুজোর আগে এক ট্রাক বালি ফেলা ছাড়া ঠিকাদারি সংস্থা আর কিছু করেনি। সেই বালিও মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বসেছে।

বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ কাকলি ধরের বক্তব্য, 'টেন্ডারের পর স্কুলে কোনও কাজ হয়নি। আমরা পুরো বিষয়টি ওপরমহলে জানিয়েছি। অভিভাবকরা অনুরোধ করছেন, খোলা মাঠে যেন কোনওমতেই ক্লাস না নেওয়া হয়। এদিকে, আমাদের কাছে আর উপায় নেই।' সূত্রের খবর, প্রথম পর্যায়ের কাজ না হওয়া সত্ত্বেও নাকি ঠিকাদারি সংস্থা টাকা পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে টিচার ইনচার্জের স্বাক্ষর প্রয়োজন, তবে তিনি সেটা দেননি। কারণ, কাজ হয়নি।

কী অভিযোগ

- একতিয়াশালের স্কুলে পুজোর আগে এক ট্রাক বালি ফেলার পর আর কিছু হয়নি
- কাজ না করেও প্রথম পর্যায়ের টাকা পেয়েছে ঠিকাদার
- খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বিদ্যালয়ে গতবছর লক্ষাধিক টাকার টেন্ডার ডাকলেও কাজ অধরা
- ফাড়াবাড়ি স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ হয়নি
- হাতিয়াডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে কিছু কাজ হলেও অন্ধকারে প্রধান শিক্ষক

এখানেই বিতর্কের শেষ নয়। একতিয়াশাল মহিপাল বিএফপি স্কুলের পর আরও একটি স্কুলের নাম ওই টেন্ডার তালিকায় রয়েছে। নাম, 'একতিয়াশাল বিএফপি স্কুল'। অথচ সেই নামে কোনও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব মিলল না। সংশ্লিষ্ট মহলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দুটো স্কুল একই। অথচ টেন্ডারের তালিকায় আলাদা আলাদাভাবে কাজের টেন্ডার ডাকা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে। দুটো আদতে একটিই স্কুল, তবে টেন্ডারের তালিকায় আলাদা নাম লেখা। এই স্কুলের মেরামতি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য লক্ষাধিক টাকার টেন্ডার গতবছর ডাকা হয়েছিল বটে, তবে এখনও পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি। খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৈলাস সুব্বা বললেন, 'আমার স্কুলে কাজ হয়নি।' এদিন তিনি স্কুলের সময় সিটিং চলে গিয়েছিলেন, তাই নেটওয়ার্কের সমস্যার জেরে বেশি কিছু বলতে পারেননি।

এদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফাড়াবাড়ি স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুবল রায়ের বক্তব্য, 'কাজ হলে তো আমি জানতাম।' কিছুদিন আগে প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্কুলে যোগ দেন অমিতকুমার সিনহা। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'আমাদের স্কুলে একটা বাউন্ডারি প্রয়োজন। স্কুলে আড়াইশোর বেশি পড়ুয়া রয়েছে। টয়লেটের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, অবিলম্বে আরও দরকার।'

হাতিয়াডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে কিছু কাজ হয়েছে, জানালেন প্রধান শিক্ষক সুজনচন্দ্র রায়। যদিও অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে এব্যাপারে কোনও কথা বলেনি ঠিকাদারি সংস্থা। স্কুলে কাজ হলেও তাঁর থেকে স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। সুজনের কথায়, 'আমাকে কয়েকটি কাজের কথা বলে বলা হয়েছিল, এর বেশি কিছু করা যাবে না। আমাদের স্কুলে মেরামতির জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয় বলে শুনেছি। তবে যে কাজ হয়েছে, তাতে অত টাকা লাগার কথা নয়।' *(চলবে)*

টেন্ডারের তালিকায় খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটো নাম নিয়ে শোরগোল পড়েছে। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস

পদের অঙ্ক মেলাতে ব্যর্থ নান্টু

ক্ষমতার অলিন্দে থাকা পছন্দ। তাই শিবির বদলাতে খুব বেশি ভাবেন না নান্টু পাল। দীর্ঘ রাজনৈতিক কেরিয়ারে বহুবার মন ভেঙেছে ওই নেতার। তবুও দিনশেষে স্বীকারোক্তি, ভুল কিছু করেননি। লিখলেন **রণজিৎ ঘোষ**

দলবদলু নেতা

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : কোন রং যে তাঁর পছন্দ, সেটা বোঝা দুষ্কর। তাই হয়তো বছরকয়েক আগে পুর নির্বাচনে তাঁর প্রতিপক্ষ প্রার্থী নির্বাচনি প্রচারে গিরগিটির ছবি ব্যবহার করেছিলেন। তারপরও অবশ্য তাঁকে দমানো যায়নি। ফের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রং বদল করে হাতে তুলে নিয়েছিলেন গেরুয়া পতাকা। তিনি নান্টু পাল। শিলিগুড়ির রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত নাম।

বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের নেতা হিসাবে আটের দশকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে সিপিএমের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ এবং ১৯৮৮ সালে পুরনিগমের কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত। সেই শুরু। উপনির্বাচন মিলিয়ে টানা সাতবার পুরনিগমের কাউন্সিলার ছিলেন নান্টু। কিন্তু এরমধ্যে অনেকবার শিবির বদলেছেন। বরাবর ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে ভালোবাসেন। আর তাই কাউন্সিলার থেকে বিধায়ক হওয়ার বাসনা নিয়ে তৎকালীন দাপুটে মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যর আস্থাভাজন নান্টু ২০০৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে দল বদল করে কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু সেই নির্বাচনে অশোকের কাছে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। ২০১০ সালে কংগ্রেস বোর্ড গঠনের পর নান্টু ডেপুটি মেয়র পদে দায়িত্ব সামলেছেন।

তবে, কংগ্রেসেও খুব বেশিদিন তাঁর মন টেকেনি। রাজ্যে তখন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। ২০১৩ সালে পুরনিগমের দুটি ওয়ার্ডের উপনির্বাচনের আগে নান্টু 'হাত' ছেড়ে 'জোড়াফুল'-ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। তৃণমূলের টিকিটে উপনির্বাচনে তিনি জয়ী হন। কিন্তু কাউন্সিলার ছাড়া অন্য কোনও বড় রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পদ তাঁর কপালে জোটেনি সেসময়। একদা ডেপুটি মেয়র পদে থাকলেও তৃণমূলে ঢোকার পর দল বোর্ড গঠন করতে না পারায় নান্টুর মেয়র, ডেপুটি মেয়র হওয়ার আশা অপূর্ণ থেকে যায়। ২০২১ সালে শিলিগুড়ি থেকে বিধানসভার প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন তিনি।

বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে নান্টুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনা তাঁর প্রার্থী হওয়ার জল্পনা আরও উসকে দেয়। নান্টুও আবেগে গা ভাসান। যদিও সে গুড়ে বালি ঢেলে দেয় তৃণমূল। দল যে তাঁকে প্রার্থী করছে না, সেটা বুঝে পদ্ম শিবিরে শামিল হন তিনি। দল তাঁকে শিলিগুড়ি থেকে প্রার্থী করবে, এমন আশ্বাস যে মিলেছিল, তা নান্টু নিজেই স্বীকার করছেন। বলেছেন, '২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে অরবিন্দ মেননের হাত ধরে বিজেপিতে ঢুকেছিলাম। বিধানসভায় আমাকে প্রার্থী করার কথা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে শংকর ঘোষকে করা হল।'

নান্টু পাল।

মোহভঙ্গের পর নান্টু অন্তত কাউন্সিলার পদ ধরে রাখতে ২০২২ সালে ফের পুরভোটে লড়াই করেন। তবে, বারবার দল বদলকারী নান্টুকে এবার হয়তো মানুষ আর বিশ্বাস করেননি। ভোটে তিনি তৃণমূলের কাছে পরাস্ত হন। বর্তমানে নান্টু শুধুই একজন বিজেপি নেতা।

রাজনৈতিক জীবনে সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল হয়ে এখন বিজেপিতে। নান্টু নামের সঙ্গে দলবদলু শব্দটি জুড়ে তিনি আবারও দল বদল করবেন বলে অনেকে কটাক্ষ করছেন। কিন্তু নেতা কী ভাবছেন? নান্টুর কথায়, 'দল বদলালেও আমি সাতবার পুরনিগমের কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়ে রেকর্ড গড়েছি। পার্টি থেকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছি, এখনও সামলাচ্ছি। তাই ভুল কিছু করেছি বলে মনে হয় না।'

অভিযানে গ্রেপ্তার ১৪

নকশালবাড়ি, ২ জানুয়ারি : এলাকায় মাদকের কারবারে লাগাম পরাতে কয়েক দফায় অভিযান চালাল পুলিশ। এক রাতে গ্রেপ্তার ১৪ জন। তোতারাম, কালুয়াজোতে মাদক কারবারিদের ওপর নজর রাখতে ২৪ ঘণ্টার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। এই সক্রিয়তায় কিছুটা স্বস্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার রাত থেকে তোতারামজোত, কালুয়াজোত সহ নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার অভিযান চলেছে। প্রায় ১৪ জনকে আটক করে আনা হয় থানায়। পরে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

২৬ ডিসেম্বর নকশালবাড়ির নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় মাদকের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তোতারামজোত ও কালুয়াজোতের বাসিন্দারা। তারপরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। তবে অভিযোগপত্রে যাদের নাম লেখা হয়েছিল, তারা এখন পলাতক। বুধবার রাতে তোতারামজোত থেকে মাদকাসক্ত অবস্থায় ১৪ জনকে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ১২ জনই নকশালবাড়ির বাসিন্দা। একজন শিলিগুড়ি এবং আরেকজন বাগডোগরার বাসিন্দা। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদপর্বে জানতে পেরেছে, তারা ওই এলাকায় ডিলারদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার কিনতে এসেছিল। মাদকাসক্তদের আটক করলেও ড্রাগস ডিলাররা পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছেন না এলাকাবাসী।

এদিন সকাল থেকে ধৃতদের ছাড়াতে নকশালবাড়ি থানার সামনে ভিড় করেন তাদের আত্মীয়স্বজনরা। তবে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুললে প্রত্যেকের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। মাদক কারবারিদেরও খুব তাড়াতাড়ি ধরা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২ জানুয়ারি : বিহার থেকে অসমে পাচারের আগে কনটেনার আটকে ২৫টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত আমজাদ উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে কনটেনারটি আটক করে। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি ছিল না। পরবর্তীতে চালক সহ মোষবোঝাই লরিটি আটক করে থানায় আনা হয়। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক জামিন মঞ্জুর করেছেন।

পাশ করাতে টাকা, ইস্তফা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২ জানুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টে অনুত্তীর্ণদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বৃহস্পতিবার স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি শিবেশ ভৌমিককে ইস্তফাপত্র দিলেন বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের সেই বিতর্কিত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অলোক বিশ্বাস।

একইসঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন, বিতর্ক তৈরি হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন তিনি। অলোকের কথায়, '২০২২ সালে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব নিই। উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়। তাছাড়া বেশি চাপ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমাকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। সেই কারণে স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি। তবে যে ইস্যুতে বিতর্ক তৈরি হল, সেখানে আমার কোনওরকম দোষ ছিল না।'

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ওই স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টে অনুত্তীর্ণ হয় ৭২ জন পড়ুয়া। তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিতে এক হাজার টাকা চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে ওই শিক্ষক ফোন করেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পড়ুয়াদের মেসেজ পাঠিয়ে খরচ না হওয়া বাড়তি টাকা ফেরানোর কথা লিখে জানান হোয়াটসঅ্যাপে। এতে বিতর্ক আরও বাড়ে। উঠতে শুরু করে প্রশ্ন।

যদিও ওই টাকার অঙ্কে লেট ফাইন, উচ্চমাধ্যমিকের আবেদনপত্র পূরণ এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণের খরচ ধরা হয়েছিল বলে দাবি শিক্ষকের।

ইস্তফা দেওয়ার পর এদিন অলোক সংবাদমাধ্যমের কাছে মন্তব্য করেন, 'শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিষয়টি স্কুলের পরিচালন সমিতির রেজোলিউশনে ছিল। তাছাড়া পড়ুয়ারা ভ্রমণের দাবি জানিয়ে স্কুলে লিখিত আবেদন জানায়। সেটা টাকার অঙ্কে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।' টাকা নিয়ে পাশ করানোর অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি তাঁর। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, ৭২ জনের মধ্যে ২৭-২৮ জন অভিভাবকদের নিয়ে এসেছিল। তারা কথা দিয়েছে, ভালোমতো পড়াশোনা করবে। তাই তাদের উচ্চমাধ্যমিকে বসতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে প্রশ্ন উঠছে, বাকিদের তাহলে কেন বসতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা অভিভাবকদের নিয়ে আসেনি জন্যই কি মানবিকতার নজরে তাদের দেখা হল না?

বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

> ২০২২ সালে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব নিই। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়। তাছাড়া বেশি চাপ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমাকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। সেই কারণে স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি। তবে যে ইস্যুতে বিতর্ক তৈরি হল, সেখানে আমার কোনওরকম দোষ ছিল না।
>
> **অলোক বিশ্বাস**

স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি জানান, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছি। সমিতির বৈঠক করে দ্রুত প্রবীণ শিক্ষকদের একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, 'অলোক বিশ্বাস টাকা নেওয়ার সময় শিক্ষামূলক ভ্রমণের কথা জানালে সমস্যা হত না। আমার মনে হয় না তিনি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। যে সমস্ত পড়ুয়ার থেকে আবেদনপত্র পূরণের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে, তাদের বাকি টাকা স্কুল ফিরিয়ে দেবে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ আপাতত বাতিল করে দেব।'

তবে অনেকের প্রশ্ন, ইস্তফা দিয়ে গুরুতর অভিযোগের তদন্ত না করে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হল কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

স্মরণসভা

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : মাটিগাড়া ব্লক কংগ্রেসের তরফে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মরণসভা করা হল বৃহস্পতিবার। ব্লক কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শংকর মালাকার, ব্লক সভাপতি সুব্রত কুণ্ডু প্রমুখ।

হীরক জয়ন্তী

বেলাকোবা, ২ জানুয়ারি : স্কুলের ৬০ বছর পূর্তি এবং রাজ্যের বই দিবস উদযাপনে বৃহস্পতিবার বিশেষ অনুষ্ঠান হল বেলাকোবা অঞ্চলের রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে। এই উপলক্ষ্যে স্কুলের একটি থিম সং-ও পরিবেশন করা হয়।

পিকনিক স্পটে শালপাতার থালা

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : পিকনিক স্পটে প্লাস্টিক, ডিজে, মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আগেই। কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তার বদলে পিকনিক স্পটেই বিক্রি হচ্ছে শালপাতার থালা, মাটির গ্লাস।

১ জানুয়ারি থেকে ফাড়াবাড়ির নেপালি বস্তি সংলগ্ন এলাকায় খুলে দেওয়া হয়েছে থারুঘাটি পিকনিক স্পট। ডাবগ্রাম রেঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের আওতায় থাকা ওই এলাকায় পিকনিক স্পটটি পরিবেশবান্ধব ধাঁচে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। পিকনিকের মরশুম শেষ হতেই এখানে ইকো পার্ক তৈরি করা হবে। সেখানে ক্যাম্প করা যাবে। বিট অফিসার জাহিরুল মহম্মদ আলি বলেন, 'বছরের প্রথম দিন থেকেই বেশ ভালো সাড়া মিলছে। টিকিটের মূল্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ২০ টাকা, পড়ুয়াদের জন্য ১০ টাকা। প্রথম দিন প্রায় ১৫ হাজার টাকা আয় হয়েছে। এখানে জলের ব্যবস্থা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তার দিকটায়।'

দোকানে চুরি

খড়িবাড়ি, ২ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি বাজারে একটি কাপড়ের দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরির ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি। ব্যবসায়ীদের তরফে বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি থানায় এবিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়। পাশাপাশি বাজারে নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানানো হয়। খড়িবাড়ি বাজারে বুধবার এক ব্যবসায়ীর দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় এক দুষ্কৃতী। বিষয়টি জানাজানি হতেই উত্তেজনা দেখা দেয় বাজার চত্বরে। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২২৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ পৌষ ১৪৩১

বাঙালির বিড়ম্বনা

নিজ ভিটেয় থাকার উপায় নেই। না খেয়ে মরতে হতে পারে সপরিবারে। কাজ করতে ভিনরাজ্যে গিয়েও স্বস্তি নেই বাঙালির। অনুপ্রবেশকারী বলে সন্দেহ করা হতে পারে। হেনস্তা, হয়রানি পদে পদে। বাঙালির ঘরে জন্ম নেওয়াই যেন বিড়ম্বনা। এই বিপাকের আরও ক্ষেত্র আছে। ওপার ও এপার- উভয় বাংলায় বিদ্বেষ যেন ঘরে ঘরে। যার আঁচ লাগছে বাঙালির ওপরই। আস্ফালন ও হুমকিতে পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠছে বাঙালি।

বাঙালির ঘর দুই দেশেই। ভারত ও বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ একই ভাষায় কথা বলে। একই সংস্কৃতিতে পুষ্ট। 'এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে'- দুই বাংলারই মর্মকথা। হৃদয়ের সেই ঐক্যে যেন বিরাট চিড় ধরেছে। ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের অভিযোগ এই ফাটলের কেন্দ্রে। বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে বলে তপ্ত এপারের বাঙালি। ভারতের কোথাও কোথাও মুসলিমদের হেনস্তায় পদ্মা-যমুনার দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের সাগরে ডুব দিয়ে থাকলেও শেখ হাসিনার সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ ছিল। যে কারণে হাসিনার হিন্দু ভোটব্যাংক তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেটাই হিন্দু বাঙালির বিপদ হয়ে উঠেছে। হিন্দু মানেই হাসিনা সমর্থক ধরে নিয়ে নিপীড়ন চরমে উঠেছে। যে নির্যাতনের নেপথ্যে এক হয়ে আছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ। শুধু হিন্দু নয়, খ্রিস্টান বাঙালিরাও আর নিরাপদ বোধ করছেন না হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে।

ধর্মের এই ভেদ বা বিদ্বেষে সায় নেই বলে বারবার দাবি করছে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। বাস্তবে সেদেশে সংখ্যালঘুদের হেনস্তা আটকাতে সরকারের কোনও পদক্ষেপ অন্তত দৃশ্যমান নয়। তাতে সীমানার ওপারের বাসিন্দাদের এপারের আত্মীয়রা উদ্বিগ্ন, ক্ষুব্ধ। এপারের সেই ক্রোধে বিদ্ধ হচ্ছে গোটা বাংলাদেশ, সেখানকার বাঙালিরা। সেদেশে কলকাতা দখলের হুমকিদাতারা বাঙালি। আবার যাঁরা এরাজ্যে বাংলাদেশিদের চিকিৎসা বন্ধের দাবি তুলছেন, তাঁরাও বাঙালি।

বাঙালি বনাম বাঙালি লড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ইতিহাসে বারবার এসেছে। গ্রেট কলকাতা কিলিংস কিংবা নোয়াখালির দাঙ্গায় যুযুধান উভয়পক্ষই বাঙালি। কুমতলব হাসিলের চক্রের ইঙ্গিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে আবারও লড়ছে এখন বঙ্গভাষী। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি।' সচেতন মানুষ না হওয়ার কারণে বাঙালির সামনে নানা বিপদ। পশ্চিমবঙ্গে সকলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। যেটুকু আছে, তা সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় নয়।

জীবিকার সন্ধানে তাই বাঙালি ছুটছে ভিনরাজ্যে। গায়েগতরে খেটে রোজগারের লক্ষ্যে। তখন বাঙালির পরিচয় পরিযায়ী শ্রমিক। তাতে কিছু বাড়তি রোজগার নিঃসন্দেহে হচ্ছে। কিন্তু বিপন্নও হচ্ছে কর্মস্থলে। কর্মক্ষেত্রে যত না, তার চেয়ে ঢের বেশি বিড়ম্বনা সেখানে বসবাসের কারণে। বাঙালি শুনলেই বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করা অনেকটা বাতিকের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। আর বাংলাদেশি মাত্রেই যেন অনুপ্রবেশকারী, মৌলবাদী, জঙ্গি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পটপরিবর্তনে সেই সন্দেহের বীজ আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে। দিল্লিতে অনুপ্রবেশকারীদের 'চুন চুন কে' লাথি মেরে ভাগানোর লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে পুলিশের বাংলাদেশ সেল। যে সেলের কর্মী-আধিকারিকরা দিল্লিতে, বিশেষ করে গরিব মহল্লায় বসবাসকারীদের জিনা হারাম করে তুলেছেন। সরকারি-বেসরকারি একশ্রেণির দালালদের সৌজন্যে ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ডের প্রাবল্যে সন্দেহ করার সুযোগ তৈরি হয়েই আছে।

দিল্লির পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের মতো কিছু রাজ্যেও প্রতি পদে তাই হয়রান হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের বৈধ নাগরিক বাঙালিরা। দিল্লির বাংলাদেশ সেল চলে আসছে এরাজ্যেও। রাজধানীতে বসবাসকারী বাঙালিদের আদি নিবাসের খোঁজখবর করতে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে সেই বাঙালিদের পরিবার, স্বজনেরও নানা কৈফিয়ত দিতে, নথি দেখাতে জেরবার হয়ে যাচ্ছে জীবন। অন্যদিকে, বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের পরিচিত আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষদের মতো বাঙালিরাও আর নিরাপদ বোধ করেন না।

এই বিপন্ন সময়ের কারণ বিশ্লেষণ না করে বাঙালি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থসিদ্ধির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক।

-ভগবান

শিলিগুড়ির আসল গলতা খাঁজে খোঁজে

সংযোজিত অংশগুলো শিলিগুড়ির নিজস্ব অঙ্গ হতে পারে। জলপাইগুড়ির সংযোজিত অংশ সেখানে থাকতে পারে।

সেবন্তী ঘোষ

ছুটি পড়লেই ইদানীং উত্তরের খানিক সমস্যা বাড়ে। দক্ষিণবঙ্গ মানে মূলত কলকাতা ও আশপাশের লোকেরা সমস্ত উড়ালপথ, সড়ক, রেল সব টিকিটস্থ করে উত্তরের বসবাসকারীদের অসহায় করে তোলেন। হোটেল মালিক, রেস্তোরাঁ, অন্যান্য সরকারি বেসরকারি মালিকবৃন্দের রাজস্ব আসে, কিন্তু অসুখ-বিসুখ আইন আদালত বা ব্যক্তিগত কাজে উত্তরের মানুষ হঠাৎ প্রয়োজনে দক্ষিণে যেতে চাইলে এই সময় বিপদে পড়ে যান।

টিকিটের চাহিদা এমন তুঙ্গে ছিল যে, গত ডিসেম্বরে বাগডোগরা থেকে কলকাতার যে ভাড়া ছিল তাতে অনায়াসে কাজাখস্তান চলে যাওয়া যেত! এরমধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন হেরিটেজ প্রায় দার্জিলিং মেল নিয়ে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির মধ্যে বেদম আকচা-আকচি হল। 'এ টেল অফ টু সিটিজ'-এর মতো জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িবাসী মর্যাদার লড়াইয়ে নেমে পড়েন এইসব সময়ে।

কিন্তু গলতা অন্য জায়গায়, শিলিগুড়ির খাঁজে খোঁজে জলপাইগুড়ি লুকিয়ে থাকে। তাঁরা শিলিগুড়ি মহকুমার মধ্যে থেকে জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা। তাঁরা ঠিক কোন পক্ষ নেবেন বুঝে উঠতে পারেন না! আমরা যারা আমজনতা রাজনীতির প্যাঁচ বুঝি না, তারা কিছু সরল সমাধান চাই। রাজধানী, শতাব্দী, বন্দে ভারত এই নামে যেমন অজস্র ট্রেন, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে এক নম্বর দার্জিলিং মেল, হলদিবাড়ি থেকে দুই নম্বর দার্জিলিং মেল আর জলপাইগুড়ি থেকে তিন নম্বর, এমন তিনটে ট্রেন এসে গেলেই ল্যাঠা চুকে গেল! সবাই সন্তুষ্ট। আর টিকিটের যেমন হাহাকার আরও পাঁচ জোড়া দার্জিলিং মেল চললেও রেলের রাজস্ব কমবে না। এইসঙ্গে আগে যেমন বলছিলাম সংযোজিত অংশগুলি যেন একেবারে শিলিগুড়ির নিজস্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে থাকে। যেমন জলপাইগুড়ির যদি কোনও সংযোজিত অংশ থাকে সেটা তারই থাকুক।

শিলিগুড়ি একসময় আবহাওয়ার কারণে বসবাসের উপযুক্ত ছিল। ইংরেজ আমলের অস্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে তার বদনাম থাকলেও পরবর্তীকালে নাতিশীতোষ্ণ অবস্থার জন্য বেশ খানিকটা স্বস্তিতে ছিলাম আমরা। সীমান্ত রক্ষার নামে দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্যে ছয়-সাত লেনের রাস্তা তৈরি এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে যে বিপুল পরিমাণে গাছ কাটা হয়েছে তাতে শিলিগুড়ি শহর ধুলোর চাদরে ঢাকা থাকে এখন। তার সেই শীতের বৃষ্টি দু'বছর হল অন্তর্হিত। কর্পোরেশনের তরফে রাস্তাগুলিতে যদি জল ছেটানোর ব্যবস্থা করা হয় অত্যন্ত উপকার হয়। ধুলোর ফলে শহরের হাঁচি-কাশি থামে না।

রাস্তার ধারে গাছ লাগাবার সরকারি ব্যবস্থা আছে কিন্তু রক্ষা করা মুশকিল। বিলম্বিত বর্ষার কারণে সেগুলির বাড় বৃদ্ধি এমনিতেই কম। এছাড়াও যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানো শিবের বাহন কচি চারা মোটামুটি উদরসাৎ করে ফেলেন। কোনও সভ্য শহরে সমাজে একই রাস্তায় ইভি, হারলে ডেভিনসন, জাগুয়ার এফ, মার্সেডিজ, অটো, টোটো, সাইকেল রিকশা, সাইকেল, উন্মত্ত ও আহত ষণ্ড ভ্রমণ করে না!

এই ষণ্ডের এবং ততোধিক বাইকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পথচারী বেচারাকে হতে হয় সার্কাসের ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের মতো ক্ষিপ্র। তাহলে কি অশক্ত, শারীরিকভাবে তেমন সক্ষম নয়, এবং খানিক উদাস স্বভাব মানুষ শিলিগুড়ির রাস্তায় নিরাপদে হাঁটতে পারবেন না?

এনজেপি স্টেশন আসলে জলপাইগুড়ি জেলার অংশ।

সমাধান হিসেবে শহরের বাইরে যেখানে গোশালা তৈরি করা হয়েছে, তেমন একটি ষণ্ডশালা অনায়াসে তৈরি করা যায়। এমনিতেই আশপাশের চা বাগানগুলো ধুঁকছে, কিছুদিন পর সেগুলি চলে যাবে প্রোমোটারের বহুতল গর্ভে, আগে থেকেই সরকারের তরফে কিছু জমি নিয়ে পশু চিকিৎসালয় এবং আশ্রয়স্থান তৈরি করা যেতেই পারে। বাইক রেসের বাহিনীর প্রতি প্রশাসনের কঠোর মনোভাব দরকার।

যে কোনও শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, সুদৃশ্য পার্ক। আমাদের পার্কগুলিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে তুলে তার ভিতরে একটি প্রজাপতি পার্ক তৈরি করা যায়। এই জেলায় বহু সংখ্যক জনজাতির বাস, শহরে বিষয়টি সম্যক জানেন, এমন উপদেষ্টারাও আছেন। তাঁদের পরামর্শ নিয়ে অনায়াসে একটি মিউজিয়াম তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে ক্রমশ অবলুপ্ত তাদের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস রীতিনীতির রেপ্লিকা রাখা যেতে পারে, বাইরে থাকতে পারে অথেনটিক ফুডের লাভজনক রেস্তোরাঁ। হতে পারে কলকাতার নন্দন, বাংলা আকাদেমির ধাঁচে নিয়মিত সিনেমা দেখার, সাহিত্যচর্চার জন্য একটা অডিটোরিয়াম।

এই জেলায় বহু সংখ্যক জনজাতির বাস, শহরে বিষয়টি সম্যক জানেন, এমন উপদেষ্টারাও আছেন। তাঁদের পরামর্শ নিয়ে অনায়াসে একটি মিউজিয়াম তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে ক্রমশ অবলুপ্ত তাদের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস রীতিনীতির রেপ্লিকা রাখা যেতে পারে, বাইরে থাকতে পারে অথেনটিক ফুডের লাভজনক রেস্তোরাঁ। হতে পারে কলকাতার নন্দন, বাংলা আকাদেমির ধাঁচে নিয়মিত সিনেমা দেখার, সাহিত্যচর্চার জন্য একটা অডিটোরিয়াম।

কেন জানি না মনে হয়, এখনও আমরা চাইলে শহরটাকে একটু ভালোবাসতে পারি। প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে কড়া হতে পারি। প্রোমোটারদের প্ল্যান পাশের সময় অন্তত একটা গাছ রাখার কথা আর, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হতে পারে। আন্তরিকভাবে চাইলে নদীর দু'পাশের দখলদার হটিয়ে দিতে পারি। ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর 'চিকেন নেক' শিলিগুড়ি আগামীদিনে যেন আরও সুরক্ষিত থাকে, এটা এখন থেকেই দেখতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ে উঠলেই আমরা ঘরের সামনে পুষ্প সম্ভার সজ্জিত ও অক্ষত দেখি। এখানে বাড়ির বাইরে একটি ফুল গাছ লাগানোর উপায় নেই। যারা পথে থুতু ফেলে তাদের সঙ্গে কাকভোরে আঁকশি নিয়ে ফুল চুরিতে বেরোনো মহিলা ও পুরুষদের কঠিন জরিমানা হওয়া উচিত।

পার্লারে গিয়ে শুধুমাত্র মুখটি চকচকে তকতকে করে নিলেই হয় না, ফাটা পা-কে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। অপরিকল্পিত একটি গঞ্জ যখন হাত-পা ছড়িয়ে বড় শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন তাকে বেঁধে রাখতে হবে কড়া হাতে। বাইরের রাজ্য থেকে অপরাধপ্রবণ মানুষ এবং দুষ্কৃতীরা পাবগুলোতে যে রাতভর হুল্লোড় করে, তাতে অবশ্যই রাজস্ব আসে কিন্তু জঙ্গলের রাজত্বে নিরাপত্তা ধ্বংস হয়। উত্তরের আশার আলো আমাদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮১৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

২০১১

শিল্পী সুচিত্রা মিত্রর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি চাই ছাত্রছাত্রীদের ভার কমাতে। আর সেখানে কিনা সিমেস্টার? ওইটুকু ছেলেমেয়েরা টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার শিখছে। তাদের বলা হচ্ছে সিমেস্টার করতে। কোনও সিমেস্টার হবে না। অনুমোদন না নিয়ে কাগজে বেরোল কী করে? যা বার্তা যাওয়ার তো চলে গেল।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ফ্লোরিডায় নববর্ষের পার্টি রেখেছিলেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প। উপস্থিত ছিলেন এলন মাস্ক সহ হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিত্ব। পার্টিতে মিউজিকের তালে নাচছেন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দুই ব্যক্তি, সঙ্গ দিচ্ছেন মেলানিয়া।

ভাইরাল/২

অন্ধ্রপ্রদেশের মান্যম জেলায় এক মাতাল নিশ্চিন্তে বৈদ্যুতিক তারের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা বিদ্যুতের সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে তাকে নীচ থেকে ডাকেন। হুঁশ ফেরেনি মাতালের। পরে তাকে নামানো হয়।

জনমন জনমত

এডুকেশন সার্ভিস উপেক্ষিতই রইল স্বাধীন ভারতে

ছোটবেলা থেকেই 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' শুনে বড় হওয়া প্রজন্মের কাছে বিদ্যালাভ এখন অর্থনৈতিক বিবৃতির নামান্তর। নামী বিদ্যালয়, দামি ফি স্ট্রাকচার। অথচ এই দেশে আমআদমির জীবনে শিক্ষা কোনও অস্ত্রের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না।

এডুকেশন পলিসির কাঁধে ভর দিয়ে ব্রিটিশরাজের সুনিশ্চিত পতন ঘটে গণতন্ত্রের পথে হেঁটে। মৌলিক অধিকারের প্রায়োগিক রূপে লেখা হয় শিক্ষার অধিকার। শিক্ষাই দেখাতে পারে ভবিষ্যৎ বদলানোর পথ। পারে অর্থনৈতিক উড়ানের পাশাপাশি সামাজিক অধিকার পাইয়ে দিতে। ইকুয়ালিটির কিস্তিমাতে রাজা-প্রজা এক বেঞ্চে। কিন্তু কোচিং থেকে প্রাইভেটাইজেশনের হাত ধরে মধ্যবিত্তের জীবনের এই অমাবস্যার চাঁদ এখন ঝলসানো রুটির সমীকরণের বাইরে। চাকরি নেই, পরিকাঠামো নেই, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই– তাহলে বর্তমান শিক্ষার আউটকাম কোথায়! গবেষকের দল, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, ড্রপআউটের দল ক্যামেরা হাতে রিল মেকিংয়ের মেক ইন ইন্ডিয়ায়। অ্যাকাডেমিকে খালি সিটের ক্রমবর্ধমান সংবাদ আসলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। ছাত্রের মানোন্নয়নের সঙ্গে নাগরিক জীবনের উন্নয়নের হাত ছাড়াছাড়ির ভেতর লুকিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার সাদা-কালো ছবি। গাফিলতির গোলকধাঁধায় দুই পা এগিয়ে ছাত্রদল, তো এক পা এগিয়ে শিক্ষক, প্রশাসক ও নিয়ামক। বিকল্প দিশাহীন। গবেষণার সুযোগ ও উচ্চশিক্ষার সচ কা সামনায় 'ব্রেন ড্রেন' থিওরি।

ফেলোশিপ আটকে যাওয়া কিংবা নেট পাশ করেও এনরোলমেন্ট না করতে পারার সফরে শতশত তরুণের স্বপ্নের অপমৃত্যু খসখস করে ড্রাফটিং করে কোনও দপ্তরের কেরানি সেজে। আসলে ভালো ছাত্র নেই বলে যারা কেঁদেকেটে আকুল তারা কোনওদিনও প্রশ্নই করেনি ভালো শিক্ষকের কনসেপ্ট নিয়ে। গতানুগতিকতার গাজোয়ারিতে উড়ে যাওয়া গড়পড়তা সুখের পায়রার দল- আসুন ব্যর্থতা ভাগাভাগি করা যাক। অন্তত দেশের বেকারত্বের হার কপালে উলকি এঁকে চিৎকার করে এই কথাই বলে।

কিছুদিন আগে এক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তাঁর সাক্ষাৎকারে একটি দামি কথা বলেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল আইএএস, আইপিএসের মতো পদের পাশাপাশি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস তৈরি করতে না পারা। হয়তো শিক্ষার মেরুদণ্ড কিছুটা হলেও ঋজু থাকত তাতে।

ভালো শিক্ষক মানে সামাজিক বিপ্লবী। যার দৃষ্টিতে লেখা থাকে দিনবদলের গান।

সৌরভ মজুমদার, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

আন্তরিক শুভেচ্ছা

১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'আমাদের পুঁজি পাঠকের ভালোবাসা' শীর্ষক বিজ্ঞাপনটি দেখে ভালো লাগল। এই ভালোবাসা পেতে আপনাদের যতখানি আন্তরিক হতে হয়েছে তাকে আমি সম্মান জানাই। কার্যকারণে আমাদের যাদের প্রিয় উত্তরবঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় থাকতে হয়। সেখানে আমরা প্রিয় উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্র থেকে বঞ্চিত থাকি। আপনাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মানসী ধর, মালবাজার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ডুয়ার্সের করুণ ইতিহাসের এক সাক্ষী

মালবাজারের একটি এলাকা পানোয়ার বস্তির সঙ্গে জড়িয়ে অনেক অবহেলিত মহিলার নাম। পর্যটকদের কাছে যা ব্রাত্য।

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

সেই ধূসর অতীতে মূলত গজলডোবায় ১৮৭৪ সালে প্রথম চা বাগান তৈরির পর মালবাজার এলাকাজুড়ে অনেক চা বাগান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ব্রিটিশ স্টার্লিং কোম্পানির উদ্যোগে। প্রায় সব চা বাগানের ম্যানেজারই ছিলেন ইংরেজ সাহেবরা। ম্যানেজাররা সাতসমুদ্র পারের বিলেতে তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে ফেলে রেখেই এই সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম এলাকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অদ্ভুত এক মনস্তাত্ত্বিক নিঃসঙ্গতার শিকার হতেন তাঁরা। জঙ্গলে ঘেরা ডুয়ার্সের রহস্যময় নিস্তব্ধতা এবং ভাড়া করা কুলি-কামিনদের বলতে গেলে গায়ের জোরে কাজ করিয়ে চা বাগান তৈরির কঠিন কাজ- সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই ম্যানেজারদের জীবনযাত্রাও ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদ্ভুত!

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এই সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকায় যাঁরা ম্যানেজারের কাজ করতে আসতেন, তাঁরা ওখানে উপার্জনক্ষম না হতে পেরেই কিছুটা ভাগ্যান্বেষণে, অর্থের লোভেও এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অনেক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের ভদ্রসমাজের খুব শিক্ষিত, রুচিশীল পারিবারিক ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবার থেকে এই ম্যানেজাররা আসতেন না। সেই বিলেতে নিজের পরিবারকে রেখে এসে বেশিরভাগ সাহেব ম্যানেজাররা এই বিদেশ-বিভুঁইতে চা বাগানে কাজ করতে আসা মহিলাদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে রক্ষিতা রাখতেন। এই মহিলাদের বলা হত 'ছুকরি'।

ম্যানেজারের বিশাল বাংলো বা কোঠিতে এই সমস্ত ছুকরির প্রভাব-প্রতিপত্তি, আদবকায়দা কোনও ক্ষেত্রে

সত্যিকারের 'মেমসাহের'দের মতো হয়ে উঠত। সময়ের স্রোতে, ইতিহাসের পাতা থেকে দেশীয় মেমসাহের 'ছুকরি' আজ হারিয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এঁদের জীবনের করুণ কাহিনী, এঁদের প্রেম, যন্ত্রণা, ভালোবাসার স্মৃতি আজও লেগে আছে সবুজ গালিচায় ঘেরা চা বাগানের শতাব্দীপ্রাচীন পেল্লাই বাংলোগুলোতে। গুমরে ওঠা কান্না আর দীর্ঘশ্বাসের ট্র্যাডিশন শেষ হয়ে গেলেও স্থান নামের মধ্যে এখনও যেন জেগে আছে ওই 'ছুকরি'রা!

মালবাজারের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত জগন্নাথ ওরাওঁ এই নিবন্ধকারকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, তদানীন্তন 'হায় হায় পাথা' বর্তমানের 'রাজা' চা বাগানের কোনও এক জাঁদরেল ইংরেজ ম্যানেজারের 'পানু' নামে এক ছুকরি ছিল।

দেশের অন্যান্য জায়গার মতো ডুয়ার্স এলাকায়ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। তখন ব্রিটিশ চা করেরা বুঝে গিয়েছিলেন, এই দেশ ছাড়তে হবে, নিজের হাতে বানানো সাধের চা বাগান ছেড়ে যেতে হবে! এরকম এক সময়ে যখন হায় হায় পাথা চা বাগানের কোনও এক ইংরেজ ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তার এই দেশীয় মেমসাহেব তথা 'পানু ছুকরি'কে পুরোনো মালবাজার স্টেশনের পাশে বিস্তৃত জমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দান করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই পানু ছুকরির বসতবাড়ি এলাকা অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'পানোয়ার বস্তি' হিসেবে! এই পানোয়ার বস্তিতে আনন্দ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের মাঠের মাঝখানের বট গাছটি এই পানু ছুকরিরই লাগানো বলে শোনা যায়। ওই স্কুলের পেছনের দিকে একটি কাঠের বাড়িতে উনি থাকতেন। স্থানীয় মহলে তাকে 'পানু বুড়িয়া' নামে ডাকা হত বলে মালবাজারের পুরোনো বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনা গেছে।

আজকে পানু ছুকরি নেই, তাঁর পরিবার হয়েছিল কিনা কেউ বলতে পারবে না, হলেও সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছেন তাঁরা। পানোয়ারবাড়ি নামটার মাঝে রয়ে গেছে শুধু পানু-ছুকরির নাম! নামের মাঝে যেন বেঁচে আছে অবহেলিতা, পরিত্যক্তা সব পানু-ছুকরির গ্লানিময় জীবনের যন্ত্রণার উত্তাপ!

(লেখক বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। সাঁওতালি উৎসব ৩। অর্থ, বিত্ত, সম্পদ ৫। ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ ৬। রকম, প্রকার, পদ্ধতি, রীতি, কায়দা ৮। ঝরে পড়া ধান থেকে গাছ হয়ে যে ধান জন্মায়, উড়িধান ১০। বাঁকা, অল্প বাঁকা, কুটিল ১২। থেমে থেমে চলার ধরন ১৪। নতুন, ৯ সংখ্যা ১৫। ব্রাহ্মণ বালক ১৬। মোঙ্গল গোত্রের ভারতীয় প্রাচীন জাতি, ব্যাধ, প্রাচীন দেশবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। চণ্ডী বা কালীর এক নাম ২। মৌমাছি, ভ্রমর ৪। ভৃত্য, পরিচারক ৭। নর্তকী, অভিনেত্রী ৯। মেয়েদের নাকে পরার গয়নাবিশেষ ১০। ঝগড়া, বিতর্ক, তিরস্কার ১১। সবুজ রঙের মণি, সবুজ পান্না ১৩। প্রভু, কর্তা।

সমাধান ■ ৪০২৯

পাশাপাশি : ১। আশ্বাস ৩। অর্ধাঙ্গিনী ৪। দম্ভোলি ৫। গয়সাল ৭। কত ১০। কিনা ১২। বরাভয় ১৪। দাম্ভিক ১৫। দানধ্যান ১৬। রসিক।

উপর-নীচ : ১। আশ্রমিক ২। সদর ৩। অলিগলি ৬। সানকি ৮। তম্বুরা ৯। ময়দান ১১। নামডাক ১৩। আকর।

বিন্দুবিসর্গ

শীতের আমেজ

দু'দিন উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ অনুভূত হয় দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা এক ধাক্কায় প্রায় ৪ ডিগ্রি কমে বৃহস্পতিবার কলকাতার তাপমাত্রা ১৩.২ ডিগ্রি দাঁড়ায়। সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গজুড়ে এই শীতের আমেজ থাকবে।

পিটিয়ে খুন

বর্ষবরণের রাতে সল্টলেকে এক তরুণকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। নাম সুব্রত মাঝি (২৬)। ডেলিভারি বয়ের কাজ করতেন তিনি। এক বন্ধু ফোন করে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হামলার চেষ্টা

বৃহস্পতিবার বিকালে আদালত থেকে ফেরার পথে বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর গাড়িতে হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। ধারালো অস্ত্র নিয়ে দুই তরুণ আক্রমণ করতে এসেছিল।

বর্ষবরণে গ্রেপ্তার

বুধবার বর্ষবরণের রাতে অভব্য আচরণ, বেলেল্লাপনা, মদ খেয়ে গাড়ি চালানো ইত্যাদি অভিযোগে কলকাতা পুলিশ মোট ৪৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভর্ৎসনার চাপে মন্ত্রীসভা

বৈঠকে তুলোধোনা মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার নবান্নে ভরা সভায় একাধিক মন্ত্রীকে কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি বকুনিতে রীতিমতো বিড়ম্বনায় পড়তে হয় সকলের সামনেই। সাম্প্রতিককালের প্রায় বিরলতম এই ঘটনা নিয়ে এখন রীতিমতো চাপে গোটা মন্ত্রীসভা। সতীর্থ মন্ত্রীদের বেগতিক এই অবস্থা দেখে তাঁদের অন্যান্য সতীর্থও একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি শুরু করেন। কিছুই করার ছিল না তাঁদের।

রাজনৈতিক মহল বলছে, ভরা সভায় দপ্তরসচিব থেকে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মন্ত্রীদের বকুনি খাওয়া দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। শুধু মন্ত্রীরা নন, রাজ্যের একাধিক আমলা ও পুলিশ সুপার সহ আধিকারিকরাও এদিন তাঁদের দায়িত্ব ও কাজের ব্যাপারে সর্বসমক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ ও ভর্ৎসনার মুখে পড়েছেন। যা মোটেই কাম্য ছিল না তাঁদের কাছে।

নবান্নে প্রশাসনিক মহলের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আচরণ নিয়ে প্রকাশ্যে না হলেও প্রশাসনের অন্দরে ও মন্ত্রীমহলে নানা জল্পনা উসকে দিয়েছে। কারণ, এক-আধজন মন্ত্রী নয়, জনা চারেক মন্ত্রী এদিন মুখ্যমন্ত্রীর একরকম রোষের মুখে পড়েন। এছাড়া ঊর্ধ্বতন আমলা ও পুলিশ অফিসার তো আছেই। সাম্প্রতিককালে মুখ্যমন্ত্রীর যত প্রশাসনিক বৈঠক নবান্ন সভাঘরে হয়েছে, তাতে সম্ভবত এত মন্ত্রী, আমলা ও পুলিশকর্তাদের এই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি।

এদিন সবচেয়ে বেশি বকুনির মুখে পড়তে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে। কমবেশি মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ আরও দু-একজনকে। কেন তাঁকে না জানিয়ে ব্রাত্য প্রাথমিক শিক্ষায় সিমেস্টার পদ্ধতি চালুর কথা মিডিয়াকে ঘোষণা করেছেন, এই ব্যাপারে প্রায় ধমক দিয়ে তাঁকে তা প্রত্যাহার করার কথা বলেন মমতা।

আলু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি ভর্ৎসনা প্রবীণ পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে। হঠাৎ রাজ্যের আলুর স্বার্থ ছেড়ে প্রদীপের আগ্রহ পঞ্জাবের আলুতে কেন? সেই প্রশ্নও তাঁকে করেন মুখ্যমন্ত্রী। আমতা আমতা করে প্রদীপ বলেন, নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে আমরা তুলে ফেললেও আবার তা চালু করেছি। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্নাকেও কথা শোনাতে ছাড়েননি। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে রাস্তায় বাসের অভাব নিয়ে প্রায় দোষারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন পরিবহণমন্ত্রী বা তাঁর দপ্তরসচিব আচমকা রাস্তায় বাস চলাচল পরিদর্শন করতে সরেজমিনে যান না? আসা-যাওয়ার পথে বাসের দেখা না পেয়ে অসংখ্য যাত্রীকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে দেখেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা ও আচরণকে একাধিক মন্ত্রী স্বাগত জানালেও মন্ত্রীমহলের একাংশ বিষয়টি দৃষ্টিকটু বলে ঘনিষ্ঠ মহলে আলোচনা করেছেন। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কাজের ও মানুষের প্রতি আন্তরিক বলেই সর্বসমক্ষে এসব কথা বলেছেন। এতে খারাপ কিছু দেখেন না পরিবহণমন্ত্রী।

স্নেহাশিস এই প্রতিক্রিয়া দিলেও রাজ্যের এক প্রবীণ মন্ত্রী মন্তব্য করেন, আলাদা করে মন্ত্রীদের ডেকে সরাসরি তাঁদের ভুল ধরিয়ে দেওয়াটা ভালো হত নয় কি? শুধু এঁরা দু-জনই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার এই ঘটনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় মন্ত্রীমহলে। অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকার সঙ্গে অতীতে কংগ্রেসের রেলমন্ত্রী প্রয়াত বরকত গণি খান চৌধুরীর তুলনা করেছেন।

বকাঝকা

- সবচেয়ে বেশি বকুনির মুখে পড়তে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ও পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে
- আলু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভর্ৎসনা করেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে
- এই প্রসঙ্গে বেচারামকেও কথা শোনাতে ছাড়েননি
- পরিবহণমন্ত্রীকে রাস্তায় বাসের অভাব নিয়ে প্রায় দোষারোপ করেন

বিতর্কে রুচি নেই অভিষেকের

'দলে রদবদল হবেই'

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : প্রায় দু-মাস আগে নিজের জন্মদিনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, দলের রদবদলের খসড়া তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও রদবদলের কোনও ইঙ্গিত দেখা যায়নি। বরং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছিলেন, সংগঠনে সবাইকে একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এরপর অভিষেক কার্যত নীরবই ছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার নীরবতা ভেঙে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন, তিনি নিজের অবস্থানেই অনড় রয়েছেন। এদিন নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে তিনি আবারও জানিয়ে দিলেন, সঠিক সময়েই দলের সাংগঠনিক রদবদল হবে। অভিষেক বলেন, 'সাংগঠনিক রদবদল হবেই। যাঁরা দলের জন্য কাজ করেছেন, তাঁদের চিন্তা করতে হবে না। গাছের পরিচয় তার ফল। আমি কত দক্ষ, কত অভিজ্ঞ, তা তো ফলাফল দেখলেই বোঝা যাবে।'

গত ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ সমাবেশ থেকে সাংগঠনিক রদবদলের কথা জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিন মাসের মধ্যে রদবদল হবে বলে তিনি সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা না হওয়ায় অভিষেকের মন্তব্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এরই মধ্যে অভিষেকের নীরবতায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে কি অভিষেকের প্রস্তাব মানছেন না মমতা? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অভিষেকের মনোমালিন্য নিয়েও সংবাদমাধ্যমে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। কিন্তু অভিষেক যে তাঁর নিজের অবস্থানে এখনও অনড় রয়েছেন, তা বৃহস্পতিবার ফের স্পষ্ট করে দিলেন।

তিনি বলেন, 'দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি আমার প্রস্তাব দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমা দিয়েছি। পরপর ভোট এবং উৎসব ছিল। সঠিক সময়েই রদবদল করা হবে।' তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে ইতিমধ্যেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। বুধবারও বক্সীর অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক। তারপরই তাঁর এদিনের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন অভিষেক বলেন, 'আমার কাজ রাজ্যে জোড়া ফুল ফোটানো। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী আমার কাছে এলে সেটা সংবাদমাধ্যমে খবর হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দলের রাজ্য সভাপতি হিসেবে সুব্রত বক্সী কি আমার সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন না? তাই অহেতুক বিতর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই।'

জনতার মাঝে অভিষেক। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে। -পিটিআই

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে আসছেন তীর্থযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার কলকাতার ট্রানজিট ক্যাম্পে। -আবির চৌধুরী

চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই চাকরির দাবিতে পথে নামলেন ২০২২ সালের প্রাথমিকের টেট উত্তীর্ণরা। বৃহস্পতিবার সকালে হাতে প্রতীকী শিকল ও তালা-চাবি নিয়ে বিকাশ ভবন অভিযান করেন তাঁরা। প্রায় ৪০০ চাকরিপ্রার্থী বিক্ষোভে শামিল হন। বিকাশ ভবনের দক্ষিণ দিকের গেটে ওই শিকল-তালা ঝুলিয়ে দিতে যান তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে তাঁদের। পুলিশের সঙ্গে ওইসময় রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় চাকরিপ্রার্থীদের। তাঁদের দাবি, প্রাথমিকের ৫০ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে। চাকরিপ্রার্থী বিদেশ গাজি বলেন, 'আমাদের ন্যায্য চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। চাকরি চেয়ে মিছিল করলে তার অনুমতি নিতে হচ্ছে কোর্ট থেকে। কেন পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না।' তাঁদের বক্তব্য, ২০২২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি বলেছিলেন, বছরে দু'বার নিয়োগ করা হবে। অথচ এখনও তা করা হয়নি।

র‍্যাশন দুর্নীতির ব্যাখ্যা ইডি'র

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি দুর্নীতির মাধ্যমে তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করে ইডি। পালটা এই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রমাণ কোথায়, তা ইডির থেকে জানতে চাইলেন কলকাতার বিচার ভবনের বিচারক। বৃহস্পতিবার জ্যোতিপ্রিয়র জামিন সংক্রান্ত মামলা ছিল। ইডি তাঁর জামিনের বিরোধিতা করে। বিচারক পালটা প্রশ্ন করেন, নদিয়ায় যে ঘটনার এফআইআর থেকে র‍্যাশন দুর্নীতির তদন্ত শুরু হয়, তা সাধারণ চুরির অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগকে কেন দুর্নীতি বলে আখ্যা দিচ্ছে ইডি? জ্যোতিপ্রিয়র হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি র‍্যাশন দুর্নীতির টাকায় তৈরি কিনা তাও জানতে চান বিচারক। এদিন একাধিক প্রশ্নে ইডিকে বিদ্ধ করেন বিচারক।

তদন্তে নেমে একাধিক সরকারি নথি ও সরকারি অফিসারের সিল উদ্ধার করা হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে ইডি। তখন বিচারক প্রশ্ন করেন, কেন সেই আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না? তাঁদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল না? যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁদের সঙ্গে কেন কথা বলেনি ইডি? ইডির বক্তব্য, এই দুর্নীতির তদন্ত চুরির এফআইআর থেকে শুরু হয়। তারপর বড়সড়ো দুর্নীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

চিকিৎসাধীন সুজয়কৃষ্ণ

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় বৃহস্পতিবার নিম্ন আদালতে হাজির ছিলেন না সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাই ফের প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল। ৬ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন বিচারক। বৃহস্পতিবার সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। তাঁকে বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে বুধবার রাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালের রিপোর্টে তাঁর হৃদরোগ সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যার কথা উল্লেখ নেই বলেই সূত্রের খবর। আপাতত বিচারক এই মামলার শুনানি সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন।

শুরু সওয়ালজবাব

সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে নির্যাতিতার পরিবার

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি ও ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। সূত্রের খবর, এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তাঁরা। সিবিআই তদন্তে গাফিলতি এবং কেন পুনরায় তদন্ত প্রয়োজন, তা নিয়ে শুক্রবার শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। এদিকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল সওয়ালজবাব। রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুনানি চলে। দুপুর ২টো ২০ মিনিটে শুনানি শুরু হয়। শুনানিতে হাজির ছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা, তাঁদের আইনজীবী, সঞ্জয়ের আইনজীবী এবং সিবিআইয়ের আইনজীবী। এদিন সশরীরে আদালতে সঞ্জয়কে হাজির করানো হয়। সিবিআইয়ের তরফে বক্তব্য রাখা হয়।

সূত্রের খবর, অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে প্রায় ৫০টি প্রমাণ রয়েছে সিবিআইয়ের কাছে। তা এদিন আদালতে জানায় সিবিআই। শনিবার অভিযুক্তের আইনজীবী সওয়ালজবাবে অংশ নেবেন। এদিন সঞ্জয়ের আইনজীবী তথ্যের ভিত্তিতে বক্তব্য রাখতে আদালতের কাছে সময় চেয়ে নেন।

শুক্রবার বিশেষ কারণবশত আদালত 'নট টু অ্যাটেন্ড' হয়েছে। তাই শনিবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫১ জনের সাক্ষ্য নেওয়া সম্পন্ন হয়েছে। সঞ্জয়ের বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। পরের সপ্তাহেও শুনানি চলার সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চেয়ে রাজ্যের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ জানিয়েছিল, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার একক বেঞ্চের রয়েছে কি না, তা নিয়ে উচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হতে পারে। শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন করা হতে পারে একক বেঞ্চ যাতে বিষয়টি শোনে।

গিরিরাজের তোপ

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জে সরকারি এক অনুষ্ঠানে এসে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্যকে আক্রমণ করে গিরিরাজ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশকারীদের নাসারিতে পরিণত হয়েছে। বিএসএফকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এখানে লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখে বাংলাদেশ নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা ও অভিষেক। বিএসএফকে হেয় করার জন্য প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘাটাল এবং তৎসংলগ্ন এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, আনুমানিক কত খরচ হতে পারে এবং কত সময় লাগতে পারে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রধান সচিবকে রিপোর্ট দিতে বলেছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

বন্যায় ঘাটাল এবং সংলগ্ন জেলাগুলির কিছুটা অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অথচ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন এবং বন্যার জল নিয়ন্ত্রণে কোনও পদক্ষেপ করে না রাজ্য, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।

বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে আবেদনকারী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে আইনজীবী শংকরপ্রসাদ দলপতি জানান, প্রতি বছর বর্ষায় মানুষকে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বহু মানুষ প্রাণ হারান। চাষের জমি এবং অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষতি হয়। তাই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য পদক্ষেপ করুক।

এদিন রাজ্যের তরফে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই রিপোর্ট দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের রিপোর্টে শুধু ত্রাণসামগ্রী বিতরণের তথ্য দেওয়া হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কোনও উল্লেখ নেই। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সংক্রান্ত কোনও তথ্য নেই।

সরকারি জমির দখল ঠেকাতেও কড়া

বালি ও পাথরের খাদান উচ্ছেদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : বেআইনি দখলদারি এবং অবৈধ বালি ও পাথর খাদান নিয়ে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠকে এই ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ করতে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমারকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁর পাথর খাদানের টেন্ডার ডাকতেও এদিন মুখ্যমন্ত্রী খনিজ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বীরভূমে অবৈধ বালি খাদানের টাকা বিজেপির কাছে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের জেলা শাসক বিধান ঘোষকে মমতা বলেন, 'বীরভূমে বেআইনি বালি খাদানগুলি তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার সেগুলি চালু হল কী করে? আমার কাছে নির্দিষ্ট খবর আছে, এই টাকা বিজেপির কাছে যাচ্ছে। অবিলম্বে এই বেআইনি খাদানগুলি বন্ধ করতে হবে। এই টাকা বিজেপির কাছেও যাবে না, তৃণমূলের কাছেও যাবে না, সিপিএমের কাছেও যাবে না। খাদানগুলির টেন্ডার করে সরকারের ঘরে রাজস্ব আনতে হবে।'

এদিন অবৈধ দখলদারি নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'সরকারি জমি দখল করে অনেকেই রয়ে গিয়েছেন। এই দখলদারি অবিলম্বে মুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন হলে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে। কিন্তু সরকারি জমি কোনওভাবেই দখল করতে দেওয়া যাবে না।'

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কোনও অফিসার যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে দ্রুত পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উষ্ণতার খোঁজে।। *বৃহস্পতিবার নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

উৎসশ্রী নিয়ে কোর্টের খোঁজ

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : রাজ্যের উৎসশ্রী পোর্টালের বর্তমান অবস্থা জানতে চেয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। এক শিক্ষিকার বদলির আবেদন সংক্রান্ত শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের কাছে জানতে চান, উৎসশ্রী পোর্টাল এখন কী পর্যায়ে রয়েছে তা নিয়ে রাজ্যের পরিকল্পনা আদালতকে জানাতে হবে।

বৃহস্পতিবার শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পোর্টাল চালু হলে বদলির আবেদন করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে না। বিচারপতি জানান, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পোর্টাল বন্ধ ছিল। তাই বর্তমানে পোর্টালের অবস্থা কী, তা ২১ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে।

কেন্দ্রকে কঠোর হওয়ার দাবি সংঘের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ও চিন্ময় কৃষ্ণ ইস্যুতে এবার সরাসরি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেই নিশানা করলেন আরএসএস ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের মতে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রশ্নে নরম মনোভাবের জন্যই বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিন্দু নিধনে কড়া অবস্থান নিতে পারছে না বিজেপি। আরএসএস প্রভাবিত 'সনাতনী সংসদ' নামে একটি সংগঠনের তরফে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তিসেনা পাঠানোর মন্তব্যকে সমর্থন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে লাগাতার হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় কেন্দ্রের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয় আরএসএস-এর বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। এদিন 'সনাতনী সংসদ'-এর ডাকা প্রেস কনফারেন্সে আরএসএস-এর আমেরিকা প্রবাসী বুদ্ধিজীবী সীতাংশু গুহ বলেন, 'বাংলাদেশের ২ কোটি হিন্দুকে রক্ষা করার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না কেন্দ্র।' পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানে শান্তিসেনা পাঠানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এই দাবি আমরাই আগে করেছি। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সেই দাবি সমর্থন করে তার জন্য যা করার দরকার তাই করুন। কারণ, ইউনুস ক্ষমতায় আসার পরে বলেছিলেন, তিনি রিসেট বাটন চেপে দিয়েছেন। অর্থাৎ, '৭১-এর পরের বাংলাদেশ নয়, '৪৭ এর পরের বাংলাদেশই তিনি ফেরাতে চান।' এদিন চিন্ময় কৃষ্ণের জামিন খারিজ হওয়ার পর, নন্দীগ্রামে বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রতিবাদ মিছিলে বিরোধী দলনেতা চিন্ময় কৃষ্ণের বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমার আশঙ্কা চিন্ময় কৃষ্ণকে স্লো পয়জন করে মেরে ফেলার চক্রান্ত করছে বাংলাদেশ।'

মমতার শান্তিসেনা মন্তব্যকে সমর্থন

কলকাতায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও চিন্ময় কৃষ্ণের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নেওয়া আরএসএস-এর প্রবাসী বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীরাও মনে করেন, চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তি সহজে মিলবে না। অবিলম্বে বাংলাদেশ নিয়ে কেন্দ্র কঠোর মনোভাব না নিলে বাংলাদেশে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। এর জন্য প্রকারান্তরে বিজেপি ও সংঘের শীর্ষ নেতৃত্বের নরম মনোভাবই দায়ী। এদিন 'সনাতনী সংসদ'-এর মঞ্চে আমেরিকা প্রবাসী সীতাংশু গুহ, ব্রিটেন প্রবাসী মানবাধিকার কর্মী পুষ্পিতা গুপ্তা প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ছিলেন।

বিজেপির উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক মোহিত রায়ের মতে, 'আমাদের দলের রাষ্ট্রনায়করাও বারবার এই ভুল করেছেন। কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা বলে পরিচিত লালকৃষ্ণ আদবানির মুখে জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের জনক মহম্মদ আলি জিন্নার প্রশংসার মাশুল আমাদের দিতে হচ্ছে।'

সামনে মহাকুম্ভ। প্রয়াগরাজে ভিড় জমাচ্ছেন সাধুরা। বৃহস্পতিবার।

আজমের দরগায় চাদর মোদির

জয়পুর, ২ জানুয়ারি : আগের বছরের মতো এবারও হিন্দু সেনার আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবারও চাদর পাঠালেন খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির দরগায়। প্রধানমন্ত্রীর তরফে পাঠানো চাদর শনিবার দরগায় উৎসর্গ করবেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

ফি বছর উরস উৎসবের সময় খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির দরগায় প্রধানমন্ত্রীর তরফে চাদর দেওয়া হয়। এবার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করবেন কিরেন রিজিজু।

ইসলামের সুফি মতবাদের দরগায় ৮১৩তম উরস উৎসবে চাদর না পাঠাতে চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রীকে আর্জি জানিয়েছিলেন হিন্দু সেনা সভাপতি বিষ্ণু গুপ্ত। গত বছরের মতো এবছরও তা উপেক্ষা করেছেন শিবভক্ত প্রধানমন্ত্রী।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই আজমের দরগায় চাদর দিচ্ছেন মোদি। গত বছর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে চাদর

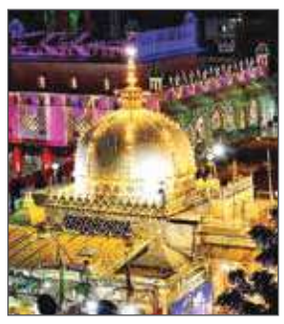

নিয়ে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও জামাল সিদ্দিকী।

এদেশের বিখ্যাত সুফি মাজারগুলির মধ্যে অন্যতম আজমের শরিফ। খাজা মইনুদ্দির চিস্তির নির্বাণ দিবসকে স্মরণ করে বার্ষিক উরস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এদিন এখানে এসে শ্রদ্ধা জানান।

দরগার ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পবিত্র চাদর হস্তান্তরের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

বিষ্ণু গুপ্তের দাবি, দরগাটি আসলে শিবমন্দিরের ওপর নির্মিত। এখানে সংকট মোচক মহাদেবের মন্দির ছিল। দরগাটিকে মন্দিরের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর আজমের সিভিল আদালতে মামলা করেন। মামলার শুনানি ২৪ জানুয়ারি।

আততায়ীর পোস্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন বাইডেন

আমেরিকার হানায় ঘাতকের জঙ্গি-যোগ

নিউ অরলিয়ন্স, ২ জানুয়ারি : আমেরিকায় নিউ অরলিয়ন্সে নতুন বছরের উদযাপনে ভিড় রাস্তায় দুষ্কৃতী হানায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫। জখম বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী সহ অন্তত ৩৫। ভিড়ের মধ্যে প্রবল গতিতে গাড়ি চালিয়ে বহু মানুষকে পিষে দেন ঘাতক-চালক শামসুদ্দিন জব্বার। পুলিশকে লক্ষ্য করেও গুলি ছোড়া হয়। পরে পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু হয় ঘাতকের।

দুষ্কৃতী হামলায় জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। তাঁরা তদন্তও শুরু করেছেন এটিকে 'জঙ্গি হামলা' ধরে নিয়ে। কারণ, ঘাতক শামসুদ্দিন যে গাড়ি থেকেই মিলেছে আইএসের পতাকা। বন্দুক, বিস্ফোরক, রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস সহ একাধিক জিনিস উদ্ধার হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই জানিয়েছে, হামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে আমেরিকার সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ২০০৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীর নিয়মিত সদস্য ছিলেন। ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে কাজ করেন তিনি।

তবে এফবিআই মনে করছে, এই হামলার নেপথ্যে একা জব্বর নন, আরও অনেকে জড়িত। আপাতত শামসুদ্দিন জব্বারের সঙ্গীদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমেরিকার বিদায়ি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই হামলার নিন্দা করে জানিয়েছেন, 'হামলার আগে আততায়ী সমাজমাধ্যমে যে ভিডিওটি পোস্ট করেছিলেন, সেটি এফবিআইয়ের গোয়েন্দারা খুঁজে পেয়েছেন। সেই ভিডিওতে আততায়ীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, তিনি আইএসের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক।'

নিউ অরলিয়ন্স হিংসার নিন্দা করেছেন হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমাদের দেশে অপরাধের হার এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যা আগে কেউ দেখেনি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই হামলা নিয়ে সরব হয়েছেন। নিহত পরিবারদের প্রতি শোকবার্তা জানিয়েছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কাল্লা, জার্মান চ্যান্সেলার ওলফ শলৎজ্, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রমুখ।

শামসুদ্দিনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিয়ে বিস্ময়প্রকাশ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, 'জব্বারের জন্ম আমেরিকায়, আইটি স্পেশালিস্ট, ভাল জব করতেন, মাসে ১০ হাজার ডলার বেতন পেতেন। সেই মানুষটার কী হলো যে ইসলামি সন্ত্রাসী দলের পতাকা ওড়ালেন এবং নিরীহ মানুষ হত্যা করলেন?'

অপরাধের পূর্ব রেকর্ড নেই

নাম শামসুদ্দিন জব্বার (৪২)। মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য এই ব্যক্তি টেক্সাসের হিউস্টনের বাসিন্দা। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেমে স্নাতক, মার্কিন সেনাবাহিনীতে ২০০৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মানবসম্পদ ও আইটি বিশেষজ্ঞ, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আফগানিস্তানে মোতায়েন ছিলেন। ২০২০ সালে আর্মি রিজার্ভ থেকে পদত্যাগ করার পর যোগ দেন রিয়েল এস্টেটের বেসরকারি কাজে। দায়িত্বশীল বলে পরিচিত শামসুদ্দিনের বড় কোনও অপরাধের ইতিহাস নেই। টেক্সাসে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার হন। ২০০২ সালে চুরি এবং ২০০৫ সালে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য তাঁর জরিমানা হয়। দু'বার বিয়ে করেছিলেন। প্রথম বিয়ে ২০১২ সালে বিচ্ছেদ হয় এবং দ্বিতীয় বিয়ে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি ছিল।

তথ্য তালাশ

আকাশছোঁয়া ঘরভাড়া

পড়াশোনা বা চাকরির জন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকতে চান সকলেই। নিজস্ব বাড়ি না থাকলে বাড়িভাড়া নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী! তবে শুধু ভাড়া নিলেই হল না, তার জন্য প্রতি মাসে গুনতে হয় কড়কড়ে নোট। এক্ষেত্রে এক কামরার ঘরভাড়ার মাসিক খরচে প্রথম চারটি স্থানেরই দাবিদার আমেরিকার শহরগুলি। তুলনায় ভারত অনেকটাই পিছিয়ে। তবে মুম্বই ও দিল্লির ভাড়াও বেশ ব্যয়বহুল। রইল তালিকা...

১. নিউ ইয়র্ক	৪,১২০ ডলার
২. সানফ্রান্সিসকো	৩,১২৫ ডলার
৩. বস্টন	৩,০৬৫ ডলার
৪. মিয়ামি	২,৮৪০ ডলার
৩৫. মুম্বই	৫৯৬ ডলার
৪০. দিল্লি	২৪১ ডলার

চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন

নাগপুর, ২ জানুয়ারি : ট্রেনের কামরায় মোবাইল চোর সন্দেহে এক তরুণকে পিটিয়ে খুন করল যাত্রীরা। নাগপুর স্টেশনের কাছে হায়দরাবাদ-দিল্লি দক্ষিণ এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত তরুণ শশাঙ্করাম সিংহরাজ ওই ট্রেনের জেনারেল কামরায় সফর করছিলেন। ওই কামরায় বেশ কয়েকজন যাত্রীর মোবাইল ফোন চুরি হয়। যাত্রীরা শশাঙ্ককে সন্দেহে করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। শশাঙ্কর অসংলগ্ন কথাবার্তায় সন্দেহ দৃঢ় হয় এবং তাঁকে মারধর শুরু করেন যাত্রীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শশাঙ্কর।

ফের কাছাকাছি হওয়ার জল্পনা বিহার ও মহারাষ্ট্রে

নীতীশকে জোটে ডাক লালুর

পাটনা, ২ জানুয়ারি : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিয়ে ফের জলঘোলা শুরু হল বিহারের রাজনীতিতে। তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব নতুন বছরের পয়লা দিন একটি ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে নীতীশ বিহারের মহাজোট তথা ইন্ডিয়া জোটে ফিরতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। লালু বলেন, 'নীতীশ কুমারের জন্য মহাজোটের দরজা খোলাই রয়েছে। উনি আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করতে পারেন।' লালুর সাফ কথা, 'নীতীশ কুমারের সঙ্গে কাজ করতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই।'

আরজেডি সুপ্রিমোর এই মন্তব্য বিহারের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল ফেলেছে। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ হল, নীতীশ কুমার বা লালু-পুত্র তথা বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের মধ্যে কেউই এই জল্পনাকে পুরোপুরি খারিজ করে দেননি। মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তিনি জবাব দিয়েছেন, 'কীসব বলছেন...ছাড়ুন না।' উলটোদিকে তেজস্বীর যুক্তি, 'সাংবাদিকরা বারবার একই প্রশ্ন করেন বলে আপনাদের ঠান্ডা করার জন্য ওই কথাগুলি উনি বলেছেন।' জেডিইউ নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে ললন বলেন, 'জেডিইউ-বিজেপি একসঙ্গেই রয়েছে। স্বাধীন সমাজে যে কেউ যা খুশি বলতে পারেন। লালুপ্রসাদ যাদব কেন ওই কথা বলেছেন সেটা উনিই ভালো বলতে পারবেন।'

চলতি বছর অক্টোবর-নভেম্বরে রাজ্যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বিজেপির তরফে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে, আগামী বিধানসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই এনডিএ ভোটে লড়বে। গেরুয়া শিবিরের এই ঘোষণা সত্ত্বেও লালু যেভাবে নীতীশকে মহাজোটে স্বাগত বলে জানিয়েছেন, তাতে জল্পনার পারদ তুঙ্গে উঠেছে। তেজস্বী অবশ্য আগে বলেছিলেন, নীতীশ যদি মহাজোটে ফিরতে চান তাহলে তাঁকে আর ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। কিন্তু যেহেতু এর আগে একাধিকবার শিবির বদলানোর অভ্যাস জেডিইউ সুপ্রিমোর রয়েছে, সেই জন্য বিধানসভা ভোটের মুখে তাঁকে ঘিরে ফের জল্পনার মেঘ বাড়ছে। সোমবার বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে নীতীশের দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই তিনি পাটনায় ফিরে আসেন।

অজিতের মায়ের কথায় রহস্য

পুনে, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরে এনসিপি-র শারদ পাওয়ার এবং অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব মিটতে চলেছে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। সেই জল্পনা উসকে দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মা আশাতাই। তাঁর কথার সূত্র ধরে বর্ষীয়ান মারাঠা স্ট্রংম্যানকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করেছেন অজিত গোষ্ঠীর নেতা প্রফুল প্যাটেল।

বুধবার পান্ধারপুরের ভিট্টাল-রুক্মিণী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন অজিত পাওয়ারের মা। তিনি বলেন, 'পাওয়ার পরিবারে যে সমস্ত গণ্ডগোল রয়েছে সেগুলি যাতে দ্রুত মিটে যায় আমি তার জন্য প্রার্থনা করেছি। অজিত এবং শারদ পাওয়ারের উচিত ফের এক হয়ে যাওয়া। আমি মনে করি আমার পুজো দেওয়া সার্থক

হবে।' আশাতাইয়ের কথায় আপ্লুত প্রফুল প্যাটেল। তিনি বলেন, 'আমরা ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছি ঠিকই। কিন্তু শারদ পাওয়ার সবসময়ই আমাদের কাছে পিতৃতুল্য। ওঁকে আমরা সবসময়ই শ্রদ্ধা করি। যদি পাওয়ার পরিবার ফের এক হয়ে যায় তাহলে আমরা ভীষণ খুশি হব। আমি নিজেকে পাওয়ার পরিবারেরই একজন বলে মনে করি।'

এর আগে ১২ ডিসেম্বর শারদ পাওয়ারের জন্মদিনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন অজিত। ২০২৩ সালে এনসিপিতে ভাঙন ধরে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এনসিপি নাম এবং দলের নির্বাচনি প্রতীক ঘড়ি অজিত গোষ্ঠীর দখলে আসে। শারদ গোষ্ঠীর নাম হয় এনসিপি (এসপি) এবং তাদের নির্বাচনি প্রতীক হয় তুড়িবাদক। মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে অজিতের গোষ্ঠী জিতেছে ৪১টি আসন। শারদ পাওয়ারের গোষ্ঠী পেয়েছে ১০টি আসন। অজিত গোষ্ঠী বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহায্যুতির শরিক।

বাংলাদেশি দম্পতি সহ গ্রেপ্তার ৪

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : দিল্লি পুলিশের বিশেষ তল্লাশি অভিযানে বুধবার দুই বাংলাদেশি সহ চারজন গ্রেপ্তার হল। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে এক বাংলাদেশি দম্পতি। তারা হল বিলাল হোসেন ও তাঁর স্ত্রী। ধৃত অপর দুই ব্যক্তির নাম অনিমুর ইসলাম ও আশিস মেহেরা।

পুলিশ তদন্তে নেমে জেনেছে, বিলাল ও তার স্ত্রী এদেশে অবৈধভাবে বসবাস করছে। সেইসঙ্গে বাংলাদেশিদের এদেশে অবৈধ পথে আনার কাজ করছে। তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে অনিমুর ইসলাম ও আশিস মেহেরা। তাদের কাজ ছিল জাল আধার কার্ড ও অন্যান্য নথি তৈরি করা। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় তারা তা স্বীকারও করেছে। জাল নথি তৈরি করতে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিত তারা। পুলিশ জানিয়েছে, বিলাল হোসেন ২০২২ সালে মেঘালয়-অসম সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে স্ত্রীকে নিয়ে দিল্লিতে বসবাস শুরু করে। গুরুগ্রামে একটি কসমেটিকের দোকান ও বিউটি পার্লার রয়েছে বিলালের।

বিজেপি-আপের লড়াই পোস্টারে

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : ভোটের মুখে দিল্লিতে বিজেপি বনাম আপের পোস্টার যুদ্ধ ক্রমশ চরমে উঠছে। বৃহস্পতিবার বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়, ভুয়ো ভোটারদের সমর্থনে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জনপ্রিয় ওয়েবসিরিজ 'স্ক্যাম ১৯৯২ দ্য হর্ষদ মেহতা স্টোরি'-এর পোস্টারের অনুকরণে একটি পোস্টার এদিন সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছে গেরুয়া শিবির। তাতে মূল চরিত্রের ছবির জায়গায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির অভিযোগ, 'বাড়ির মালিককে অন্ধকারে রেখে ৪০ থেকে ৮০ বছর বয়সি ভুয়ো ভোটারদের একই ঠিকানায় নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভোটে রিগিং করতেই কেজরিওয়াল এই নতুন খেলা শুরু করেছেন।' এই পোস্টারের জবাবে আপের তরফে কেজরিওয়ালকে কাজের রাজনীতিতে গোট (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) বলে দেখানো হয়েছে পৃথক একটি পোস্টারে। তাতে মূল চরিত্রের মুখে কেজরিওয়ালের মুখ বসানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, অপর একটি পোস্টারে আপ বলেছে, 'দিল্লিবাসীরা সাবধানে থাকুন। আপনারা আপনাদের ক্যালেন্ডার বদলেছেন ঠিকই। কিন্তু বিজেপি তাদের চরিত্র বদলায়নি।'

এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'বিজেপি হল মিথ্যাচারের দোকান। দিল্লির একজন পূর্বাঞ্চলীয় ভোটারের ভোটাধিকারে কোপ বসাতে দেব না আমরা।' ভোটার তালিকাতেও কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এর আগে আপ সুপ্রিমোকে ভোটের স্বার্থে হিন্দু বলে একটি পোস্টার জারি করেছিল বিজেপি।

আন্না বিশ্ববিদ্যালয় যৌন নিগ্রহে রাজনীতি

চেন্নাই, ২ জানুয়ারি : আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন মামলা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। ২৩ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন ১৯ বছরের এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, নারীর নিরাপত্তায় মনোযোগ

ক্ষোভ হাইকোর্টের

ও গুরুত্ব না দিয়ে যৌন নিপীড়নের মামলাটির রাজনীতিকরণ হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যস্ত।

বিচারপতি পি ভেলমুরুগন সংবাদমধ্যমকেও এক হাত নিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম দায়িত্ব পালন করছে না উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'আমি একথা বলছি না যে, বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও রিপোর্ট বেরোবে না। কিন্তু তারা যেভাবে করছে, তা অবশ্যই ঠিক নয়।' তিনি এও বলেছেন, 'লিঙ্গ বৈষম্য ও জাতপাতের ভেদাভেদ এই যুগেও চলছে। আমি এই যুগে বাস করে লজ্জা বোধ করছি।'

আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হেনস্তা কাণ্ডে সিট গঠনের নির্দেশ আগেই দিয়েছিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। তিন মহিলা আইপিএস অফিসারের নেতৃত্বে সিট গঠিত হয়।

জাতীয় মহিলা কমিশন (এনসিডবলিউ) অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস প্রনীণ দীক্ষিতকে নিয়ে দুই সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যরা দু'দিন তদন্ত চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা কথা বলেছেন নির্যাতিতা ছাত্রী, তাঁর পরিবার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও একাধিক এনজিওর সঙ্গে।

এনসিডবলিউ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা মূল্যায়ন করেছেন। সিটের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। কার্যকরী সুপারিশ সহ একটি বিশদ রিপোর্ট তৈরি করছেন।

চুপকে সে সুন... পর্যটকরা শিকারায় সওয়ার। বৃহস্পতিবার ডাল লেকে।

হোটেলে উদ্ধার ৩ জনের দেহ

শ্রীনগর, ২ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের হোটেলের ঘর থেকে তিন জনের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কাশ্মীরের ডোডা জেলায় ভাদেরওয়াহরের হোটেলের ঘটনা। মৃত মুকেশ, আশুতোষ এবং সানি চৌধুরী জম্মুর বাসিন্দা। ঘর থেকে একটি কয়লা চালিত হিটার পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই হিটার চলার কারণে দমবন্ধ হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জম্মুর থানায় স্থানীয় এক ব্যক্তি ভাইয়ের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর ভাই মুকেশ কুমার ভাদেরওয়াহ বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে আর ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরেই পুলিশ খোঁজ শুরু করে। হোটেলের সামনে রাখা স্কুটার দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। হোটেলের কর্মীরা জানান, দুই বন্ধুর সঙ্গে উঠেছিলেন মোহিত। তাঁদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেতে পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তিনজনকে নিথর দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ডোডা পুলিশের সিনিয়র সুপার (এসএসপি) সন্দীপ মেহতা জানিয়েছেন, ঘরে হিটার চালানোর কারণে দমবন্ধ হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট এলে বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। মৃত মুকেশ, আশুতোষ এবং সানি চৌধুরি জম্মুর বাসিন্দা।

কাশ্মীর

উদ্বেগ বিশ্বে, ভারতের চ্যালেঞ্জ ধারাবাহিকতা রক্ষা

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : রক্তাক্ত গাজা, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সাজানো-গোছানো ইউক্রেন, নতুন বাংলাদেশে শিকড় গেড়েছে মৌলবাদ, ধুঁকছে অর্থনীতি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে ধরাশায়ী করেছেন রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প। সিরিয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রেসিডেন্ট বাসার-আল-আসাদের পতন ঘটেছে। মায়ানমারে অস্তিত্বের সংকটে জুন্টা সরকার। আন্তর্জাতিক রাজনীতি যখন উত্তাল, তখন অনেকটাই স্থিতিশীল ভারত। করোনা-লকডাউনের ধাক্কা সামলে ২০২৪-এ ধারাবাহিক উন্নয়নের সাক্ষী ছিল দেশের অর্থনীতি। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ধাক্কা খেলেও মোটের ওপর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। ৫ শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে জিডিপি। এই ধারাবাহিকতা যে বজায় থাকবে, ২০২৫-এর শুরুতে সেই আশা করাই যায়।

স্বাগত পঁচিশ, চিরবিদায় '২৪

ইংরেজি নববর্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, 'নতুন বছরের আগমন নতুন আশা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সূচনা করেছে। আসুন আমরা নতুন বছরকে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাগত জানাই। আমাদের সমাজ ও দেশকে ঐক্য ও উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যাই।' নিউ ইয়ার-শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সহ রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। অন্যান্য বছরের মতো এবারও নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দেশের প্রতিটি প্রান্তে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পথে নামা জনতার ঢল সামলাতে ছিল কড়া নজরদারি। আনন্দোল্লাসের মধ্যেই প্রায় সব রাজ্য থেকে ট্রাফিক আইন ভাঙা, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, শব্দবিধি লঙ্ঘন করে বাজি পোড়ানো, বার-রেস্তোরাঁয় ছোটখাটো গণ্ডগোলের জেরে গ্রেপ্তারির খবর মিলেছে। তবে বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি।

মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, মেরিন ড্রাইভ, গিরগাঁও চৌপাট্টি, বান্দ্রা ব্যান্ডস্ট্যান্ড, জুহু এবং ভারসোভা সৈকতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে কার্যত তিলধারণের জায়গা ছিল না। বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ, চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতার ছবিটাও ছিল একইরকম। এবারও ওয়াকিংস্ট্রিটে পরিণত হয়েছিল কলকাতার পার্ক স্ট্রিট। নববর্ষের প্রথম রাতে বিশ্বের যেসব জায়গা নজর কেড়েছে, তার মধ্যে ছিল নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড এবং আমেরিকার নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার।

কোটি কোটি মানুষ যখন পরস্পরকে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বলে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, তখন গাজা, ইউক্রেন, সিরিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে খোলা আকাশ বা তাঁবুর নীচে রাত কাটাচ্ছেন। ২০২৪-এর দুঃস্বপ্ন এবছর তাঁদের তাড়া করবে কি না সেকথা ভেবে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তাঁরা।

মোদি-শা চুপ কেন, তোপ অভিষেকের

ডায়মন্ডহারবার, ২ জানুয়ারি : চিন্ময় প্রভুর জামিন নামঞ্জুর হওয়ার দিন বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কেন চুপ সেই প্রশ্ন তুলে ডায়মণ্ডহারবারের সাংসদ বলেন, 'বাংলাদেশ যে ভাষা বোঝে আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার যেন সেই ভাষাতেই তাদের জবাব দেয়।' এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের পাশেই থাকবে বলে জানান তিনি। চিন্ময় প্রভুর জামিন নামঞ্জুর হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে লাগাতার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা। বাংলাদেশে লাগাতার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এটা দিনের পর দিন চলতে পারে না।'

মোদিকে বিঁধে অভিষেক বলেন, 'আমরা শুধু চাই বাংলাদেশ যে ভাষা বোঝে কেন্দ্র যেন সেই ভাষাতেই তাদের সঙ্গে কথা বলে। কীসে আটকাচ্ছে ওরা? আমাদের দল প্রথম দিন থেকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। বাংলাদেশে দিনের পর দিন ধরে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে দেখেও মোদি সরকার কেন সুর চড়াচ্ছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'যে দল নিজেদের হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা বলে দাবি করে তারা আজ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা

> এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা। বাংলাদেশে লাগাতার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এটা দিনের পর দিন চলতে পারে না।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

পালন করছে। যেহেতু আমাদের সরকার এই বিষয়টি নিয়ে জোরালো প্রতিবাদ করেনি তাই তারা এর সুযোগ নিচ্ছে এবং অত্যাচার চলছে।' বিজেপির অবস্থান নিয়েও সুর চড়ান অভিষেক। তিনি বলেন, 'লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি এনআরসি, সিএএ নিয়ে সুর চড়ায়। অথচ এখন বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে দেখেও বিজেপি চুপ করে রয়েছে। কেন? এখন কোনও নির্বাচন নেই বলে? বাংলাদেশে ৫ অগাস্ট থেকে নৈরাজ্য চলছে। এই পাঁচমাসে কেন্দ্রীয় সরকার কি ৫ মিনিটও বরাদ্দ করেছে এই বিষয়ে? ভারতের নীরবতায় উৎসাহিত হচ্ছে বাংলাদেশ।' অভিষেকের তোপ, '২০১৪-র আগে আমরা কি কখনও এই ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে পেরেছিলাম যেখানে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ আমাদের ভয় দেখাতে পারবে? ভারত যদি না থাকত তাহলে ওরা আজও পূর্ব পাকিস্তান হয়েই থাকত। যারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ভারতের অবদান মানতে অস্বীকার করে তাদের সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া উচিত।' রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যা যা করণীয় তাই করছে।'

শুনানি হলেও চিন্ময়ের জামিনের আর্জি খারিজ

চট্টগ্রাম, ২ জানুয়ারি : ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আবেদন আবারও খারিজ করে দিল চট্টগ্রাম আদালত। একের পর এক জঙ্গি নেতার কারামুক্তি হলেও প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসীকে নতুন বছরেও কারাগারের ভিতর থাকতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ সাইফুল ইসলামের এজলাসে চিন্ময়ের জামিনের শুনানি শুরু হয়। আইনজীবী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে অপূর্বকুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের ১১ জন আইনজীবীর একটি প্রতিনিধি দল এদিন চিন্ময়ের জামিন চেয়ে সওয়াল করে চট্টগ্রাম আদালতে। অপূর্ববাবু যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং চট্টগ্রাম বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, সেজন্য স্থানীয় আইনজীবীর স্বীকৃতির প্রয়োজন পড়েনি চিন্ময়ের কৌঁসুলিদের। কিন্তু তাতেও তাঁর কারামুক্তি অধরাই থেকে গেল। বিচারক জানিয়েছেন, চিন্ময়ের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হতে পারে। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া সম্ভব নয়।

কড়া পুলিশি নিরাপত্তা বলয়ে তাঁর আইনজীবীরা চট্টগ্রাম আদালতে হাজির হন। তাঁদের দেখে কট্টরপন্থী আইনজীবীরা আদালত চত্বরে লাগাতার ইসকন এবং ভারতবিরোধী স্লোগান দেন। আদালত

শুধুই হতাশা

- শুনানির ৩০ মিনিটের মধ্যেই জামিনের মামলা খারিজ করে চট্টগ্রাম আদালত
- বিচারক জানিয়েছেন, চিন্ময়ের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হতে পারে। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া সম্ভব নয়
- চিন্ময়ের হয়ে ১১ জন আইনজীবী ছিলেন

আধঘণ্টা ধরে দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে চিন্ময়ের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে দেন বিচারক। সন্ন্যাসীর আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তাঁরা বাংলাদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন। গোটা ঘটনায় অত্যন্ত হতাশ চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। তবে তাঁর আশা, বাংলাদেশ হাইকোর্ট চিন্ময়ের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করবে। চিন্ময়ের জামিন খারিজ হওয়ায় অসন্তুষ্ট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট।' ইসকনের সহ সভাপতি রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, চিন্ময়ের জামিন নামঞ্জুর হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক।

২৫ অক্টোবর চিন্ময় প্রভুর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে হিন্দুদের একটি বিরাট সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩১ অক্টোবর চিন্ময়ের বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। ২৫ নভেম্বর ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় চিন্ময় প্রভুকে। জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট। এর আগে গত ৩ ডিসেম্বর আদালতে জামিনের শুনানি থাকলেও কট্টরপন্থীদের হুমকির জেরে চিন্ময়ের কোনও আইনজীবী এজলাসে হাজির হতে পারেননি। ১২ ডিসেম্বরও জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

মুজিব নন, জিয়াই স্বাধীনতা ঘোষণাকারী

ঢাকা, ২ জানুয়ারি : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের যাবতীয় অবদান মুছে ফেলতে মরিয়া প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। ২০২৫ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যবইগুলিতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন দেশের

ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি তথা বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে পাঠ্যবইয়ে কোনও ব্যক্তিকে (পড়ুন বঙ্গবন্ধুকে) অহেতুক গৌরবান্বিত করা হবে না। যাবতীয় অতিরঞ্জিত তথ্য মুছে ফেলা হবে। এতদিন স্কুলের পাঠ্যবইগুলিতে বলা ছিল, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণাকারী। কিন্তু এবার থেকে তাঁর জায়গায় জিয়াউর রহমানের নাম স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হিসেবে তুলে ধরায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন

বদল পাঠ্যবইয়ে

মহলে।

এর আগে মুজিবুর রহমানের নামের পাশ থেকে জাতির পিতা উপাধি সরিয়ে দিয়েছিল ইউনূসের সরকার। টাকার নোট থেকে মুজিবের ছবি সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যা দিবসে হাসিনা আমলে ছুটি থাকত। সেই সিদ্ধান্তও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নতুন পাঠ্যবইয়ে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তার পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর হয়ে স্বাধীনতার আরও একটি ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

এতদিন বাংলাদেশের স্কুলপাঠ্যগুলিতে লেখা থাকত ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বেতারবার্তার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মুজিব। তারপর তিনি পাকিস্তানি সেনার হাতে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন গবেষকদের একাংশ। পাঠ্যবই পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট লেখক তথা গবেষক রাখাল রাহা বলেন, 'যাঁরা পাঠ্যবই সংশোধন করেছেন তাঁরা দেখেছেন শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সেনার হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন কি না, এমন কোনও তথ্য তাঁরা খুঁজে পাননি। তাই তাঁরা ওই বিষয়টি সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' স্বাধীনতার ঘোষণা মুজিব না জিয়া কে করেছিলেন, সেটা নিয়ে বিতর্ক অনেক দিনের। ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন মুজিবুর রহমান। জিয়াউর তখন সেনার মেজর ছিলেন। তিনি শুধু মুজিবের নির্দেশে সেই ঘোষণাপত্রটি পড়েছিলেন।

ডাল্লেওয়ালের অনশন, পঞ্জাবকে সুপ্রিম তোপ

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : কৃষক নেতা জগজিৎ সিং ডাল্লেওয়ালের আমরণ অনশন নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়ল পঞ্জাব সরকার। বৃহস্পতিবার সরকারকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, আদালতের বক্তব্য বিকৃত করে প্রশাসন এমন কর্মকাণ্ড করছে, যাতে মনে হতে পারে সুপ্রিম কোর্ট কৃষক নেতার অনশন ভাঙতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। অসুস্থ নেতাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ব্যর্থতা ঢাকতে সরকার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে আদালতকে। এহেন মিথ্যাচারের জন্য বৃহস্পতিবার সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

প্রশাসনিক গাফিলতি ও মিথ্যাচারিতায় দৃশ্যত অসন্তুষ্ট দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলে, 'মনে হচ্ছে, পঞ্জাব সরকারের কর্তব্যক্তিরা পরিকল্পিতভাবে মিডিয়ায় এমন ধারণা তৈরি করছেন যাতে মনে হতে পারে যে, আদালত ডাল্লেওয়ালকে অনশন ভাঙার জন্য চাপ দিচ্ছে। কে জানে! হয়তো সেই কারণেও তিনি অনশন ভাঙতে অনিচ্ছুক।'

আদালত এদিন স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা কখনই ডাল্লেওয়ালের অনশন ভাঙানোর কোনও নির্দেশ দেয়নি। বরং তারা নির্দেশ দিয়েছিল, ডাল্লেওয়ালকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে, যাতে তাঁর জীবন বিপন্ন না হয়। চিকিৎসার মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে তাঁর কোনও আইনি বাধা নেই। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'কৃষক নেতা হিসেবে ডাল্লেওয়ালের জীবন খুব দামি। তিনি কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নন। তিনি শুধুমাত্র কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়ছেন।' পঞ্জাবের অ্যাডভোকেট জেনারেল গুরমিন্দর সিংকে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনার আমলা বা মন্ত্রীরা তো একবারও অনশন মঞ্চে যাননি। আপনারা সমঝোতা চান বলে তো মনে হয় না।'

অন্যদিকে নববর্ষের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে পঞ্জাবি গায়ক ও অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জের সাক্ষাৎ নিয়ে বিক্ষোভরত কৃষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। দিলজিৎ এই সাক্ষাৎকে 'নতুন বছরের চমৎকার সূচনা' হিসেবে বর্ণনা করলেও তাঁর প্রতিশ্রুতি ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কৃষক নেতারা।

২০২০ সালে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কৃষি আইন সংক্রান্ত দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন দিলজিৎ। সেই দিলজিৎ মোদির সঙ্গে দেখা করায় ক্ষুব্ধ এক কৃষক নেতা বৃহস্পতিবার বলেন, 'গায়ক-অভিনেতা কৃষক আন্দোলনের পাশে থাকলে অনশন মঞ্চে আসতেন। দিল্লিতে যেতেন না।'

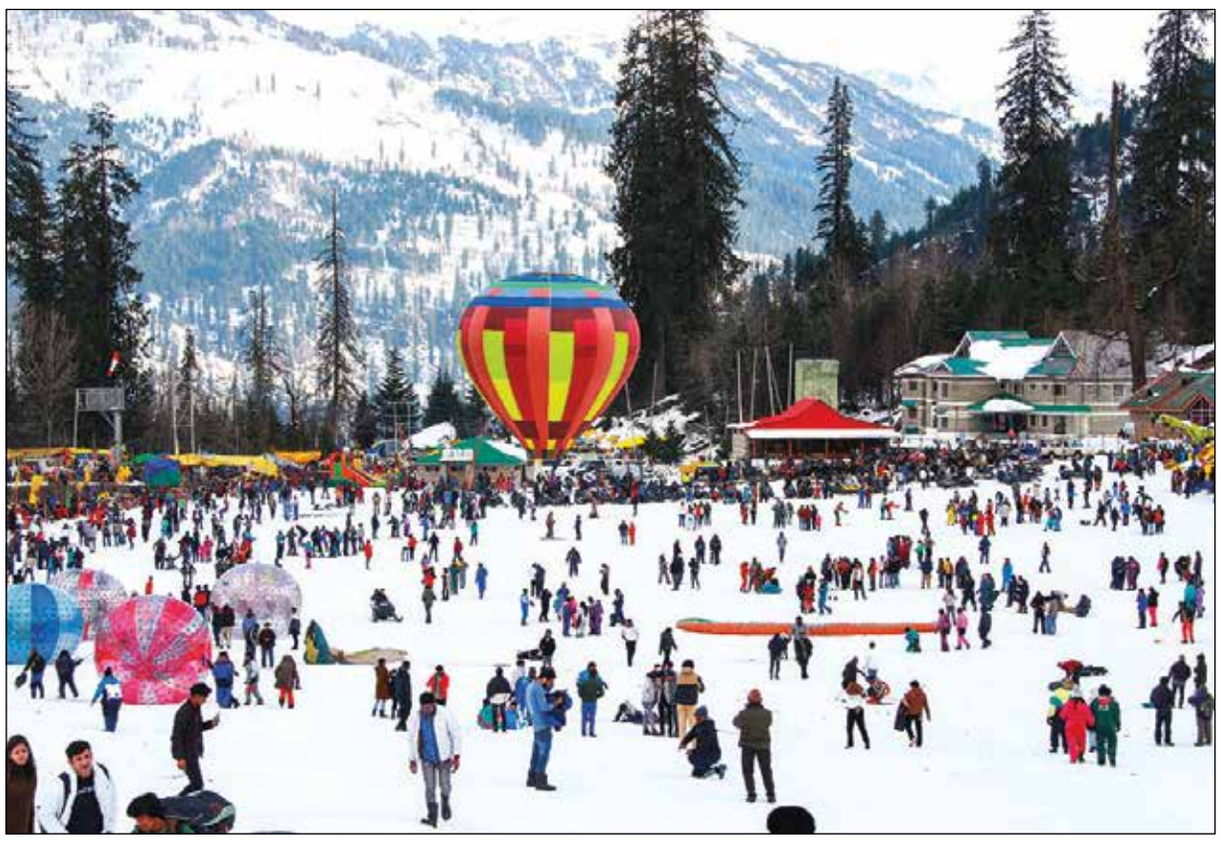

ফের তুষারপাতের পর সোলংয়ে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। বৃহস্পতিবার।

আদানিকাণ্ড নিয়ে ভোল বদল চন্দ্রবাবুর

অমরাবতী, ২ জানুয়ারি : আদানি কাণ্ডে হঠাৎ ভোল পালটে ফেললেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি বলেছেন, 'অভিযোগ নিয়ে যথার্থ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।'

অন্ধ্রপ্রদেশে সরকারি বরাত পেতে শীর্ষস্থানীয় আমলাদের ঘুষ দিয়েছিল আদানি গোষ্ঠী। এই অভিযোগে মার্কিন আদালতে মামলা ওঠার পর ফুঁসে উঠেছিলেন স্বয়ং চন্দ্রবাবু। নতুন বছরে তাঁর গলায় সেই চড়া সুর শোনা গেল না। বুধবার তেলুগু দেশম পার্টির সদরদপ্তর মঙ্গলাগিরিতে দলের সুপ্রিমো বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মামলার ফলাফলের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। প্রমাণ পেলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' বছর ঘুরতেই নাইডুর সুর নরম হওয়া নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা চলছে।

বাজারের চেয়ে বেশি দামে সৌর বিদ্যুৎ বিক্রির বরাত পেতে অন্ধ্রপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের আধিকারিকদের ঘুষ দিয়েছিল আদানি শিল্পগোষ্ঠী। এমন অভিযোগই উঠেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের এক প্রথমসারির আমলার বিরুদ্ধে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ দায়ের হয়। মার্কিন আদালতে ভারতীয় শিল্পপতিসহ সাতজনের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারি ও ঘুষ দেওয়ার মামলা চলছে। এই মামলায় গৌতম আদানি ও তাঁর ভাইপো সাগর আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করেছে আমেরিকা।

নিমিশার প্রাণরক্ষায় তৎপরতা ইরানের

তেহরান, ২ জানুয়ারি : ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়াকে বাঁচাতে যতদূর সম্ভব ততদূরই যাবে ইরান। তেহরান সরকারের একটি সূত্র এই তথ্য দিয়েছে।

ইয়েমেনি তালাল আবদো মেহদিকে খুন করার অভিযোগে ২০১৭ সালে গ্রেপ্তার হন নিমিশা প্রিয়া। সানার নিম্ন আদালত ২০২০ সালে নিমিশাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। রায়ের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে আবেদন করেও সুরাহা হয়নি নিমিশার। মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট রাশাদ অল অলিমি। সাত বছর ইয়েমেনের কারাগারে রয়েছেন নিমিশা।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, মৃত্যুদণ্ড রদ করে নিমিশার মুক্তির ব্যাপারে সব রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে মোদি সরকার। এই পরিস্থিতিতে তেহরান নিমিশাকে মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছে। 'আমরা তাঁকে মুক্ত করব।' এই বক্তব্য জানিয়ে তেহরান বলেছে, মানবিকতার দিক থেকে যা করা যায়, ইরান তা করবে।

ইয়েমের হুথিদের সঙ্গে ইরানের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু নিমিশা প্রিয়াকে ইয়েমেনের যেখানে গ্রেপ্তার করা হয়, সেখানে হুথিদের কোনও প্রভাব নেই। তা সত্ত্বেও ইরান জানিয়েছে, নিমিশাকে মুক্ত করার জন্য তারা সবকিছু করবে। কড়া পদক্ষেপ করতেও দ্বিধা করবে না।

২৩ বছর পর হাতে দাউদের সম্পত্তি

মুম্বই, ২ জানুয়ারি : ২৩ বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে অবশেষে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সম্পত্তি হাতে পেলেন মুম্বইয়ের এক ব্যক্তি।

নাগপাড়া এলাকায় দাউদ ইব্রাহিমের একটি দোকান বাজেয়াপ্ত করেছিল আয়কর দপ্তর। ২০০১-এ সেটি নিলামে তোলা হয়। দাম ওঠে ২ লক্ষ টাকা। নিলামে সেই দোকান কিনে নেন ৩৪ বছরের হেমন্ত জৈন। কিনে নেওয়ার পর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না। আয়কর দপ্তর জানায়, দোকানের আসল নথি হারিয়ে গিয়েছে। হার মানেননি হেমন্ত। আইনের সাহায্যে এতদিন পর সেই সম্পত্তির মালিকানা পেলেন তিনি।

১৪৩৬ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই চনমনে শেয়ার বাজার। একদিনে সেনসেক্স ও নিফটি উঠল যথাক্রমে ১৪৩৬.৩০ এবং ৪৪৫.৭৫ পয়েন্ট। ২০২৪-এর ২২ নভেম্বরের পর এত বড় উত্থান হল শেয়ার বাজারে।

বুধবার নয়া বছরের প্রথম দিনে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল শেয়ার বাজার। দ্বিতীয় দিনেও সেই প্রবণতা বজায় রইল। দিনের শেষে সেনসেক্স ৭৯৯৪৩.৭১ এবং নিফটি ২৪১৮৮.৬৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। আজকের উত্থানে লগ্নিকারীদের ৬.১১ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, জিএসটি আদায় বৃদ্ধি, ডিসেম্বরে বিভিন্ন সংস্থার গাড়ি বিক্রি বেড়ে যাওয়া, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদরে বড় উত্থান, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যবসা বৃদ্ধির ইঙ্গিত ইত্যাদি কারণে শেয়ার বাজারের এই উত্থান। সূচক বাড়লেও লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বেকারি দম্পতির কলহের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : দিল্লির বেকারি মালিক পুনীত খুরানার আত্মহত্যার পর একটি নতুন সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। যেখানে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে ঝগড়া করতে দেখা গিয়েছে। ইংরেজি বর্ষবরণের রাতে কল্যাণবিহার এলাকার মডেল টাউনে নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন খুরানা। পুনীতের বাবা-মায়ের অভিযোগ, স্ত্রী পাহওয়া পুনীত খুরানাকে গালিগালাজ করছেন এবং তাঁর জীবন ধ্বংসের জন্য দোষারোপ করছেন তাঁকে। মনিকাকে বলতে শোনা যায়, 'আমি তোমার পাড়ায় গিয়ে এমন নাটক করব না! তোমার সব কিছু ফাঁস করে দেব। তারপর ফোনে কেঁদে কূল পাবে না।' পুনীত পালটা বলেন, 'ঠিক আছে, যে কোনও দিন।'

মণিকা পাহওয়া এবং শ্বশুরবাড়ির হয়রানির জেরেই তিনি এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হন।

সিসিটিভি ফুটেজের পাশাপাশি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে পুনীতের স্ত্রীর একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট। পুনীতের মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে ওই পোস্টটি করা হয়। ওই পোস্টে নিজেকে নারীবাদী হিসাবে তুলে ধরে মণিকা লিখেছেন, 'নারীবাদ ব্যাপারটা আমার সঙ্গে খুব যায়। আমি মনে করি, প্রত্যেক মানুষেরই সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে। কেউ কারও ক্রীতদাস নয়। কিছু লোক মনে করে, সম্মান আদায় করে নিতে হয়। আমি তা বিশ্বাস করি না। শিশুদেরও সম্মান করা উচিত। এটা মানবিকতার অন্যতম শর্ত।' তারপর আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'এত দিন ধরে একটা ক্ষতিকর সম্পর্কে ছিলাম। নানা নির্যাতনও সয়েছি। এখন আমি মুক্ত।' তাঁর এই পোস্টের মর্মার্থ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

প্রকাশ্যে আসা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মণিকা

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি ২০২৩ সালের ৪ অগাস্ট বিকাল ৩টে১৫ মিনিটে তোলা হয়। ফুটেজে মণিকাকে খুরানার ওপর রীতিমতো চাপ তৈরি করতে দেখা যায়। তিনি পুনীতকে বলেন, 'আমি এখানে চুপচাপ ১০ মিনিট বসে আছি। সোজাসুজি বলো, তুমি কী করতে চাও?' খুরানা কিছু বলতে গেলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমার কথা শোনার সময় আমার নেই। তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ।' উত্তরে পুনীত বলেন, 'আমি যখন ইচ্ছা কথা বলব।' এভাবেই বচসা চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ।

অন্য একটি ভিডিওতে পুনীতকে তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। সেখানে তাঁর শ্বশুরমশাই ২ কোটি টাকার বিনিময়ে একটি বাড়ি স্থানান্তরের প্রস্তাব দেন, যা পরে তিনি অস্বীকার করেন। পুনীতের শ্বশুরবাড়ি বিয়ের আগে তাঁদের কাছ থেকে ১.৩৫ কোটি টাকা নিয়েছিল বলেও দাবি তাঁর বাবার। মায়ের দাবি, 'স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির অকথ্য অত্যাচারের বলি আমার ছেলে।'

চার দশক পর সরল ভোপাল দুর্ঘটনার বিষবর্জ্যের স্তূপ

ভোপাল, ২ জানুয়ারি : বিষাক্ত গ্যাসের ছোবলে প্রাণ গিয়েছিল কয়েক হাজার মানুষের। লাখো মানুষ আজীবন ভুগেছেন নানাবিধ কঠিন অসুখে। ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার বিষাক্ত বর্জ্য প্রকৃতিতে মিশে গত চার দশক ধরে অপূরণীয় ক্ষতি করছিল স্থানীয় এলাকার। তবু হেলদোল ছিল না প্রশাসনের। আদালতের কড়া ভর্ৎসনার পর এবার তারা নড়েচড়ে বসেছে। ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের ৪০ বছর পর বুধবার সেখানকার ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে ৩৩৭ মেট্রিক টন বর্জ্য সরানো হয়েছে।

আগুন ধরবে না এবং কোনও অবস্থাতেই বাইরে বেরিয়ে আসবে না, এমন ১২টি কন্টেনারে ওই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য বুধবার সরানো হয়। ভোপাল থেকে বর্জ্যের স্তূপ প্রথমে মধ্যপ্রদেশের সেহর, সেখান থেকে দেওয়াস এবং শেষে কারখানা থেকে ২৩০ কিমি দূরে পিথমপুরের ইনসিনারেটর প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষাক্ত বর্জ্য পিথমপুরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পোড়ানো হবে। এই কাজ শেষ করতে ৩ থেকে ৯ মাস সময় লাগতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

যাবতীয় সুরক্ষাবিধি মেনে স্থানান্তরিত করা হয় ওই বিষাক্ত বর্জ্য। গোটা প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন শতাধিক কর্মী। স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে প্রত্যেককে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য কাজ করতে বলা হয়। গাড়িতে বর্জ্য তোলার সময় আশপাশের প্রায় ২০০ মিটার এলাকায় মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়

স্থানীয় প্রশাসন। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে মোতায়েন করা হয় হাজারখানেক পুলিশকর্মী।

প্রতিটি কন্টেনারে ছিল ৩০ টন বর্জ্য। গাড়িগুলিকে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারে এগোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ১২টি গাড়ির কনভয়ের সঙ্গে রাখা হয়েছিল পুলিশ এবং চিকিৎসকদের গাড়ি, দমকলের গাড়ি এবং অ্যাম্বুল্যান্স।

১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বর গভীর রাতে ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস নিঃসৃত হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় অনেকের। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও অনেকে মারা যান। সব মিলিয়ে সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছিল ৩৭৮৭। কিন্তু বেসরকারি মতে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি। এর প্রভাবে নানা শারীরিক ক্ষতি হয় প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের। তারপর থেকে কারখানাটি বন্ধই পড়ে আছে। আর ৪০ বছর আগের সেই গ্যাস দুর্ঘটনার ফল এখনও ভুগছে ভোপাল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রয়ে গিয়েছে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব।

এর আগে একাধিকবার কারখানা চত্বর থেকে বিষাক্ত বর্জ্য সরানোর নির্দেশ দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। চলতি মাসের শুরুতেই এ জন্য কর্তৃপক্ষকে ভর্ৎসনা করে আদালত। বর্জ্য সাফাইয়ের জন্য চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়।

ছুটোপাটি।। শীতের সকালে গজলডোবায় মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

'এসপির অপদার্থতায় খুন'

তৃণমূল কাউন্সিলারের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : মালদার ইংরেজ বাজারের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি দুলাল সরকার (বাবলা) খুনের ঘটনায় মালদার পুলিশ সুপারকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালেই দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান তৃণমূলের প্রথম দিনের এই নেতা। এরপরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে লেখেন, 'আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং জনপ্রিয় নেতা বাবলা সরকার আজ খুন হয়েছেন।

তৃণমূলের গোড়ার দিন থেকে উনি এবং তাঁর স্ত্রী চৈতালি সরকার দলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বাবলা কাউন্সিলার হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছেন। এই ঘটনার কথা জেনে আমি দুঃখিত এবং হতবাক। অপরাধীদের দ্রুততার সঙ্গে ধরা উচিত।' এরপরই প্রশাসনিক বৈঠকে মালদার পুলিশ সুপারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই পুলিশ সুপারের অপদার্থতার জন্যই বাবলা সরকারের মৃত্যু হয়েছে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে প্রথম থেকেই রণং দেহি মূর্তিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা শুরুর সময়ই তাঁর চোখ, মুখ ছিল থমথমে। বৈঠক শুরুতেই তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'জেলার পুলিশ সুপাররা কী করছেন? কয়েকজন অপদার্থ পুলিশ সুপার আছেন। যাঁরা কাজ করতে পারবেন না, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হোক। ওইরকম লোক রেখে লাভ নেই। মালদার পুলিশ সুপারের অপদার্থতার জন্যই মালদার জনপ্রিয় তৃণমূল কাউন্সিলার বাবলা সরকারকে খুন হতে হয়েছে।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে মালদা যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট দিতেও ফিরহাদকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'এসপির দুটো চোখ। একটা চোখ এইদিকে থাকলে, আরেকটা চোখ অন্যদিকে থাকবে। কিছু সময় পুলিশ চোখ বন্ধ করে থাকছে। এমন এসপি আমার দরকার নেই। যাঁরা কাজ করতে পারছেন, তাঁদের রাখুন।'

> এসপির দুটো চোখ। একটা চোখ এইদিকে থাকলে, আরেকটা চোখ অন্যদিকে থাকবে। কিছু সময় পুলিশ চোখ বন্ধ করে থাকছে। এমন এসপি আমার দরকার নেই। যাঁরা কাজ করতে পারছেন, তাঁদের রাখুন।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন বৈঠকেই রাজীব কুমার জানান, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।

এই শুনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার কাছে সব খবর আসছে। পুলিশের গাফিলতিতেই খুন হতে হয়েছে। তাঁর ওপর আগেও আক্রমণ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেন তাঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হল? কয়েকজন পুলিশের ভূমিকা একেবারেই ভালো নয়। এসপিদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আইসিরা কী করে, আমি জানি।'

ধর্মগুরুর গাড়ির কাচ ভাঙল দুষ্কৃতীরা

ভোরের আলোয় অভিযোগ দায়ের

মিঠুন ভট্টাচার্য ও রামপ্রসাদ মোদক

শিলিগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২ জানুয়ারি : এক ধর্মগুরুর ওপর হামলার অভিযোগ দায়ের হল ভোরের আলো থানায়। বুধবার রাতে ঘোগোমালিতে ভাগবত গীতাপাঠের আসর শেষ করে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামী নামে ওই ব্যক্তি সাহুডাঙ্গির জলডুমুর মোড়ে এক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সে সময় যদিও বাড়িটিতে কেউ ছিলেন না। তাই তিনি ফিরতি পথ ধরেন। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ পাঘালুপাড়া, আদর্শপল্লি, ফাড়াবাড়ি হয়ে আসছিলেন শিলিগুড়ির দিকে। অভিযোগ, সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ আশ্রমের গেট পার হওয়ার পর একটি বাইক তাঁর গাড়ির পিছু নেয়। আদর্শপল্লি বাজার পেরোতেই ফাড়াবাড়ি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। একটি বাইকে চেপে দুজন দুষ্কৃতী ধর্মগুরুর গাড়িতে হামলা চালায়।

হিরণ্ময়ের ব্যাখ্যায়, 'আমরা তিনজন মিলে একটি চারচাকা গাড়িতে আশিঘর মোড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। ঘটনাস্থলের কাছে পেছন থেকে একটি বাইকে চেপে দুজন আমাদের থামানোর চেষ্টা করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারী বস্তু দিয়ে সামনের বাঁদিকের জানলা ভেঙে দেয় ওরা। আমরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করলে ওরা সামনের দিকে পালিয়ে যায়।' কিছুটা এগিয়ে বাইকটি ডানদিকে ঘুরে ঢুকে পড়ে জঙ্গলের রাস্তায়। এরপর ওই ধর্মগুরু নিজের সঙ্গীদের নিয়ে ঘোগোমালিতে চলে আসেন। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের কিছু দীক্ষিতদের নিয়ে আমবাড়িতে ভোরের আলো থানায় যান। অভিযোগ পেতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তকারীদের একটি দল এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কেন এভাবে হামলা চালানো হল, সেটাও জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। পরবর্তীতে নিজের সুরক্ষা চেয়ে হিরণ্ময় আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির দ্বারস্থ হন তিনি।

এদিন দুপুরে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে সেখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি জানতে পেরে সক্রিয় হন বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা। এদিন বিকেলে সংগঠনের কয়েকজন সদস্য ঘোগোমালিতে ওই ধর্মগুরুর সঙ্গে দেখা করতে যান। তারপর তাঁরা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) কার্যালয়ে গিয়ে জমা দেন স্মারকলিপি। বিক্রমাদিত্য মণ্ডল ঘটনার নিন্দা করেন।

বুধবারের রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধর্মগুরুর নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন হিরণ্ময়, 'এর আগেও মালদা, কোচবিহার সহ অনেক জায়গায় আমার ওপর আক্রমণ হয়েছে। তবে এখানকার পুলিশের মতো সহযোগিতা কোথাও পাইনি।'

শুক্রবার সকালে নিরঞ্জননগরে গীতাপাঠের আসরে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। ঘোগোমালিতে যে বাড়িতে তিনি রয়েছেন, এদিন থেকেই সেখানে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গেল, শুক্রবারের অনুষ্ঠানেও পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন।

ভোরের আলো থানা থেকে বেরিয়ে আসছেন হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজ।

হিরণ্ময়ের কথায়, 'সনাতন ধর্মকে জাগ্রত করতে গিয়ে আমি বাংলাদেশের কথা বারবার বলি। হামলার ঘটনার সঙ্গে তার যোগ থাকতে পারে। ভোরের আলো থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ সহযোগিতা করছে। তবে আমি প্রতিমুহূর্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা বোধ করছি। কেন্দ্র সরকারের কাছে অনুরোধ, তারা যেন আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।'

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানালেন, হিরণ্ময় মহারাজের লিখিত অভিযোগ তাঁরা পেয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের ধরার চেষ্টা চলছে।

বাড়িতে আগুন

কিশনগঞ্জ, ২ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জে নতুন বছরের প্রথম দিনই মধ্যরাতে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদ লাগোয়া এক বাড়িতে আগুন লাগে। ঘটনায় গোয়ালের গবাদিপশু ও ঘরে থাকা ধান, চাল ভস্মীভূত হয়। একটি চার চাকার ছোট গাড়িরও ক্ষতি হয়েছে। গৃহস্বামী মহম্মদ আসফাক জানান, রাত দুটো নাগাদ কোনওভাবে ঘরে আগুন লাগে। তখন সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্টসার্কিটের জেরে আগুন লাগে বলে সূত্রের খবর। বৃহস্পতিবার মহকুমা শাসক লতিফুর রহমানের নির্দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দপ্তর ঘটনাস্থলে সরেজমিন তদন্ত করে।

শুটআউট

প্রথম পাতার পর

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বেশ কিছুদিন ধরে নিহত তৃণমূল নেতার গতিবিধি রেইকি করা হচ্ছিল। রীতিমতো রেইকি করেই ভাড়াটে গুন্ডাদের দিয়ে খুন করানো হয়েছে তাঁকে। প্রাণ বাঁচাতে যে দোকানে আশ্রয় নিতে ছুটে গিয়েছিলেন বাবলা, সেই দোকানের কর্মী তথা অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সুজন মণ্ডল বলেন, "দুষ্কৃতীদের প্রত্যেকের হাতে একাধিক করে রিভলভার ছিল। সবার মুখ ছিল কালো কাপড়ে ঢাকা। খুনীদের বয়স ২৫ থেকে ২৬-এর মধ্যে।"

এলাকায় জনপ্রিয় রাজনীতিক ছিলেন বাবলা। দীর্ঘ সময় ধরে ভাইস চেয়ারম্যানের পদও সামলেছেন। শুট আউটের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরজুড়ে জটলা শুরু হয়। কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় অনেককেই। তাঁদের বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী। কারণ এলাকার বহু মানুষের রুটিরুজি নির্ভর করত তাঁর উপরে। মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'নৃশংসতা দেখে মনে হচ্ছে বাবলাবাবুকে দীর্ঘদিন ধরে রেইকি করা হচ্ছিল। কখন তিনি বাড়ি থেকে বের হন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যান, সবই ছিল দুষ্কৃতীদের নখদর্পনে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিকেল ৪ টা নাগাদ কপ্টারে কলকাতা থেকে মালদায় এসে পৌঁছান রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অনুগামীদের ভিড় ক্রমশ বাড়তে তগাকে। সহকর্মী, দলীয় সমর্থক থেকে শুরু করে মেডিকেলে আসেন বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরাও। কিছুক্ষণের মধ্যে মেডিকেলে হাজির হন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারও।

নিহত নেতাকে দেখে বের হতেই ফিরহাদকে ঘিরে প্রশাসনিক স্তরে বদলির আর্জি জানান বহু মানুষ। পরে দুলালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন কলকাতার মেয়র। সন্ধ্যে ৬ টা নাগাদ মেডিকেলে এসে পৌঁছান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর আসার পরেই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শুরু হয়।

অগ্রাধিকার থাকত চা বাগানের পাট্টায়

২০২২ সালের নির্বাচনে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ৯টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনে জয়লাভ করে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। সভাধিপতি পদে নির্বাচিত হন অরুণ ঘোষ। পদ্মের টিকিটে একমাত্র আসনে জয়লাভ করা অজয় ওরাওঁ পান বিরোধী দলনেতার তকমা। কিন্তু অজয় যদি সভাধিপতি হতেন তাহলে তিনি কী কাজ করতেন?

শোনার যদি সিংহাসন

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অফিস পুরসভা এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় গ্রামীণ এলাকার মানুষের যাতায়াতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অজয় সভাধিপতি হলে প্রথমেই তিনি এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তাঁর কথায়, 'অফিসকে গ্রামীণ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দপ্তরের সমস্ত কর্মীকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমস্যা সমাধান করতে বলতাম।'

তাছাড়া রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা নিয়ে যে ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছে সে বিষয়ে তিনি বললেন, 'পথশ্রী প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্পে খারাপ কাজ করার জন্য দায়ী সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করতাম। কারণ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মহকুমা পরিষদের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় রাস্তার কাজ করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে রাস্তাগুলি পুনরায় খানাখন্দে ভরে যায়। এরজন্য দায়ী ঠিকাদার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের কালো তালিকাভুক্ত এবং সাসপেন্ড করতাম।'

পানীয় জলপ্রকল্প, সোলার ড্রিংকিং সিস্টেম, সোলার লাইট এইসব প্রকল্পে প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। যার অধিকাংশ প্রোজেক্ট তৈরির কয়েকমাসের মাথায় অকেজো হয়ে পড়ে। এলাকায় এসব প্রোজেক্ট করা হলেও সাধারণ মানুষ সেই পরিষেবা পান না। এই সমস্ত কাজ সঠিকভাবে করার জন্য দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলতেন বলে জানান অজয়।

অজয় ওরাওঁ।

একনজরে

- ১৯৮৯ সালে ৪টি ব্লক, ৪টি পঞ্চায়েত সমিতি, দুটি বিধানসভা কেন্দ্র এবং ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে পথ চলা শুরু মহকুমা পরিষদের
- ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে মোট জনসংখ্যা ৬,৭৬,৫৭৪ জন
- মোট আয়তন ৮৩৭.৪৫ বর্গকিলোমিটার
- রয়েছে ৪৮টি বড় চা বাগান
- ৭টি থানা রয়েছে

মহকুমা পরিষদ এলাকায় একাধিক বড় বড় নদীতে বালি-পাথরের লিজ দেওয়া হয়। এইসব নদীতে গ্রামের অধিকাংশ পরিবার নির্ভরশীল। ট্রাক্টরে কাজ করে, নদীতে বালি-পাথর তুলেই এসব এলাকার মানুষ জীবিকানির্বাহ করেন। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ থেকে কিছু লিজ হোল্ডার এইসব নদীতে লিজ নিয়ে দেদার বালি-পাথর পাচার করছে বলে অভিযোগ। ফলে এই এলাকার মানুষ এই সম্পদের ওপর তাঁদের সঠিক অধিকার পাচ্ছেন না। আড়াই টাকার জিনিস লিজ হোল্ডারদের থেকে কুড়ি টাকায় কিনতে হচ্ছে। এসব তিনি বন্ধ করতেন। বললেন, 'স্থানীয় মানুষকে নদী থেকে বালি-পাথর তোলার লিজ দিতে সরকারকে বাধ্য করাতাম। ফলে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারাই ভোগ করতেন।'

এছাড়াও বালি-পাথর এমনকি সরকারি জমির হাতবদলে অনেক সময় সরকারি আধিকারিকদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। সে সব সরকারি আধিকারিককে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন বলে জানান অজয়। তাছাড়াও ডিআই ফান্ড জমিগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এসব জমিতে সরকারি প্রকল্প গড়ে তুলতেন বলেও দাবি করলেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা।

চা বাগানে পাট্টা পাওয়া নিয়ে বরাবরই একটা জটিলতা কাজ করে। বিষয়টি নিয়ে অজয়ের বক্তব্য, 'চা বাগানে পাট্টার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতাম।' শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠিকঠাক এবং স্কুলগুলির মেরামতের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর ডিআই, এসআইকে নিয়ে মিটিং করতেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রগ্রেস রিপোর্টও নিতেন।

খোঁজ মেলেনি আকাশের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবারও নিখোঁজ আকাশ দাসের খোঁজ মেলেনি। এদিন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা দিনভর তল্লাশি চালান, নামানো হয় ডুবুরি। তারপরেও আকাশের হদিস মেলেনি। অপরদিকে এই ঘটনায় আকাশ রায়, বিশ্বজিৎ রায়, বিবেক বর্মন নামের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বিবেকের বাড়ি এনজেপি থানা এলাকার সিপাহিপাড়াতে, বাকি দুজন পূর্ব ধনতলার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক ধৃতদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে নিখোঁজ আকাশের সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি কী ঘটেছিল গত বছরের শেষ রাতে? উত্তর খোঁজার চেষ্টায় পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার কিছু পরই ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডের ঢাকাইয়া বস্তি এলাকায় চলে আসেন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। পার্শ্ববর্তী জোড়াপানি নদীতে নেমে শুরু হয় আকাশের খোঁজ। বিষয়টি জানাজানি হতেই নদীর পাশে ভিড় জমে যায় স্থানীয়দের। এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলেই ছিল। পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ আধিকারিকদেরও সেখানে দেখা গিয়েছে।

সেই সময় উপস্থিত জনতার মাঝে একজনকে বলতে শোনা যায়, 'এই নদীর পাড়ে প্রায়ই কমবয়সি ছেলেদের নেশা করতে দেখা যায়। মাঝেমধ্যেই এলাকায় অশান্তি পাকায় অনেকে। তাই বলে কাউকে খুন করে দেওয়া হবে এটা যেন ভাবাই যাচ্ছে না।' বৃদ্ধ সেই ব্যক্তির কথায় সম্মতি জানান উপস্থিত অনেকে।

কিন্তু কেন উঠছে খুনের প্রসঙ্গ? আকাশের মা অনীতার বক্তব্য, 'তিনদিন হতে চলল ছেলে নিখোঁজ। বন্ধুরা ডেকে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়, তারপর থেকে হদিস নেই ছেলের। আমি কিছুই বুঝতে চাই না, শুধু চাই আমার ছেলে ঘরে ফিরে আসুক।'

যদিও তেমন সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল। কারণ, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে আকাশের এক বন্ধুর সঙ্গে ঢাকাইয়া বস্তির কয়েকজন তরুণের ঝামেলা হয়। সেই সময় ওই বন্ধু আকাশ সহ আরও কয়েকজনকে এসে বাড়ি থেকে জোড়াপানি নদী এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে বাইরে থাকা আসা আকাশদের পাঁচজনের ওপর স্থানীয় ২৫-৩০ জনের ঝামেলা চলতে থাকে। ধৃতরা জানিয়েছে, এভাবে অনেকের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে। আকাশদের পাঁচজনের দলটিকে পেটাতে শুরু করে অপরপক্ষ। চার বন্ধু সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দুজন সাঁতার কেটে নদী পার হয়। কিন্তু মারামারিতে আকাশ নিজের পায়ে ব্যাপক আঘাত পায়। বন্ধুরা আকাশকে নদীর পাশে ঝোপের আড়ালে রেখেই চলে যায়। এরপর থেকে আর খোঁজ মেলেনি আকাশের। অনেকের মতে, আকাশকে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হতে পারে। সেই কারণে নদীতে তল্লাশি করা হচ্ছে। পাশাপাশি আকাশের কয়েকজন বন্ধুকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডাকে পুলিশ। আকাশের এক বন্ধুর দাদা সুনীল রায় এদিন দুপুরে থানার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বুধবার ভোর থেকে আমার ভাই সহ আরও তিনজনকে আটক করে রেখেছে পুলিশ। পুলিশ আমাদের কিছুই জানাচ্ছে না।' যদিও আটকের কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে নিখোঁজের বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এখনই এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

ধমক ব্রাত্যকে

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ভরা প্রশাসনিক বৈঠকে সকলের সামনে বিব্রত বোধ করেন ব্রাত্য। সাফাইয়ের সুরে তিনি বলেন, 'আমি পরশু রাতে মুখ্যসচিবের কাছে ওই প্রস্তাব জমা দিয়েছি। আপনি অনুমতি দিলে তবে কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।' একথা শুনে আরও ক্ষিপ্ত হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি পালটা প্রশ্ন করেন, 'তাহলে কাগজে বের হল কী করে? পাবলিক তো জেনেই গেল। যা মেসেজ যাওয়ার চলে গিয়েছে।'

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি যুক্তি দেন, এখনও কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিলেন। অনুমোদন না পাওয়ায় সিমেস্টার চালুর প্রশ্ন ওঠে না।

মা-ছেলের মৃত্যুতে

প্রথম পাতার পর

নিউ ইয়ারের ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল সে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, সুজিত কাজের সূত্রে বাইরে থাকায় তিথি তেজেল, তেজস ও তন্ময়কে নিয়ে পার্টির আয়োজন করেছিলেন।

সুজিতের সংস্থার কর্মী জ্যোতিষ ঘোষ মাঝেমধ্যে ওই বাড়িতে যাতায়াত করেন। তিনি বলছিলেন, 'বুধবার সারাদিনই বাইরে ছিল তিথিরা। রাতে বাইরে থেকে খাবার এনেই বাড়িতে ফিরেছিল। একসঙ্গে ওরা খাওয়াদাওয়াও করল। তারপর যে কী হল, কে জানে!'

তেজেলের চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিলেন তন্ময়ই। তাঁর কথায়, 'বোন ডাকাডাকির পর ওদের ঘরে যেতেই দেখি, ভাই আর সাড়া দিচ্ছে না। শৌচালয়ে মাসি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। এরপর পুলিশ ও আশপাশের মানুষজনকে ডেকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতেই চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

কিন্তু পুলিশের ধোঁয়ার তত্ত্ব কতটা যুক্তিযুক্ত? চিকিৎসক শঙ্খ সেন মনে করছেন, 'বদ্ধ ঘরে চারকোল বা এই জাতীয় কিছু জ্বালানো হলে কার্বণ মনোঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। যা ঘরের বাতাস বিষাক্ত করে দেয়। কিছু বোঝাও যায় না।'

তন্ময় অবশ্য বলছেন, 'পুলিশই তদন্ত করে বুঝবে, আসল ঘটনা কী হল।'

নির্দেশ প্রত্যাহার

কিশনগঞ্জ, ২ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ জেলার বেসরকারি স্কুলগুলিতে উর্দু পড়ানো আবশ্যক- এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলার শিক্ষা আধিকারিক মহম্মদ নাসির হোসেন। সেই নির্দেশে বিতর্ক তৈরি হয়। চাপে পড়ে বুধবার সন্ধ্যায় তিনি ওই নির্দেশ প্রত্যাহার করেছেন।

রিপোর্ট তলব

প্রথম পাতার পর

প্রাথমিকের সমস্ত বিষয়ের বই আদৌ গোডাউনে নিয়ে আসা হয়নি। বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হতে থাকতে পারে। তাঁদের আইনজীবী কার্তিককুমার রায় ও দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার আদালতে জানান, এখনও পর্যন্ত প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা যায়নি। এই ঘটনা এক-দুজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এর নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে।

রাজ্যের আইনজীবী পালটা দাবি করেন, অভিযুক্ত দুজনের বিরুদ্ধে গত বছরের ৩০ নভেম্বর চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। পুলিশ যথাযথ তদন্ত করছে। প্রধান বিচারপতি এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'এটা সাইকেল চুরির মতো ঘটনা নয়। এতগুলি বই কীভাবে উধাও হতে পারে?' তারপর বিচারপতি রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেন।

ন্যায্যমূল্যের

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালগুলিতে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি হয়। সমস্ত জেনেরিক ওষুধ ৫০-৮৫ শতাংশ ছাড়ে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি জেনেরিক ওষুধের পাতার দাম নামি কোম্পানির ওষুধের দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

অ্যামক্সিসিলিন পটাশিয়াম কম্পোজিশনের ক্ল্যাভপার্ক-এলবি'র (৬২৫) ছয়টি ক্যাপসুলের পাতার দাম ন্যায্যমূল্যের দোকানে ৩২৫ টাকা। অথচ খোলাবাজারে অ্যালকেম কোম্পানির তৈরি ক্ল্যাভাম-৬২৫ ১০টি ক্যাপসুলের পাতার বিক্রয়মূল্য (এমআরপি) ২০৪ টাকা। সাধারণ গ্যাসের ওষুধ সিপলার প্যানটোস ডিএসআর ১৫টি ক্যাপসুলের পাতার দাম ১৩৭ টাকা, প্যান-৪০ ১৫টি ক্যাপসুল ১৭০ টাকায়।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে সাধারণ গ্যাসের ওষুধ প্যানটোটেক-৪০ ১৫টি ক্যাপসুলের পাতার দাম ২৮৫ টাকা! এমনভাবেই কাশি, সর্দি, গ্যাসের বিভিন্ন ওষুধের দামে ন্যায্যমূল্যের দোকানের সঙ্গে খোলাবাজারের দামে আকাশপাতাল ফারাক লক্ষ করা গিয়েছে।

এদিকে মেডিকেলের ফার্মাসিতে কোনও ওষুধের অভাব নেই বলে প্রচার চলে। অথচ বাস্তব ছবিটা কিন্তু ভিন্ন কথাই বলছে। প্রায় সমস্ত রোগী ফার্মাসি থেকে ওষুধ না পেয়ে বাইরে থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, বা বলা ভালো বাধ্য করা হচ্ছে। আর যাঁরা ন্যায্যমূল্যের দোকানে যাচ্ছেন তাঁদেরকে ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি ইসলামপুর থেকে চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে এসেছিলেন সোনারু খাতুন। তিনি বললেন, 'ওষুধের কোথায় কত কী ছাড় দিচ্ছে ওসব তো আমরা বুঝি না। ফার্মাসি থেকে বলল কোনও ওষুধ হবে না। সব বাইরে থেকে কিনে নিন। তাই ন্যায্যমূল্য থেকে ওষুধ কিনলাম। সরকার বিনামূল্যে ওষুধ দিলে ভালো হত।'

গঙ্গারামপুর থেকে আসা ইলিয়াস সোরেন ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে ওষুধ কিনে বের হওয়ার সময় বলেন, 'বিনা পয়সায় ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে আমাদের এই দোকানে পাঠাচ্ছে। জ্বর, সর্দির ওষুধ ছাড়া ফার্মাসি থেকে কোনও ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। এখানেও ওষুধের দাম যথেষ্ট। কতটা ছাড় দেওয়া হচ্ছে সেটাও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। নিরুপায় হয়ে এখান থেকে ওষুধ কিনতে হচ্ছে।'

সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই ভাঁওতাবাজি কবে বন্ধ হবে? আপাতত উত্তর নেই কারও কাছে। এখন দেখার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করেন।

গরিবের কষ্ট চাপা পড়ে গুলির

প্রথম পাতার পর

কলকাতার অনেক পাড়ার ভিতরে রিকশাস্ট্যান্ডে মোটরাইজড রিকশা হয়ে গিয়েছে অনেক। চালকেরও কষ্ট অনেক কম, সওয়ারিরও সময় বাঁচে অনেক। টোটোর সঙ্গে সমানে সমানে মস্তানিতে পাল্লা দিচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। উত্তরবঙ্গে সেই রিকশা এখনও দেখা গিয়েছে কম। অনেক দাম বেশি-- অত টাকা কার?

রিকশাচালকদের যন্ত্রণার পাশাপাশি উঠে আসতে বাধ্য অন্য পৃথিবীর কথা। সেই রঙের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের পৃথিবীর যোগাযোগ অত্যন্ত কম। দুই প্রান্তে দুই ভিন্ন দুনিয়া।

যে আলোর মাঝে দাঁড়িয়েছিল সেই ভীতসন্ত্রস্ত হতাশ রিকশাচালক, সেই আলো মালদা কার্নিভালের। উৎসবে তখন ভেসে যাচ্ছে রাজপথ। এ শহরে আবার অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার। এই কার্নিভাল হয় ইংলিশবাজার পুরসভার তরফে। আর একটি কার্নিভাল হয় আবার শহরের অন্য প্রান্তে, স্টেশনের কাছে। যার উদ্যোক্তা কাউন্সিলার সদ্য নিহত বাবলা সরকার। এটা কীভাবে সম্ভব, কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা দুটো কার্নিভাল চালানোর ব্যাপারে এতদিনেও হস্তক্ষেপ করেননি, দুটোই বড় রহস্য। কার্নিভাল শেষে আলোহীন বিশাল গেট থেকে যায় পথে। চারশো বিশ মোড়ের বড় গেটে ঝুলতে থাকে বাবলার হাসিমুখ। একদিন আগেও যিনি ছিলেন মঞ্চের নায়ক।

এসব কার্নিভাল আসলে দুর্নীতির বসতবাড়ি। শিল্পী সমাবেশ দেখেই বোঝা যায়, বাজেট কেমন আকাশছোঁয়া। এত টাকা কে দেন, এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ অজানা থেকে যায়। গতবছর শুনেছিলাম, চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, পুরসভার শুভানুধ্যায়ীরা অর্থ দিচ্ছেন। এই শুভানুধ্যায়ীরা কারা, তা বুঝতেই পারবেন বুদ্ধিমান লোকেরা। গতবার বিজেপির দুই কাউন্সিলার সংবর্ধনা নিয়েছিলেন মঞ্চে। এমন স্থানীয় সেটিং তত্ত্ব লুকমান শেখদেরও বুঝতে সমস্যা হয় না, লোকনাথ সাহাদেরও হয় না। বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এ শহরে বহুদিন বেপাত্তা। তাঁরও কোনও মাথাব্যথা নেই।

একবছর আগে, এই কলামেই বর্ষশেষের লেখার শিরোনাম ছিল, দুর্নীতির শৃঙ্গে কার্নিভাল আসলে ব্যবসা। মালদা শহরে দুটো কার্নিভাল হয়, কাজেই মহানন্দার ওপারে ৫০০ মিটার দূরে ওল্ড মালদায় আর একটা কার্নিভাল নাকি বাধ্যতামূলক। এবার সেখানে টাকা তোলা নিয়ে প্রকাশ্যেই ঝামেলা চলল চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানের।

কোটি টাকার অনুষ্ঠান যেখানে জড়িয়ে, সেখানে লুম্পেনদের আবির্ভাব তো হবেই। বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশ্য পথে কাউন্সিলার বাবলার গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। রাজ্যে অনেক কাউন্সিলারই বাবলার মতো নানারকম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাউন্সিলার। কেন এমন হবে, প্রশ্ন থাকছে।

মালদাতেই বাবলার মতো অনেক স্বামী-স্ত্রী জুটি পদে রয়েছে। মালদা কি তা হলে আবার ব্যারাকপুর বা আসানসোলের মতো গুন্ডারাজের শিল্পাঞ্চল হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিল নতুন বছরে? কুলদীপ মিশ্র থেকে বিশ্বনাথ গুহকে পথেই মারার ইতিহাস মালদার লজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। লুকমান বা লোকনাথদের মতো দিন আনি দিন খাই-এর মুখগুলোর জ্বালা-যন্ত্রণা বোঝার লোক তা হলে আরও কমে যাবে দিন-দিন। উৎসবের রাতে হতভাগ্য গরিবের সব দুঃখ চাপা পড়ে থাকবে কার্নিভালের আলোয়, গুলির শব্দে।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

মেয়েদের ভরসা বাহুবলে

ঘরকন্নায় মেয়েদের বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়িতে আটপৌরে জীবন কাটানোর চেনা ছক পালটাচ্ছে। লক্ষ্মী মেয়েদের পেশা মানেই যে স্কুলের দিদিমণি এমন ধারণাতেও ধাক্কা লাগছে। তাই স্রোতের বিপরীতে গিয়েই বাউন্সারের পেশা বেছে নিয়েছেন রাইমা ভট্টাচার্য, সুনীতি ছেত্রীরা। আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : বাবলি বাউন্সারকে মনে আছে? কিংবা তামান্না ভাটিয়াকে। হরিয়ানার গ্রামের মেয়ে কীভাবে দিল্লির মতো শহরে স্রেফ বাহুবলে বাউন্সারের পেশায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এটা সিনেমার গল্প। তবে বাস্তব আর সিনেমা তো এক নয়। তবে দিন পালটাচ্ছে।

আর পাঁচটি মেয়ে যখন শিক্ষিকা, চিকিৎসক, নাচ, গানের জগতে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে চাইছে সেই সময় রাইমা, সুনীতিরা বেছে নিয়েছেন এই ব্যতিক্রমী পেশা। রাতে পাবে, বারে মেয়েদের সুরক্ষা দেওয়া, কিংবা কোনও ইভেন্টে সুরক্ষা দিতেই তাঁদের কাজ এখন বাউন্সারের। অনেক সময় কটূক্তি, কোনও সময় সামাজিক সমালোচনাকে দূরে সরিয়ে এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন অনেকেই। দিন-দিন এই পেশায় মহিলাদের সংখ্যাও বাড়ছে বলে জানাচ্ছেন শহরের বাউন্সারদের সংগঠন থেকে শুরু করে পাব, রেস্তোরাঁর মালিকরা।

একটা সময় ছিল, এই পেশা সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না অনেকেই। এই পেশায় মহিলাদের সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা। তবে বর্তমানে শহরের প্রায় প্রতিটি পাব, রেস্তোরাঁয় মহিলা বাউন্সার আছেন। বিভিন্ন ইভেন্টে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পুরুষদের পাশাপাশি সমানভাবে মহিলা বাউন্সাররাও থাকেন।

আগ্রহ বাড়ছে

- শিলিগুড়িতে বাউন্সারের কাজ করছেন রাইমা সহ অনেক মেয়ে
- এই কাজ করায় আগে অনেকে তাঁদের দিকে বিরূপ চোখে তাকাতেন
- এখন শহরে একটি সংগঠনে ১০-১২ জন মহিলা বাউন্সার কাজ করেন
- কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই সংখ্যাটা দু'তিনজনের বেশি ছিল না

কথা হচ্ছিল প্রধাননগরের বাসিন্দা রাইমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত তিনি। বাড়িতে স্বামী ও দুই মেয়েকে সামলে দিব্যি এই কাজ করে যাচ্ছেন। আর এ কাজে পারিবারিক সহযোগিতাও পান বলে জানালেন। রাইমার কথায়, 'কাজের দরকার ছিল। তখনই এই কাজের খোঁজ আসে। প্রথমে একটু সংশয় ছিল। তবে এখন বেশ আনন্দের সঙ্গেই এই কাজ করছি। আমাদের এই পেশায় নতুন অনেক মেয়েই এসেছে।'

কখনও কোনও খারাপ অভিজ্ঞতার স্বীকার হতে হয়েছে? এই প্রসঙ্গে খানিকটা হেসেই বললেন, 'এখন আর কেউ কিছু বললেও খুব একটা গায়ে মাখি না। একটা সময় ছিল যখন খুব খারাপ লাগত।' ঠিক একই কথা বলছিলেন মনীষা ছেত্রী। সেবক রোডের একটি পাবে বাউন্সার হিসেবে কর্মরতা মনীষার কথায়, 'গত দুই বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। বাড়িতে প্রথমে একটু আপত্তি ছিল। তাঁদের বোঝানোর পর আর সমস্যা হয়নি।' যদিও বাড়ির অমতেই এই কাজ করছেন বলে জানান সুনীতি ছেত্রী। তাঁর কথায়, 'পার্ট-টাইম কোনও কাজ খুঁজছিলাম। তাই এই পেশায় আসা। এখন বেশ ভালোই লাগে। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি। অনেকেই এই কাজকে নিয়ে কটূক্তি করেন। তবে সবটাই ভুল ধারণা।'

শিলিগুড়ির একটি বাউন্সার সংগঠনের তরফে হিমাদ্রি ভৌমিক বলেন, 'আমাদের সঙ্গে প্রায় ১০ থেকে ১২ জন মহিলা বাউন্সার কাজ করেন। তিন বছর আগে পর্যন্তও এই সংখ্যাটা ২ থেকে ৩ ছিল। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এই পেশার প্রতি মেয়েদের আগ্রহ বাড়ছে।' কিছুটা ব্যতিক্রমী এই পেশার প্রতি ঝোঁক বাড়ছে শহরের মেয়েদের। অনেকেই পার্ট-টাইম আবার কেউ ফুলটাইম হিসেবেও এই কাজকে বেছে নিচ্ছেন।

পানীয় জল, অবৈধ নির্মাণ নিয়ে খোঁচা

বিরোধী-বাণে বিদ্ধ পুরনিগম

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের সমস্যা থেকে শুরু করে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বিরোধী-বাণে বিদ্ধ হল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী সিপিএম কাউন্সিলারদের একের পর এক অভিযোগের মুখে পড়ে শাসকদলের নেতারা পালটা টেনে আনলেন ৩৪ বছরের বাম রাজত্বের কথা, যা নিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ডসভা।

এদিন বোর্ডসভায় সিপিএম কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকার পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'যখন ইনটেক ওয়েল পরিষ্কার করার কাজ করা হল, তখন কেন পরিশোধন কেন্দ্রের পলি পরিষ্কার করা গেল না? তাহলে তো আর এইভাবে মানুষকে ভুগতে হত না।'

২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের করা এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পরিষদের সদস্য দুলাল দত্ত সেই বাম আমলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। দুলালের কথায়, 'বাম আমলে পানীয় জলের বিকল্প প্রকল্প নিয়ে কিছু ভাবাই হয়নি। ফলে পলি জমে জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। সেই কারণে আমরা মানুষের কাছে নোটিশ দিয়ে জল বন্ধের কথা জানিয়েছি। কারণ দীর্ঘদিন বামেরা ক্ষমতায় থাকলেও কখনও বিকল্প ইনটেক ওয়েল, কিংবা জল পরিশোধন কেন্দ্রের পরিষ্কারের বিষয়ে চিন্তাভাবনাই করেনি।'

দুলালের কথা শুনেই রেগে যান সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলাম, দীপ্ত কর্মকাররা। তাঁরা একসুরে প্রতিবাদ জানান। নুরুল বলতে থাকেন, 'আপনাদের কিছু বললেই ৩৪ বছরের গল্প শোনান। কিন্তু কীভাবে সমস্যার সমাধান করা হবে সেই বিষয়ে কিছু জানান না। ফলে আমরা একটা সময় মনেই করতে পারি না যে কী প্রশ্ন আমরা করেছিলাম।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে বোর্ডসভা চলছে। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস

> যখন ইনটেক ওয়েল পরিষ্কার করার কাজ করা হল, তখন কেন পরিশোধন কেন্দ্রের পলি পরিষ্কার করা গেল না? তাহলে তো আর এইভাবে মানুষকে ভুগতে হত না।
>
> **-দীপ্ত কর্মকার**
> সিপিএম কাউন্সিলার

এদিনের বোর্ডসভায় বেআইনি নির্মাণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নুরুল। বিশেষ করে হিলকার্ট রোডের একটি ওষুধের দোকানের পিছনে কীভাবে নির্মাণকাজ হচ্ছে তা জানতে চান পুরনিগমের বাম পরিষদীয় দলনেতা। পাশাপাশি নুরুল বলেন, 'আমাদের সময় শিলিগুড়ি থানার পাশে একটি বহুতল নির্মাণের কথা উঠেছিল। কিন্তু তা করা হবে না বলে ঠিক হয়েছিল। এখন তা কীভাবে হচ্ছে? বারবার আমরা জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাইনি।'

সংযোজিত এলাকার ওয়ার্ডগুলিতেও বেশ কিছু বেআইনি নির্মাণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। তার উত্তর দিতে গিয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার তাঁদের শাসনকালে কত বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে তার পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, 'বেআইনি নির্মাণকাজ আমরা কোনওভাবেই বরদাস্ত করব না।'

শহরে শুরু গ্রিন পেট্রলিং

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : ৩১ ডিসেম্বর প্রতিটি থানায় পাঁচটি করে ই-সাইকেল পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। কমিশনারেটের তরফে জানানো হয়েছিল, নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই মূলত নারী নিরাপত্তার বিষয়টা মাথায় রেখে মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে গ্রিন পেট্রলিং শুরু হবে। সেই অনুযায়ী জানুয়ারির ১ তারিখ সন্ধ্যায় মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে টহলদারি হয়। বৃহস্পতিবার ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারীর নেতৃত্বে গ্রিন পেট্রলিং শুরু হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলা পুলিশকর্মীরা পথচলতি মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিটি থানা থেকেই নিয়মিত এই গ্রিন পেট্রলিং চলবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম রাম্ভী দেবী (২২)। ওই তরুণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। বুধবার রাতে ওই বাড়ির মালিক ঘরের মধ্যে ওই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। এরপর ভক্তিনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তরুণীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ অবশ্য ওই তরুণীর স্বামীর দেখা পায়নি। এদিকে, ওই তরুণীর শরীরে একাধিক দাগও নজরে আসায় এই মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে।

মোবাইল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : বুধবার মায়াংকা তামাং নামের সিকিমের এক তরুণী তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সেবক রোডের একটি শপিং মলে যান। সেখানে তাঁর মোবাইলটি খোয়া যায় বলে অভিযোগ। ভক্তিনগর থানায় মিসিং ডায়েরি করেন তিনি। তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর ওই শপিং মল চত্বর থেকেই মোবাইলটি উদ্ধার করে। এদিন মায়াংকার হাতে ওই মোবাইল ফোন তুলে দেন ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী।

পাড়ায় পাড়ায়

শিলিগুড়ি

সমস্যায় নাজেহাল ৫ নম্বর ওয়ার্ড

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়, তবুও শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষী রোড এলাকার বেহাল ছবিটা বদলায় না। গঙ্গানগরে একাধিক মন্দির রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে পুণ্যার্থীরা আসা-যাওয়া করেন। এদিকে, রাস্তার পিচের প্রলেপ উঠে গিয়েছে বহুদিন হল। শুধু বেহাল পথ নয়, এলাকার নিকাশি ব্যবস্থাও ঠিক নেই। ফলে নোংরা জল উপচে রাস্তায় এসে জমে থাকে। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তিতিবিরক্ত স্থানীয় বাসিন্দারা। কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো অবশ্য বলছেন, 'খুব তাড়াতাড়ি নিকাশি ব্যবস্থা ও রাস্তার সংস্কার হবে।'

কাউন্সিলারের আশ্বাসে অবশ্য আশ্বস্ত হতে পারছেন না স্থানীয়দের একাংশ। ক্ষোভ উগরে দিলেন মানস মাহাতো। তাঁর কথায়, 'বহুদিন আগে থেকে দুর্ভোগ চলছে। সংস্কারের কোনওরকম উদ্যোগ নেই।' মন্দিরে খালি পায়ে যেতে ব্যথা লাগে, পাথরের টুকরোতে কেটে যায় পা, জানালেন এলাকাবাসী মাধবী রায়। তাঁর কথায়, 'সারা পথের এবড়োখেবড়ো দশা। চলাচলে ভীষণ অসুবিধে হয়।' নর্দমার কোনও অংশ আবর্জনায় অবরুদ্ধ, আবার কোথাও জল বেরোনোর পথ বের করা নেই। এলাকার বাসিন্দা ব্রিজেশ দাসের বক্তব্য, 'বসতি গড়ে উঠেছে বহু বছর আগে। তবুও এখনও ন্যূনতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত আমরা।'

ইসলামপুরে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নালার বেহাল দশা।

ইসলামপুর

অবরুদ্ধ বড় নর্দমা, বিপাকে ব্যবসায়ীরা

ইসলামপুর, ২ জানুয়ারি : ইসলামপুর পুর টার্মিনাসের উলটোদিকে রাজ্য সড়কে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি চরমে। কারণ বড় পাকা নালার আবর্জনা। দুর্গন্ধে কার্যত টেকা দায়। ব্যবসায়ীরা ক্ষোভের সুরে বলেছেন, 'নর্দমা পরিষ্কার করা নিয়ে কাউন্সিলার ও পুরসভাকে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি।'

টার্মিনাসের উলটোদিকে নালার পাশে ওষুধ সহ বিভিন্ন ধরনের দোকান রয়েছে। এমনকি নালার পাশেই খাবারের দোকান পর্যন্ত রয়েছে। ফলে ড্রেনের আবর্জনা থেকে যে কোনও সময় খাবারের দোকানেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে। ওষুধ ব্যবসায়ী রতন পালের প্রতিক্রিয়া, 'নালায় স্ল্যাব না থাকায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যেমন থাকছে, তেমনি নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল আকার নিয়েছে। ক্রেতারাও দোকানে এলে দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের হাল ভাবুন।' মুদিখানার দোকানদার বিধান সিংহ বলেছেন, 'মাঝে মাঝে ড্রেনের দুর্গন্ধে আমাদের ব্যবসা করতে কষ্ট হয়। নিয়মিত সাফাই হলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।'

এই এলাকাটি ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিজেপির নিবেদিতা সাহার কথায়, 'নর্দমার বিষয়টি পুর বোর্ড সরাসরি দেখে। আমি খোঁজ নিয়ে উদ্যোগ নিতে পুর বোর্ডকে বলব।'

তথ্য : পারমিতা রায় ও অরুণ ঝা।

জংশনের মুখ ঢাকছে আবর্জনায়

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : জঞ্জালে ঢাকা পড়েছে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন চত্বর। অভিযোগ, হুঁশ নেই রেলকর্তাদের।

এনজেপি স্টেশনের পরেই শহরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হল জংশন। তা সত্ত্বেও এখানে জমে থাকা আবর্জনা সাফ করা হয় না। কেন্দ্র সরকারের পক্ষে স্বচ্ছ ভারত, সুস্থ ভারতের কথা বলা হয়। তবে জংশন স্টেশনের হাল দেখে সেসবের কিছুই টের পাওয়া যায় না। প্ল্যাটফর্ম থেকে রেললাইন, সর্বত্রই শুধুই জঞ্জাল। কাগজের খালি প্যাকেট, চিপস, ঠান্ডা পানীয়ের টেট্রা প্যাক থেকে শুরু করে কলার খোসা, খালি জলের বোতল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সর্বত্র। কোথাও সেসব ডাঁই হয়ে রয়েছে। ভ্যাটও ভর্তি হয়ে উপচে পড়ছে আবর্জনা। স্টেশনে ঢুকতেও একই দৃশ্য। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক পতাকায় ঢেকেছে স্টেশন। স্টেশনে ঢুকছেন নাকি কোনও রাজনৈতিক কার্যালয়ে, ধরতে পারবেন না।

প্রতিদিন প্রায় হাজারেরও বেশি যাত্রী এই স্টেশন ব্যবহার করেন। জংশন স্টেশন ব্যবহার করে নিত্য যাতায়াত করেন শহরের বাসব দত্ত। তিনি বললেন, 'বহুদিন ধরেই দেখছি জঞ্জাল সাফাই হচ্ছে না। সর্বত্র আবর্জনা জমে রয়েছে। আমার প্রাণের শহর শিলিগুড়ি। আর শহরের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের এই অবস্থা কল্পনাও করা যায় না।'

আরও এক রেলযাত্রী সুপর্ণা রায় বললেন, 'সরকার বলছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে টাকা খরচ করে প্রচার হচ্ছে। কিন্তু শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে এসে সেটা বোঝাই যাচ্ছে না। অস্বচ্ছ ভারতের উদাহরণ হয়ে উঠেছে এই স্টেশন।'

স্টেশনে ঢোকার মুখেই টয়ট্রেনের একটি ইঞ্জিন বসানো হয়েছে। সেই ইঞ্জিনকে ঘিরে রেলিংয়ে ডাঁই করে রাখা আবর্জনা, জামাকাপড়ের স্তূপ। এ তো দৃশ্য দূষণ, বলছেন যাত্রীরা। এক রেলযাত্রী বিজন সিং তো বলেই বসেন, 'একদিকে স্টেশনের উন্নয়ন হচ্ছে ঠিকই তবে স্টেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কর্তৃপক্ষের কোনও নজর নেই।'

শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের জিআরপি'র আইসি অনুপ ঘোষের কথায়, 'এইভাবে স্টেশন অপরিষ্কার করা ঠিক নয়। স্টেশন পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করব। বিষয়টি নিয়ে আরপিএফ এবং স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা বলব।'

পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : ডাবগ্রামে সোনার গয়না ছিনতাইয়ের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রানা রায়কে নিজেদের হেপাজতে নিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। অক্টোবরে শিলিগুড়িতে একাধিক ব্যাগ ও সোনার গয়না ছিনতাইয়ের ঘটনার তদন্তে নেমে প্রধাননগর থানার পুলিশ রানা সহ তার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও এরপর প্রধাননগর থানা থেকে পালানো শুরু করে সংশোধানাগারে ঢোকার পরেই হাত কাটা, রানাকে নিয়ে কম কাণ্ড হয়নি। এরইমধ্যে ডাবগ্রামে ছিনতাইয়ের ঘটনার সঙ্গেও রানার জড়িত থাকার বিষয়টা জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে ওই সোনা উদ্ধারের জন্য বৃহস্পতিবার রানাকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে আবেদন করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

পার্ককে চিঠি

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : জয়রাইডে উঠে কিশোরীর চুল ছিঁড়ে চামড়া বেরিয়ে আসার ঘটনায় অ্যামিউজমেন্ট পার্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনার সময় নিরাপত্তারক্ষী কে ছিলেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, এসব কিছুর ব্যাপারে তথ্য চাওয়া হয়েছে ওই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক কর্তৃপক্ষের থেকে।

তরুণীর বুদ্ধিতে ধৃত প্রেমিক

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে কাজের সূত্রে পরিচয়। এরপর ধীরে ধীরে মনে মনে ভালোবেসে ফেলা। শেষমেশ প্রেম নিবেদন। তবে সেই প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করার পরে যে একটা মানুষ এতটা পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেটা অবশ্য হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মাটিগাড়া থানা এলাকার ওই তরুণী। প্রেমিক মুহুরির কাছ থেকে নিস্তার পেতে আদালত চত্বরে স্ট্যাম্প ভেন্ডারের কাজ ছেড়ে দিয়ে ওই তরুণী মাটিগাড়া এলাকারই একটি সোনার দোকানে কাজ নেন। প্রেমিক সেখানেও চলে যায় পিছু পিছু। ওই সোনার দোকানে মাল্টুলি স্কিমের বই বানিয়ে নেয়। সেখানে আবার ওই তরুণীর বান্ধবীর সঙ্গে পরিচিতি বাড়ায়। কিন্তু তরুণী তাঁর বান্ধবীকে নিষেধ করেন ওই তরুণের সঙ্গে কথা বলতে। এতেই অগ্নিশর্মা হয় প্রেমিক। অভিযোগ, ওই তরুণীর নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অশ্লীল কথাবার্তা বিভিন্ন জায়গায় কমেন্ট করতে থাকে ওই তরুণ। তবে ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তরুণী বলেন, 'বিষয়টি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে থানায় অভিযোগ করি।' থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই ফেরার হয়ে যায় ওই তরুণ। বুধবার রাতে হুমকি দিতে ফের তরুণীর বাড়ির সামনে হাজির হয় ওই প্রেমিক। সুযোগ বুঝে ফোন চলে যায় মাটিগাড়া থানায়। এরপর পুলিশ গিয়ে মহম্মদ মুক্তার আলম নামের ওই তরুণকে হাতেনাতে পাকড়াও করে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরেই যাবতীয় কীর্তি করে বসেছে ওই তরুণ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির

ইসলামপুর, ২ জানুয়ারি : তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ইসলামপুরে রক্ত সংকট মোকাবিলায় শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। বাস টার্মিনাসের অতিথিনিবাসে আয়োজিত এই শিবিরে মোট ১৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি নাট্যমেলা শুরু হয়েছে। শুক্রবারের নাটক নয়ে নাটুয়ার প্রযোজনা 'দুসরা'। নাটক রতনকুমার দাসের, অভিনয় ও নির্দেশনায় রয়েছেন গৌতম হালদার।

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে?
ভুল বাক্যগঠন, ভুল ব্যাকরণ পীড়া দেয়?
তাহলে হয়তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
Walk-in Interview
প্রুফরিডার চাই
প্রুফরিডার চাইছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও অসুবিধা নেই যদি থাকে ভাষা এবং বানান জ্ঞান আর নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস।
যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।
যোগ্য প্রার্থীরা ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ (রবিবার) বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে সিভি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য নীচের ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে পারেন
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

স্কুলের

টিফিনবাক্সে

সুষম খাবার

দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে শরীর নিয়ে উদাসীন হয়ে পড়ছি আমরা। সময় বাঁচাতে, খাটুনি কমাতে বাচ্চাদের মুখে তুলে দিচ্ছি ফাস্ট ফুড, প্যাকেটজাত খাবার, রেডি টু ইট ফুড ইত্যাদি। অজান্তে বা আমল না দিয়ে কত বড় ক্ষতি করছেন, তার হিসেব রাখছেন কি।

দেবাঞ্জলি ঘোড়ই
পুষ্টিবিদ, নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল

কোনও এক শীতের সকালে পরিচিতর সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁর ছেলের জন্মদিনের কেক কিনতে। এক বিখ্যাত বেকারি সংস্থার আউটলেটে। তখন সকাল সাড়ে দশটা। দেখলাম, ইউনিফর্ম পরা এক খুদের হাত ধরে এলেন তার অভিভাবক। ছেলের বায়না মেনে কিনে দিলেন চিকেন হটডগ আর চিজ পেস্ট্রি। সেগুলো মাইক্রোওয়েভে গরম করার পর ঢোকানো হল টিফিন বক্সে। বুঝলাম, সেটাই খুদের দুপুরের আহার। একজন নয়, পরপর চার থেকে পাঁচটি বাচ্চার টিফিন বক্সে ওই ধরনের খাবার ঢোকাতে দেখে ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল।

দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে শরীর নিয়ে উদাসীন হয়ে পড়ছি আমরা। সময় বাঁচাতে, খাটুনি কমাতে বাচ্চাদের মুখে তুলে দিচ্ছি ফাস্ট ফুড, প্যাকেটজাত খাবার, রেডি টু ইট ফুড ইত্যাদি। সে স্কুলের টিফিন হোক বা সন্ধ্যার খাবার। শহর ও শহর লাগোয়া এলাকায় যখন এই ছবি, পিছিয়ে নেই গ্রামাঞ্চল। সেখানে নানারকমের ভাজাভুজি, মুখরোচক খাবার, মিষ্টির দোকান থেকে শিঙাড়া-কচুরি চলছে হরদম। মাঝেমধ্যে স্বাদ বদলের প্রয়োজন রয়েছে নিশ্চয়ই। তবে সেটা যেন বদ অভ্যেসে পরিণত না হয়।

অজান্তে বা আমল না দিয়ে কত বড় ক্ষতি করছেন, তার হিসেব রাখছেন কি। ডায়াবিটিস (মধুমেহ), হাই ব্লাড প্রেশার (উচ্চরক্তচাপ), ওবেসিটি (স্থূলত্ব), কার্ডিয়াক ইস্যু (হৃদযন্ত্রের সমস্যা), দাঁতের ক্ষতি, হজম প্রক্রিয়ায় অসুবিধে, ভিটামিনের অভাব ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধির বিকাশেও সমস্যা দেখা দেয়।

সুগার, প্রসেসড কার্বোহাইড্রেটস, স্যাচুরেটেড ফ্যাটের আধিক্য খাবারের গুণাগুণ কমিয়ে দেয়। এ ধরনের খাদ্য গ্রহণে কিডনি, লিভার, চুল, ত্বকেরও মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। নানাধরনের রোগ বাসা বাঁধছে। ফাস্ট ফুডে আজিনোমোতোর অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার বিপদ ডেকে আনে। প্রভাব পড়ে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। বিষণ্ণতা, বদমেজাজ, অনিয়ন্ত্রিত রাগ, প্যানিক অ্যাটাক, স্নায়ুজনিত সমস্যার সম্ভাবনা বাড়ে।

বর্তমান প্রজন্ম ও তাদের সুস্থ ভবিষ্যতের স্বার্থে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনা জরুরি। স্বাস্থ্যে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বাড়িতে তৈরি সহজপাচ্য খাবারের বিকল্প হয় না। শাকসবজি, মরশুমি ফল, রুটি-তরকারি, গোলা রুটি, ডিম সেদ্ধ, ঘরে তৈরি স্যান্ডউইচ, পাউরুটি টোস্ট দেওয়া যেতে পারে। সেদ্ধ ছোলা, ড্রাই ফ্রুটস দিতে পারেন টিফিন হিসেবে।

বাড়িতে বানাতে পারেন চিঁড়ের পোলাও, সুজির হালুয়া, উপমা, রুটিরোল (ভেতরে সবজির পুর), ডালিয়া, ওটস। স্বাদ বদলাতে মাঝেমধ্যে টিফিনে দেওয়া যেতে পারে ডিমটোস্ট, এগরোল, ডিম আর আলু দিয়ে ভাত ভাজা ইত্যাদি।

বাড়িতে বানানো খাবারের পুষ্টিগত গুণাগুণ কী?

ডিম সেদ্ধ, ছোলা ও মটর প্রোটিন সমৃদ্ধ।

সবজি সহযোগে উপমা/পোহা, রুটি-সবজি, স্যালাড দেওয়া স্যান্ডউইচ শর্করা, ভিটামিন, মিনারেলস ও ফাইবার সমৃদ্ধ, যা সুষম ও সহজপাচ্য।

সহজলভ্য মরশুমি ফল। যেমন- পেয়ারা, পাকা পেঁপে, খেজুর, কলা, মুসম্বি, কমলালেবু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেলযুক্ত। এসব শরীরের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয়।

বাদাম, ডিম ও দুগ্ধজাত খাবার থেকে মেলে সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফ্যাট। দুধ, দই, ছানা, পনির ইত্যাদি শরীরে প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের চাহিদা মেটায়।

বাবা-মায়েদের জন্য

স্কুলের টিফিনে বা বিকেলের আহারে বাচ্চাকে বাড়িতে তৈরি সুষম খাদ্য বা ব্যালেন্সড ডায়েট দিন। তবে কিছু কিছু খাবারে অনেকের অ্যালার্জি থাকতে পারে, হজমে সমস্যা হতে পারে- সেটা বুঝে নিয়ে বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেই খাবারগুলো ডায়েট চার্ট থেকে বাদ দিন। খাবারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান আবশ্যক। প্রয়োজন নিয়মিত শরীরচর্চা। ব্যায়াম হোক বা খেলাধুলো (আউটডোর কিংবা ইন্ডোর)।

আমার বাচ্চা এটা খায় না, সেটাতে রুচি নেই- এসব বলবেন না। তাদের ভালো আর খারাপ খাবারের মধ্যে ফারাক বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে ইউটিইউবে ডকুমেন্টারি দেখান। অভ্যেসটাই সব, তাই ছোট থেকে সন্তানের সুঅভ্যাস তৈরি করুন। শরীর ও মন- দুইই সুস্থ থাকলে জীবন সুন্দর হয়। মনে রাখবেন স্বাস্থ্যই সম্পদ।

খুদে শিল্পী ও সঙ্গীরা

হাতে ধরে কেউ কখনও শেখায়নি। মাঝেমধ্যে ইসলামপুর শহরে যখন ঘুরতে যেত, তখন সেখানকার কুমোরটুলিতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাত রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগর কলোনির এক খুদে। শিল্পীরা প্রতিমা গড়েন কীভাবে, সেখান থেকেই ধারণা পেয়েছিল বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া কুণাল রায়। বছরতিনেক আগে ইচ্ছে জাগে, নিজের হাতে গড়বে প্রতিমা। কিন্তু খড়, মাটি, সাজসজ্জার সামগ্রী ইত্যাদি উপকরণ জোগাড় করা তো সহজ ব্যাপার নয়। কুণালের মুশকিল আসান করল তার খেলার সঙ্গীরা। একদল খুদের প্রচেষ্টায় তৈরি হল ছোট্ট সরস্বতী প্রতিমা।

তারপর থেকে কখনও দেশলাই বাক্স দিয়ে মূর্তি গড়েছে কুণাল, কখনও বাঁশ দিয়ে তৈরি করেছে শিল্পসামগ্রী। কোনওরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজের ইচ্ছেতে সে এই কাজ করে অবসর সময়ে। পড়াশোনার ফাঁকে চলে আসে তার বন্ধু শুভদীপ, সানি, বিরাজরা। কেউ মাটি মাখে, কেউ কাটে খড়। কুণাল বলছিল, ‘প্রতিমা গড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে। একটু একটু করে নিজের হাতে গড়ে তোলার পর যখন সাজগোজ শেষ হয়, তখন দেবীর মুখ দেখে মন ভরে যায়। আগামীদিনে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এটা চালিয়ে যাব।’ বড় শিল্পী হতে চায় সে। তাই আরও ভালো কাজ শেখার সুযোগ পেলে পাড়ি দিতে চায় শহরে।

এ বছর প্রতিমা আকারে বেড়েছে। এখন কুণাল যেটা গড়ছে, সেটার পুজো হবে গ্রামেই। প্রতিমার জন্য অগ্রিম অর্থও পেয়েছে খুদে। গ্রামের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন শিক্ষকরা। খুদের প্রতিভায় মুগ্ধ প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ হাওলাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ২০২৫ সালে স্কুলের পুজো হবে কুণালের গড়া প্রতিমা দিয়েই। যা শুনে উচ্ছ্বসিত সপ্তমের ওই পড়ুয়া। রোজ সময় সুযোগ করে গ্রামের বাকি কচিকাঁচাদের মতো বড়রাও আসছেন কুণালের বাড়ি। প্রতিমার কাজ কতটা এগোল, তা দেখতে।

কুণালের বাবা স্বপন রায়ের কথায়, ‘অনেকেই বলেন, এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নাকি মোবাইলে আসক্ত। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। দেখুন না, কুণাল অবসর সময়ে কত সুন্দর কাজ করছে। বন্ধুরা ওকে সাহায্য করে। এদের দেখে বাকিরাও জীবনে ভালো পথ বেছে নিক।’

তথ্য ও ছবি : রাজু দাস

অনেকটা পথ পেরিয়েছি, আরও অনেকটা বাকি

প্রধান শিক্ষকের গানে ড্রিল পড়ুয়াদের

আলিনগর বিদ্যাপীঠ

শান্ত বর্মন

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ বলে কথা, তাই তো আলিনগর বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীরা উদযাপনে শামিল হতে ছুটে এলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে।

তাঁদেরই একজন বিজয় রায়। বললেন, ‘গ্রামের একচালার সেই স্কুলটি আজ অনেক সুনাম অর্জন করেছে। প্রাথমিক স্তরে এখানে পড়াশোনা করে আজ অনেকে প্রতিষ্ঠিত। আগামীদিনে স্কুলটি মহীরুহ হয়ে থাকবে।’

গত শুক্রবার জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিনগরে স্কুলটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। স্যরদের কড়া নির্দেশ ছিল, সবাইকে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে। সেইমতো রাজি হয়ে যায় প্রাথমিক থেকে পঞ্চমের পড়ুয়ারা। দশদিনের প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী সংগীতের তালে তালে ড্রিল পরিবেশন করে ৬০ পড়ুয়া।

অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে তখন বিশিষ্ট অতিথিরা বসে, মাঠে পড়ুয়ারা সারিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন হেডস্যর। তাঁর গানের তালে ড্রিল করল চতুর্থ শ্রেণির কুসুম দেবনাথ, পঞ্চম শ্রেণির প্রীতম রায়, তৃতীয় শ্রেণির অনিরুদ্ধ রায়ের মতো খুদেরা।

সবটা ঠিকমতো করতে পারবে কি না, সেটা ভেবে বুক একটু ঢিপঢিপ তো করছিল সবার, জানাল কুসুম। অনিরুদ্ধ বলল, ‘পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর স্যরদের পরামর্শমতো রোজ অনুশীলন করেছি। উদ্বোধনী সংগীতের সঙ্গে ড্রিল করা নিয়ে ভয়ে ছিলাম আমরা। কিন্তু স্যর-ম্যামরা সাহস দেওয়ায় শেষঅবধি ঠিকঠাক করতে পেরেছি।’

১৯৭২ সালে আলিনগরে একটি অর্ডিনারি স্কুল চালুর প্রস্তাব রায়। ১৯৭৪ সালের জুলাইয়ে স্কুলটি সরকারি অনুমোদন পায়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আরও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়া সংখ্যা বাড়তে থাকে। শুক্রবারের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষচন্দ্র রায়ও গিয়েছিলেন। বললেন, ‘সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শামিল হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে।’

স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিতাভ সরকার জানালেন, তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পরেই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ শুরু হয়। তারপর দশদিনের মধ্যে সব প্রস্তুতি সারতে হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘আগের থেকে স্কুলের পরিকাঠামোর কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এখন পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান, আঁকা- সবই শেখানো হচ্ছে। তবে মিড-ডে মিলের কিচেন শেড দরকার।’

একসঙ্গে ভূরিভোজ প্রাক্তন-বর্তমানদের

ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুল

ভাস্কর শর্মা

সাতচল্লিশ বছর পর স্কুলে ফিরলেন। বিশ্বাসই হচ্ছিল না কোথা থেকে এতগুলো বছর কেটে গেল। কারও মাথায় টাক পড়ে গিয়েছে, কারও আবার ওজন অনেকটা বেড়েছে। কিন্তু ছোটবেলার মতো দুষ্টুমি কেউ ভোলেননি। হাসতে হাসতে কথাগুলো বলছিলেন লেখক শৌভিক রায়। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সুদীপ্ত আচার্য, সৌমিত্র দে, রণজিৎ মাহেশ্বরীরা।

এঁরা সকলেই ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ১৯৭৮ সালের চতুর্থ শ্রেণির ব্যাচের পড়ুয়া। চার দশকেরও বেশি সময় পরে সকলে একজোট হয়েছেন স্কুলের পঁচাত্তর বছর উপলক্ষ্যে পুনর্মিলন উৎসবে। স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্নের পড়ুয়ারাও শামিল হয়েছিলেন উৎসবে।

ফালাকাটা শহরে যেসব প্রাথমিক স্কুল আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো এই জুনিয়ার বেসিক স্কুল। ১৯৪৯ সালে গড়ে উঠেছিল। ১৮-২০ ডিসেম্বর পঁচাত্তর বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান শুরুর আগে শোভাযাত্রায় প্রাক্তনীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বর্তমান পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতা, ছবি তোলা, তাঁদের নিজেদের স্কুল সম্পর্কে নানা তথ্য জানিয়েছেন।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেছেন একসঙ্গে। কেউ কেউ বললেন, এত তৃপ্তির খাওয়া নাকি অনেকদিন হয়নি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কড়া নজর ছিল, আপ্যায়নে যেন কোনও খামতি না থাকে। প্রাক্তনী চন্দন ধরের কথায়, ‘ছোট্ট স্মারকের মধ্যে বিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছরের যাত্রা যেন ধরা আছে। এই স্কুল আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিল আগামীর বীজ। আমরা এই স্কুলের প্রাক্তনী বলে গর্ব হচ্ছে।’

স্কুলের প্রধান শিক্ষক কনকলাল সিনহা জানালেন,

ফালাকাটার সব স্তরের মানুষের সহযোগিতায় তিনদিন ধরে স্কুলে অনুষ্ঠান সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। প্রাক্তনীদের পাশাপাশি বর্তমান ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরাও নানা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

কলকাতা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রাক্তনীরা এসেছিলেন। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে পা বাড়ালেও শিকড়কে তাঁরা ভুলে যাননি। ব্যস্ত জীবন থেকে সময় বের করে স্কুলের এই ‘অ্যাচিভমেন্টের’ শরিক হতে এসেছিলেন সকলে।

প্রবীর ভৌমিক, কৌশিক দত্তদের বাবা বা মা এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মঞ্চে প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণে তাঁদের কথায় বারবার শোনা যাচ্ছিল প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অপরেশ ভৌমিক (বড়দা নামে পরিচিত), কান্তি বোস, শেফালি শীল, সন্তোষ দে, ভূপেন ধর প্রমুখের কথা।

সংস্কৃতি, খেলাধুলো এবং বহিরাগত শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠানে সকলে মেতে উঠেছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর সকালে ফালাকাটার বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের রোড রেসের মাধ্যমে ওই দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শেষদিন স্কুলের খুদেদের পরিবেশিত নাটক ‘ভীমবধ’ দর্শকদের মন কাড়ে। পড়ুয়া রাজর্ষি রায়ের কথায়, ‘এই অনুষ্ঠান সারা জীবন মনে থাকবে।’

আরেক পড়ুয়া দেবাঞ্জলির অবশ্য একটু একটু মন খারাপ হচ্ছিল। বলল, ‘একমাস ধরে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সামনের বছর তো আমরাও প্রাক্তনী হয়ে যাব। সেটা ভেবে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।’

ক্যাম্পাস-কথা

স্কুলছুট ঠেকাতে মিলনমেলা

সুভাষ বর্মন

শহরের পাশাপাশি গ্রামেও বেসরকারি স্কুলের দাপট বাড়ছে। এছাড়া পারিবারিক সহ নানা কারণে একটা বড় অংশের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে দৈনিক অনুপস্থিতির হার উদ্বেগজনক অবস্থায়। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে মিলনমেলার আয়োজন করল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের নতুনপাড়া নেপালি প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেখানে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও শামিল হন। পড়ুয়াদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। সেগুলো স্কুল মাঠের চারপাশে রোপণ করে ওরা। পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরই। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোই।

মিলনমেলায় নানা বিষয় নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমন প্রতিটি শ্রেণির পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সেদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও কবিতা পাঠে অংশ নিয়েছিল পড়ুয়ারা। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার হিসেবে খাতা, কলম ও পেন্সিল দেওয়া হয়।

আগে কখনও স্কুলে এমন আয়োজন হয়নি। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা সদ্য স্কুলে যোগ দেওয়া

প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বর্মন। তাঁর কথায়, ‘পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব। আমরা চাই, অভিভাবকরা নিয়মিত স্কুলের কর্মকাণ্ডে নজর রাখুক। সেজন্য মিলনমেলায় অভিভাবকদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করাই মূল উদ্দেশ্য।’ অনুষ্ঠান শেষে মাঠে বসে সবাই মিলে মাংসভাত খেয়েছেন। এক অভিভাবক নাগবাহাদুর ছেত্রীর অভিজ্ঞতা, ‘প্রধান শিক্ষকের প্রচেষ্টায় আমরা খুশি।’ এতে পঠনপাঠনের মান আরও উন্নত হবে বলে মনে করেন মণিকা রায় ওরাওঁ, বাসন্তী বর্মন রায়দের মতো বাকি অভিভাবকরাও।

গজলডোবায় তিস্তা দর্শন

শতাব্দী সাহা

২৩ ডিসেম্বরের কথা। বেশ হাসিখুশি মেজাজে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চ্যাংরাবান্ধা সারদা শিশুতীর্থের চতুর্থ শ্রেণির তানিয়া সেন, পল্লবী রায়রা। রোজকার থেকে একদম অন্যরকম ব্যাপার। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ নেই, ক্লাসরুমে বসে পড়ার ব্যাপার নেই। বাসে চেপে ‘দাদাভাই-দিদিভাই’দের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ তো আর সবসময় মেলে না।

চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গজলডোবায়। বিদ্যালয়ের আচার্য প্রমুখ জয়ন্তী সাহার কথায়, ‘সাতজন পড়ুয়াকে নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গজলডোবায় গিয়েছিলাম। ওখানে পৌঁছে বাচ্চাদের উৎসাহ দেখে মন ভরে যায়। তিস্তা ক্যানাল ঘুরে দেখা, পার্কে খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে দিনটি বেশ কাটে। ক্যানাল দেখে ওরা নানারকম প্রশ্ন করেছে, শিক্ষকরা সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিস্তার উৎপত্তিস্থল কোথায়, নদীটি কোথা থেকে এসে কোথায় গিয়েছে চলে, ক্যানালে কীভাবে কাজ হয় ইত্যাদি নানা বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। নৌকায় চড়ে তিস্তায় ঘোরানো হয়েছে ওদের। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ, নতুন বিদ্যালয়ে চলে যাবে। এই স্মৃতিগুলো আমাদের আর ওদের মনে থেকে যাবে চিরকাল।’

চতুর্থ শ্রেণির আয়ুষ কানুর অভিজ্ঞতা, ‘আমি আগে কখনও গজলডোবায় আসিনি। ক্যানালে জলের গতিপথ আটকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি শিক্ষকের কাছে শুনেছিলাম ক্লাসে। এবার ক্যানাল দেখলাম। অনেক প্রজাতির পাখিও দেখেছি সেখানে। আবার যাওয়ার ইচ্ছে রইল।’

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুনেত্রা বোসের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, যাত্রাপথে সারা রাস্তা ছাত্রছাত্রীদের কেউ গেয়েছে, কেউ কবিতা শুনিয়েছে। খাবার প্যাকেট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা কিছু দেখেছে, সেসব খাতায় লিখে নেয় পড়ুয়ারা।

কম্পিউটার ক্লাস চালু

কম্পিউটার ক্লাস চালু হল আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। চারটি কম্পিউটার নিয়ে খোলা হয়েছে ল্যাব। প্রথমদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস হবে। ক্লাসের দায়িত্বে দুজন শিক্ষক।

বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক রুটিনে এই কম্পিউটার ক্লাস থাকবে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় শ্রেণিকেও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের। কম্পিউটার বিষয়ের ওপর স্পষ্ট ধারণা দিতে হাতে লেখা নোটস দেওয়া হবে পড়ুয়াদের। প্রয়োজনে অভিভাবকের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হবে যাবতীয় তথ্য। এতে কোনও পড়ুয়া কোনওদিন অনুপস্থিত থাকলে আর সমস্যা হবে না। অভিভাবকরাও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সন্তানদের সহযোগিতা করতে পারবেন বলে মনে করে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অধিনায়ক খেলবেন? প্রশ্ন এড়ালেন গম্ভীর

সিডনি, ২ জানুয়ারি : সহজ, স্বাভাবিক, ছোট্ট প্রশ্ন।

জবাবও ছোট। আর সেই জবাব নিয়েই ভারতীয় ক্রিকেটের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় ডামাডোলের শুরু।

ব্রিসবেন টেস্টের আগেও একই ঘটনা ঘটেছিল। গাব্বা টেস্ট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। দলকে নেতৃত্ব দেবেন জসপ্রীত বুমরাহ। রোহিতের বদলে প্রথম একাদশে ঢুকবেন শুভমান। কোচ গম্ভীর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রোহিত রহস্য কেন খোলসা করলেন না, বদলে তৈরি করলেন ধোঁয়াশা- তার জবাব নেই কোথাও।

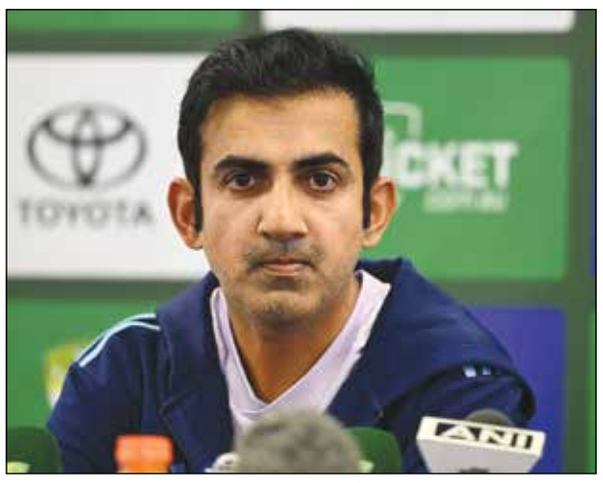

সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম গম্ভীর। সিডনিতে বৃহস্পতিবার।

টেস্টের আগের দিন অধিনায়ক রোহিত শর্মার পরিবর্তে শুভমান গিল হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। আজ সিডনি টেস্টের আগের দিন রোহিতের বদলে কোচ গৌতম গম্ভীর হাজির হন সাংবাদিক সম্মেলনে। ফারাক একটাই, গাব্বায় সেদিন মাঠে হাজির ছিলেন না হিটম্যান। আজ সিডনিতে তিনি ছিলেন। তাই রোহিত ঠিক আছেন কিনা, আগামীকাল তিনি খেলবেন কিনা-সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই এমন প্রশ্ন এসেছিল কোচ গম্ভীরের জন্য। টিম ইন্ডিয়ার কোচ সোজা কথা স্পষ্টভাবে না বলে তৈরি করলেন ধোঁয়াশা। সবাইকে অবাক করে বলে দিলেন, 'রোহিত ঠিকই রয়েছে। শুক্রবার সকালে খেলা শুরুর আগে পিচ দেখে আমরা প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করব।'

গম্ভীর দর্শন ভারতীয় ক্রিকেটে হইচই ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। পরে সারাদিনে সময় যত এগিয়েছে, রোহিত রহস্য বেড়েছে। রাতের দিকের খবর, ভারত অধিনায়ককে ছাড়াই সিডনিতে শেষ বরং ভারতীয় ক্রিকেট মহলের একটি অংশ থেকে বলা হচ্ছে, গম্ভীর প্রমাণ করতে চেয়েছেন তিনিই দলের 'অঘোষিত বস'।

গম্ভীর-বাণী

- রোহিত ঠিকই রয়েছে।
- দলের অন্দরে কোনও সমস্যা নেই।
- নিজেদের স্বাভাবিক ক্রিকেটের আগে মনে রাখতে হবে দলের চাহিদা।

হিটম্যানের ব্যাটে রান নেই। শেষ নয়টি টেস্ট ইনিংসে তাঁর ব্যাটিং গড় ১০। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে চলতি সিরিজেও ছন্দের খোঁজে হিটম্যান। তাঁর কি এমন সম্মানহানি প্রাপ্য? প্রশ্ন উঠেছে। গম্ভীর অবশ্য এসব নিয়ে জবাব দেওয়ার পথেই যাননি। বরং তিনি ভারতীয় সাজঘরের অন্দরের ডামাডোল, বিতর্ক এড়িয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, 'দলের অন্দরে কোনও সমস্যা নেই। যা বেরিয়েছে, সবই গুজবের প্রতিবেদন। এসব নিয়ে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না আমি। সাফল্যের শীর্ষে উঠতে চাইলে সততা থাকা প্রয়োজন।' বক্সিং ডে টেস্টের পর দলের ক্রিকেটারদের তিনি ধমক দিয়েছিলেন, এমন বিষয় উড়িয়ে দিলেও কথার প্যাঁচে পড়ে গিয়েছেন গম্ভীর। ভারতীয় কোচ বলেছেন, 'ক্রিকেটাররা নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলতেই পারে। কিন্তু তার আগে মনে রাখতে হবে দলের কথা। আমাদের লক্ষ্য ও আলোচনার উদ্দেশ্য একটাই, আগে দল। আমি কারো নাম নিতে চাই না। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা দল হিসেবে জিতি, হারি। আর দেশের জন্য আমরা যখন খেলি, তখন সেরাটা দেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি থাকতে হবে।'

গম্ভীর নাম না করলেও তাঁর নিশানায় যে রোহিত ছাড়াও বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থরা রয়েছেন, সেটা স্পষ্ট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোচ গম্ভীর বলেছেন, 'যতদিন ভারতীয় সাজঘরে সৎ মানুষজন রয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেট নিরাপদ হাতেই থাকবে। মনে রাখতে হবে, সময়ের সঙ্গে পালাবদলও গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যেই পারফরমেন্সের মাধ্যমে সাজঘরের একতা বজায় রাখতে হবে। সেটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ।' বিতর্কে ভরা কঠিন পরিবেশের মধ্যে সিডনি টেস্টে টিম ইন্ডিয়া কেমন পারফর্ম করবে, তা নিয়েও চলছে তুমুল জল্পনা। কোচ গম্ভীর অবশ্য শেষ টেস্টে সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী। গম্ভীরের কথায়, 'সিডনিতে সফল হওয়ার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। দলের সবাইকে শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

ক্রিকেটার জীবনে গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার পালাবদলের সাক্ষী। অথচ, কোচ হয়ে পালাবদল কীভাবে করতে হয়, কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে হয়- সেই বিষয়টাই ভুলে গেলেন তিনি। যার ফল ভুগছে এখন ভারতীয় ক্রিকেট।

রোহিত আজ

'রহস্য' নিয়েই শুরু সিডনি শো

চোটের জন্য নেই আকাশ দীপ

দল অনুশীলন করছে মাঠে। অধিনায়ক রোহিত শর্মা বসে থাকলেন গ্যালারিতে। বৃহস্পতিবার।

সিডনি, ২ জানুয়ারি : অদ্ভুত। চাঞ্চল্যকর। অবিশ্বাস্য!

ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা কি খেলছেন আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা সিডনি টেস্টে? তাঁর কি কোনও চোট রয়েছে? নাকি তিনি 'বাদ' পড়তে চলেছেন?

হিটম্যান যদি 'বাদ' পড়েন, তাহলে তিনি সম্ভবত ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে চলেছেন। আর রোহিত প্রথম একাদশে না খেললে স্বাভাবিকভাবেই জসপ্রীত বুমরাহ টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন। শুভমান গিল ফিরবেন প্রথম একাদশে।

বুমরাহর নেতৃত্ব দক্ষতা নিয়ে কারোর কোনও সংশয় নেই। দিনকয়েক আগে পারথ টেস্টেই টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট জয়ের নজির রয়েছে তাঁর। কিন্তু প্রশ্ন হল, পারথ টেস্ট পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় সাজঘরে এমন কী ঘটল যার জন্য সিরিজের শেষ টেস্টে অধিনায়ককে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হচ্ছে? ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের অন্দরমহল থেকে নানা জল্পনার কথা সামনে আসছে। যার নির্যাস হিসেবে বলা যেতেই পারে, কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে অধিনায়ক রোহিতের বনিবনা হচ্ছে না। তাঁদের মধ্যে সিডনি থেকে শিলিগুড়ির মতো দূরত্ব তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের একটা বড় অংশ থেকে দাবি করা হচ্ছে, সিডনি টেস্টের পরই হয়তো টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন হিটম্যান। কারণ, মেলবোর্নের সাজঘরে কোচ গম্ভীর যেভাবে বলেছিলেন, 'অনেক হয়েছে, আর নয়।' হিটম্যানও ঠিক সেভাবেই তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে কোচ গম্ভীরকে নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বলে খবর। পালটা একটি সম্ভাবনার খবরও সামনে আসছে। হিটম্যানের

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত
আজ শুরু পঞ্চম টেস্ট
সময় : ভোর ৫টা, **স্থান :** সিডনি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

ঘনিষ্ঠমহলের দাবি, ফেব্রুয়ারি-মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই পাকাপাকিভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন রোহিত।

সিডনির ক্রিকেট মাঠে অনুশীলন শুরুর আগেই আজ প্রথা ভেঙে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন কোচ গম্ভীর। সেই সাংবাদিক সম্মেলনেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন রোহিত বাদ পড়তে চলেছেন। টেস্ট ম্যাচ শুরুর আগের দিন অধিনায়কের বদলে কোচের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়ার ঘটনাও বিরল। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরুতে হাজির ছিলেন রোহিত। সতীর্থদের সঙ্গে ফুটবলিও খেলেন তিনি। কিন্তু তারপরই তাঁকে আর টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে দেখা যায়নি। অনুশীলনের শেষের দিকে সামান্য সময়ের জন্য রোহিত ব্যাটিং করেছেন নেটে। তাঁকে দেখে একেবারেই চনমনে বলে মনে হয়নি। এমনকি সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে কথা বলতেও খুব একটা দেখা যায়নি হিটম্যানকে। অধিনায়ক রোহিতকে নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যেই আজ জানা গিয়েছে জোরে বোলার আকাশ দীপেরও পিঠে চোট রয়েছে। তিনি সিডনি টেস্টে খেলছেন না। হর্ষিত রানা ও প্রসিধ কৃষ্ণার মধ্যে কোনও একজন তাঁর পরিবর্তে খেলতে চলেছেন বলে খবর।

টিম ইন্ডিয়ার তুলনায় সিডনি টেস্টের আগে অনেক বেশি চনমনে অস্ট্রেলিয়া। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে এমনিতেই এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এমন অবস্থায় কাল থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের শেষ টেস্টে প্যাট কামিন্সদের প্রথম একাদশেও বদল হচ্ছে। চোটের কারণে সিডনি মহারণ থেকে ছিটকে গিয়েছেন মিচেল মার্শ। তাঁর পরিবর্তে কাল টেস্ট অভিষেক হচ্ছে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারের। পাঁজরের চোট সারিয়ে মিচেল স্টার্ক ফিট। তাঁর সিডনি টেস্টে খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাছাড়া ঘরের মাঠ সিডনিতে স্টার্ক বরাবরই সফল। দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ফর্মে থাকা স্টিভেন স্মিথও দারুণ ছন্দে। আর ৩৮ রান করতে পারলে টেস্ট ক্রিকেটে অ্যালান বর্ডার, স্টিভ ওয়া, রিকি পন্টিংয়ের পর দশ হাজার রান ক্লাবে ঢুকে পড়বেন স্মিথ।

বিপক্ষ শিবিরের ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ভাবার মতো জায়গায় নেই টিম ইন্ডিয়া। সিরিজে পিছিয়ে থাকার চাপ, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হাতছাড়া হওয়ার পরিস্থিতির মধ্যে দলের মধ্যে 'ফাটল' টিম ইন্ডিয়াকে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অবস্থায় অধিনায়ক 'বাদ' পড়ার মতো বিরল পরিস্থিতি নিয়ে আগামীকাল সিডনি শো-এ নামছেন বিরাট কোহলিরা।

জটিল পরিস্থিতি আরও কত সাংঘাতিক হয় ভারতের জন্য, নতুন বছরের প্রথম টেস্টের আঙিনায় সেটাই এখন দেখার।

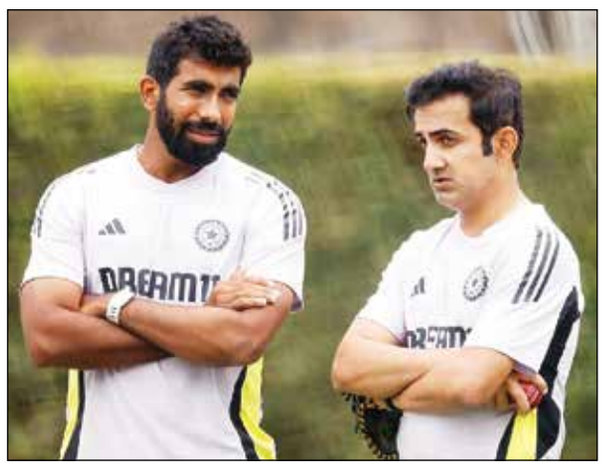

প্রস্তুতির মাঝে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে আলোচনায় গৌতম গম্ভীর।

হিটম্যানের অবসরেও অবাক হবেন না শাস্ত্রী

সিডনি, ২ জানুয়ারি : নির্ণায়ক টেস্টে 'ডু অর ডাই' পরিস্থিতি।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ধরে রাখতে জিততেই হবে। কোমর বেঁধে মাঠে নামার আগে যদিও ভারতীয় সাজঘরে রীতিমতো ঝড় বইছে। ব্যর্থ ঋষভ পন্থ হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের রোষের মুখে। উত্তাপ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না রোহিত শর্মাও!

সিডনি টেস্টে অধিনায়ককে ছাড়াই মাঠে নামার সম্ভাব্য পরিকল্পনা ঘিরে ম্যাচের আগের দিনে তোলপাড় ক্রিকেটমহল। এরমধ্যেই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীর। দাবি, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো হঠাৎ করে রোহিত অবসর ঘোষণা করলে অবাক হবেন না।

বিশ্রামের ভাবনাকে সমর্থন মদন লালের

> রোহিত যেভাবে খেলছে একদম দেখে ভালো লাগছে না। সামনে থাকলে বলতাম, মাঠে গিয়ে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দাও। যে ইতিবাচক মেজাজে খেলতে অভ্যস্ত সেটাই করো।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেছেন, 'কেরিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্তটা একান্তভাবে ওর। তবে এখনই অবসর ঘোষণা করলে আমি অন্তত অবাক হব না। বয়স কমছে না। অনেক তরুণ ক্রিকেটারও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। শুভমান গিলের যেমন ২০২৪ সালে টেস্টে ৪০ প্লাস গড়। তারপরও রিজার্ভ বেঞ্চে! সেক্ষেত্রে রোহিত অবসর নিলে অবাক হব না।'

শাস্ত্রীর মতে, রোহিতের সমস্যা মানসিক। আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে। যদিও চাপে থাকা রোহিত সেই ছন্দটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। মাঠে যখন নামছে মনে হচ্ছে চাপে রয়েছে। সেই চাপ সরিয়ে সহজাত আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে মন দেওয়ারও পরামর্শ ভাসিয়ে দিলেন।

সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী আরও বলেছেন, 'রোহিত যেভাবে খেলছে একদম দেখে ভালো লাগছে না। সামনে থাকলে বলতাম, মাঠে গিয়ে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দাও। যে ইতিবাচক মেজাজে খেলতে অভ্যস্ত সেটাই করো। আক্রমণের রাস্তায় হাঁটো। তারপর দেখো কী হয়।' প্রশ্ন, সেই সুযোগ কি আদৌ পাবেন হিটম্যান? ফেয়ারওয়েল টেস্ট পাননি রবিচন্দ্রন অশ্বীন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ থেকে রান নেই রোহিতের। চলতি সিরিজে ৫ ইনিংসে ৬.২ গড়ে করেছেন মাত্র ৩১ রান। এহেন রোহিতের টেস্ট কেরিয়ারে অশ্বীনের পথেই ইতি পড়বে কিনা, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

তিরাশির বিশ্বকাপ জয়ী দলের তারকা মদন লালের দাবি, ছন্দে না থাকলে (সিডনিতে) বিশ্রামই শ্রেয়। বলেছেন, 'যদি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে দল, ভালো পদক্ষেপ। অধিনায়ক হিসেবে রোহিতও যে সিদ্ধান্তের একটা অংশ। কাউকে বসানো কোচের একার কর্ম নয়। অধিনায়কের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। রোহিত নিজেই সঠিক পদক্ষেপ করতে পারবে। যদি মনে করে, খেললে ছন্দে ফিরতে পারবে, তাই করুক। নাহলে বিশ্রাম নিক। ছন্দে না থাকলে অনেক সময় বিশ্রামে সুফল মেলে।'

ছন্দে ফিরতেই বিরাটের ঝামেলা : ফিঞ্চ

সিডনি, ২ জানুয়ারি : বিরাট কোহলিকে চটাতে যেও না। স্লেজিং তো একেবারেই নয়। তাহলে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারবে। বিরাটের ফোকাস নষ্টের বদলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মেঠো ঝামেলা রসদ জোগাবে ভালো খেলার!

বিরাট কোহলি সম্পর্কে এহেন সাবধান বাণী নতুন নয়। চলতি সিরিজে হারানো ছন্দটা ফিরে পেতে নাকি বিরাটও চাইছে ঝামেলায় জড়াতে। মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনে স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা মেরে বিতর্ক তৈরির চেষ্টা তারই অঙ্গ!

এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি অ্যারন ফিঞ্চের। অস্ট্রেলিয়া টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের মতে, মানসিক রসদ পেতেই লড়াই চাইছে বিরাট নিজেই। মেলবোর্নে তারই প্রতিফলন বিরাটের আচরণে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য ছটফট করছে। প্রসঙ্গত, স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ জরিমানাস্বরূপ দিতে হয়েছে বিরাটকে।

> বিরাটকে আমি ভালোভাবে জানি। মোটেই খারাপ মানসিকতার নয়। ম্যাচের পর ঠিক কথা বলে ঝামেলা মিটিয়ে নিয়েছে স্যামের সঙ্গে। তবে সরি বলেছে কিনা জানি না।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

ছটফটানি থেকেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে মেঠো ঝামেলা জড়িয়ে নিজের সেরাটুকু বের করে আনার চেষ্টা। সেই চেষ্টা দেখা যাচ্ছে বিরাটের আচরণে। ফিঞ্চ বলেছেন, 'চাপ যত বেশি, ততই খেলার রসদ খুঁজে পায় বিরাট কোহলি। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে লড়াইয়ের জন্য ছটফট করে। চলতি সিরিজে সেই পরিস্থিতি। চেষ্টা করছে লড়াইয়ের উত্তাপ গায়ে মেখে নিজের সেরাটুকু বের করে আনতে।' ফিঞ্চের মতে, বিরাট চাইছে বাইরে থেকে কেউ ওকে ধাক্কা দিক, যাতে ভিতরের সেরাটা বেরিয়ে আসে। প্রাক্তনের কথায়, বক্সিং ডে টেস্টে প্রথম ইনিংসে বেশ ভালোই ব্যাটিং করছিল। মনে হচ্ছিল, সহজে উইকেট দেবে না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা খুব ভালো বোলিং করেছে। কৃতিত্বটা প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের প্রাপ্য।

চাপের এভারেস্ট সামলাতে তৈরি হচ্ছে বিরাট কোহলি। সিডনিতে।

মাইকেল ক্লার্ক আবার বিরাট-কনস্টাস ঘটনার অন্য যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মনে করেন, জসপ্রীত বুমরাহকে যেভাবে নবাগত স্যাম কনস্টাস পিটিয়েছেন, তা মেনে নিতে পারেননি বিরাট। বাড়তি উত্তেজনায় ধাক্কা মারেন কনস্টাসকে।

ক্লার্ক আরও বলেছেন, 'বিরাটকে আমি ভালোভাবে জানি। মোটেই খারাপ মানসিকতার নয়। ম্যাচের পর ঠিক কথা বলে ঝামেলা মিটিয়ে নিয়েছে স্যামের সঙ্গে। তবে সরি বলেছে কিনা জানি না। আসলে কনস্টাস নতুন বলে বুমরাহকে যেভাবে পেটাচ্ছিল, তাতেই বিরাটের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।'

শ্রীলঙ্কা সফরে নেতৃত্বে হয়তো স্মিথ

ছাঁটাই হলেন মার্শ, অভিষেক বিউয়ের

সিডনি, ২ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার সিডনি একাদশে বড়সড়ো চমক।

ছাঁটাই মিচেল মার্শ। অভিষেক ঘটতে চলেছে বিউ ওয়েবস্টারের। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শুরুর থেকেই চর্চায় ওয়েবস্টার। চোটআঘাতে জর্জরিত অজি নির্বাচকরা ব্যাকআপ হিসেবে বেছে নেন তাসমানিয়ার বছর একত্রিশের পেস অলরাউন্ডারকে। ব্যাটের হাত বেশ ভালো। এমনকি প্রয়োজন পড়লে অফস্পিনও করতে পারেন!

অবশেষে দেশের হয়ে যে বহুমুখী দক্ষতা দেখানোর সুযোগ। শুক্রবার শুরু নিউ ইয়ার টেস্টেই অভিষেকের ছাড়পত্র। এদিন ঘোষিত একাদশে রাখা হয়নি মার্শকে। চোটের কারণে সেভাবে বোলিং করতে পারছিলেন না। চলতি সিরিজে ব্যাটিংয়েও চূড়ান্ত ব্যর্থ (৯, ৫, ২, ৪ ও ০)। বিকল্প ভাবনায় তাই ওয়েবস্টার। দেশের ৪৬৯তম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক ঘটছে।

মেলবোর্নে টেস্ট আঙিনায় পা রেখেই চমকে দিয়েছিলেন স্যাম কনস্টাস। জসপ্রীত বুমরাহর ওপেনিং স্পেলের বিরুদ্ধে ঝড় তোলেন। যাঁর জুতোয় পা দেওয়া সেই ডেভিড ওয়ার্নারি ভূয়সী প্রশংসা করে জানান, এভাবেই খেলা উচিত। আজ জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে নামার প্রাক্কালে পেলেন কিংবদন্তি অ্যালান বর্ডারের ভূয়সী প্রশংসা। কিংবদন্তি বলেছেন, 'কনস্টাস লম্বা রেসের ঘোড়া। টেকনিক ভালো। আত্মবিশ্বাসী। সহজাত এই আক্রমণাত্মক খেলাটাই ধরে রাখুক।' অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও জানিয়ে দিচ্ছেন, কনস্টাসের আক্রমণাত্মক মানসিকতা, ব্যাটিংয়ের প্রতি দলের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

সবার চোখ আপাতত ওয়েবস্টারের দিকে। ৯৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে প্রায় ৩৮ ব্যাটিং গড়ে ১২টি শতরান সহ ৫২৯৭ রান করেছেন। উইকেট সংখ্যা ১৪৮। এবার ব্যাগি গ্রিন টুপিতে দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ। অনিশ্চয়তা থাকলেও ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ মিচেল স্টার্ক। সিডনিতেও কামিন্সের সঙ্গে নতুন বলের দায়িত্বে দেখা যাবে তাঁকে।

মার্শের বাদ আর ওয়েবস্টারের অভিষেক নিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'প্রত্যাশামাফিক রান, উইকেট পাচ্ছিল না মিচ। তাই নতুন কাউকে দিয়ে চেষ্টা। মিচের জন্য খারাপ লাগছে। তবে আমাদের বিশ্বাস, এই সপ্তাহটা দারুণ কাটবে বিউয়ের। মিচও বুঝতে পারছে সিদ্ধান্ত কেন নিতে হচ্ছে। বিউকে নিয়ে মিচও উচ্ছ্বসিত। আমাদের মতো তাকিয়ে রয়েছে বিউয়ের পারফরমেন্স দেখার জন্য।'

সিডনি টেস্টের মাঝেই শ্রীলঙ্কা সফরের আঁচ। সূত্রের খবর, শ্রীলঙ্কা সিরিজে বিশ্রাম নেবেন কামিন্স। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের লড়াইয়ে ২৯ জানুয়ারি শুরু শ্রীলঙ্কা সফর গুরুত্বপূর্ণ হলেও শারীরিক-মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রামের ভাবনা।

কামিন্স না থাকলে অধিনায়ক হিসেবে কামব্যাকের সম্ভাবনা স্টিভেন স্মিথের। খারাপ ফর্মের জন্য সহ অধিনায়ক মার্শ ছাঁটাইয়ের দলে। ফলে মার্শ এই মুহূর্তে ভাবনায় নেই।

প্রস্তুতিতে বিউ ওয়েবস্টার।

অগ্রাধিকার তাই সিনিয়ার সদস্য এবং দীর্ঘদিন দলকে নেতৃত্ব দেওয়া স্মিথকে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ট্রাভিস হেডকেও লিডারশিপ গ্রুপে আনার প্রস্তাবও রয়েছে। ঘুরেফিরে চোখ সেই মিশন সিডনিতে। রেকর্ড বলছে ৫ বার ভারতকে এই মাঠে হারিয়েছে অজিরা। হার একবার, তাও ১৯৭৮ সালে। শেষ কয়েকটা সাক্ষাৎকার অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। যার পুনরাবৃত্তি হলেও সিরিজ অজিদের।

কামিন্সের মুখে অবশ্য ইতিবাচক ক্রিকেটের বার্তা। ভারত বধেই চোখ। লক্ষ্যপূরণের পথে বুমরাহ যে পয়লা নম্বর কাঁটা তা মেনেও নিচ্ছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কামিন্স বলেছেন, 'দুর্দান্ত বল করছে। সবসময় কঠিন প্রতিপক্ষ। বিভিন্ন ফরম্যাটে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যখনই মুখোমুখি হয়েছি, কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।'

বিজয়ে আজ বোধন সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : গতরাতেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন। আগামীকাল বিহারের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে বাংলার হয়ে মাঠে নামতে চলেছেন মহম্মদ সামি। সকালে হায়দরাবাদের জিমখানা স্টেডিয়ামে বাংলা দলের অনুশীলনে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন সামি। নেটে থ্রো ডাউন নেওয়ার পর ব্যাটিংও চর্চা করতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। শুক্রবার বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাঁহাতি পেসার কণিষ্ক শেঠের জায়গায় সামি প্রথম একাদশে ঢুকছেন বলে জানা গিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামিকে দেখে পুরো ফিট বলেই মনে হয়েছে। ওর হাঁটুতেও আর কোনও সমস্যা রয়েছে বলে অনুশীলনে বোঝা যায়নি। দেখা যাক কাল বিহার ম্যাচে সামি কেমন পারফর্ম করে।'

দীর্ঘ এক বছর পর গোড়ালির চোট সারিয়ে ক্রিকেটে ফিরেছিলেন সামি। বাংলার হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচও খেলেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। পরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতাতেও মোট নয়টি ম্যাচ খেলেন তিনি। কিন্তু তারপর থেকেই হাঁটুর চোটের কারণে নতুনভাবে রিহ্যাব শুরু হয়েছিল তাঁর। সেই রিহ্যাব শেষে গতরাতে বেঙ্গালুরু থেকে হায়দরাবাদ পৌঁছেছেন। শুক্রবার বিহারের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বোধন হচ্ছে তাঁর। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি ফিরছে আগামীকাল। আমাদের কম্বিনেশনে বড় কিছু বদলের সম্ভাবনা নেই। ও কেমন ছন্দে রয়েছে, খেলা শুরু হলেই বোঝা যাবে।'

গুজরাট সিআইডির তলবের মুখে শুভমান

৪৫০ কোটি চিটফান্ড বিতর্ক

সিডনি টেস্টের আগে শুভমান গিলের চিন্তা বাড়াচ্ছে 'পঞ্জি স্কিম' দুর্নীতি।

আহমেদাবাদ, ২ জানুয়ারি : সিডনি টেস্টে আগামীকাল শুভমান গিলের কি প্রত্যাবর্তন ঘটবে? এহেন চর্চার মাঝে ক্রিকেট বহির্ভূত কারণে এদিন খবরের শিরোনামে ভারতের তরুণ ব্যাটার। ৪৫০ কোটির চিটফান্ড আর্থিক দুর্নীতিতে শুভমানকে তলব করতে চলেছে গুজরাট সিআইডি।

গুজরাট টাইটান্সের আরও তিন তারকা বি সাই সুদর্শন, মোহিত শর্মা, রাহুল তেওয়াটিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকছে সেখানকার ক্রাইম ব্রাঞ্চ। শুভমান অস্ট্রেলিয়ায় থাকায় তলবের দিন এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরলেই জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়বেন শুভমান।

'পঞ্জি স্কিম' দুর্নীতি নিয়ে সরগরম গুজরাট। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অফিস খোলা হয় বিজেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের নামে। হাই রিটার্নের (৩৬ শতাংশ সুদ) টোপ দিয়ে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে তোলে চিটফান্ডের মাস্টারমাইন্ড ভূপেন্দ্র সিং জালা। শুভমান প্রায় ১.৯৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন। সাই সুদর্শনরাও মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ করেন। গত ২৭ ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয় ভূপেন্দ্র সিং জালাকে। জেরাতেই শুভমান-সুদর্শনদের বিষয়টি সামনে আসে। গুজরাটের গোয়েন্দা বিভাগ খতিয়ে দেখছে শুভমানদের সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করা হয়েছে কিনা। ক্রিকেটারদের ভূমিকা এক্ষেত্রে কী ছিল। মূলত সেই কারণেই জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা।

বাজার থেকে তোলা অর্থে নিজের নামে প্রায় ১০০ কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও কেনেন ভূপেন্দ্র সিং জালা। যদিও প্রতিশ্রুতিমাফিক লগ্নিকারীদের অর্থ ফেরাননি। জালা সহ এই মামলায় সাতজন গ্রেফতার হয়েছে এখনও পর্যন্ত।

পেরেরার শতরানে জয় শ্রীলঙ্কার

নেলসন, ২ জানুয়ারি : শেষ টি২০ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৭ রানে হারাল শ্রীলঙ্কা। কুশল পেরেরার (৪৬ বলে ১০১) বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে শ্রীলঙ্কা ২১৮/৫ স্কোর তোলে। তিনি টি২০ আন্তর্জাতিকে শ্রীলঙ্কার দ্রুততম শতরান করলেন। জবাবে নিউজিল্যান্ড থেমে যায় ২১১/৭ রানে। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ আগেই পকেটে পুরেছিল কিউয়িরা। শেষ ১০ ওভারে শ্রীলঙ্কা করে ১৩৩ রান। পেরেরাকে যোগ্য সংগত দেন অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কা (২৪ বলে ৪৬)। রান তাড়ায় নেমে ঝোড়ো শুরু করেন টিম রবিনসন (২১ বলে ৩৭) ও রাচিন রবীন্দ্র (৩৯ বলে ৬৯)। তবুও কিউয়িদের শেষ রক্ষা হয়নি।

শুভেচ্ছা

অন্নপ্রাশন

☺ Adrik Bhowal (Moho) (হাকিমপাড়া) : শুভ অন্নপ্রাশনে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' ও 'চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'**, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

☺ Sukrity Ash (ভারতনগর) : শুভ অন্নপ্রাশনে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' ও 'চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'**, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ **বিট্টু (রাহুল)** : শুভ জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থাকিস। শুভাশিষ সহ - **বাবা, মা ও পরিবারবর্গ। শীতলাপাড়া শিলিগুড়ি।**

☺ **মিষ্টু সাহা** : আজ তোমার একুশতম জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। নতুন বছর তোমার ভালো কাটুক। ইতি - **সুমিতা সাহা (মা), দীপক সাহা (বাবা), সাগর সাহা (স্বামী), সুদীপন সাহা (ভাই)। ফার্ম শহীদগড় ময়নাগুড়ি।**

☺ **গৌরব দাস** : আজ তোমার ৫ম জন্মদিনে আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিও। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। - **বাবা (গৌতম), মা (অণিমা), দিদি (অস্মি), ঠাম্মি (পুষ্প), উল্লারঘাট রোড, তুফানগঞ্জ।**

বিতর্কে ইতি, খেলরত্ন পাচ্ছেন মনু, গুকেশ

প্রাপকদের তালিকায় হরমনপ্রীত, প্রবীণ

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : খেলরত্ন মনোনয়নের তালিকায় অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকেরের নাম না থাকার বিতর্কে ইতি টানল ক্রীড়ামন্ত্রক। মনু, ডোম্মারাজু গুকেশ সহ চার কৃতীকে এবার ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারই বিজ্ঞপ্তি জারি করে ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে একথা জানানো হয়।

ভারতের প্রাক্তন স্পিনার সুনীল যোশি ও বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে গুকেশ।

> গুকেশ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। এবার খেলরত্ন পাচ্ছে। সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আজ পর্যন্ত ও যা কিছু অর্জন করেছে সবটাই নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের ফল।
>
> **পদ্ম কুমারী**
> *(ডোম্মারাজু গুকেশের মা)*

প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমার।

প্যারিস অলিম্পিকে শুটিং থেকে দেশকে জোড়া পদক এনে দিয়েছেন ২২ বছরের মনু। তবে খেলরত্ন মনোনয়নের তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই হতাশা ঝরে পড়েছিল তাঁর বাবা রামকিষান ভাকেরের গলায়। যদিও তারকা শুটার নিজে জানান তাঁর আবেদনেই ত্রুটি ছিল। তবুও বিতর্ক থামেনি। এদিন ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে সরাসরি পুরস্কার প্রাপক হিসাবে মনুর নাম ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সুপারিশ এবং পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিতে খেলরত্ন প্রাপকদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এদিকে সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে মাত্র ১৮ বছর বয়সে দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গুকেশ। সেই সুবাদেই তিনি খেলরত্ন পাচ্ছেন। খবর পাওয়া মাত্রই যোগাযোগ করা হয় গুকেশের মায়ের সঙ্গে। ছেলে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন শুনেই উচ্ছ্বসিত পদ্ম কুমারী। বলেছেন, 'গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। এবার খেলরত্ন পাচ্ছে। সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আজ পর্যন্ত ও যা কিছু অর্জন করেছে সবটাই নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের ফল।'

এবার খেলরত্ন পাচ্ছেন ২০২৪ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। প্যারিস প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারও এই সম্মান পাচ্ছেন। একই সঙ্গে অর্জুন প্রাপকদের তালিকাও প্রকাশ করা হয় এদিন। মোট ৩২ জন অর্জুন পাবেন। তার মধ্যে ১৭ জন প্যারা অ্যাথলিট। ১৭ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে মনু, গুকেশ, প্রবীণদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

হরমনপ্রীত সিং।

মনু ভাকের।

অনায়াস জয় দিয়ে বছর শুরু বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩ (সেপিচ-আত্মঘাতী, অ্যালড্রেড ও কামিংস) হায়দরাবাদ এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ম্যাচ শুরুর আগে গ্যালারি থেকে নেমে আসা টিফোয় আলবার্তো রডরিগেজের ছবির সঙ্গে লেখা, 'মনস্টার, মনের স্টার।'

একঝাঁক তারকা অ্যাটাকারকে ছাপিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে এখন সত্যিই দৈত্য হয়ে উঠেছেন ডিফেন্ডাররাই। একদিকে ক্লিনশিট রাখতে লড়ছেন প্রাণপণ, অন্যদিকে দলকে জেতাতে গোল করার দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিচ্ছেন তাঁরা। বুধবারই টম অ্যালড্রেড বলছিলেন, আলবার্তোর তিন গোল হয়ে গিয়েছে। এবার তাঁকেও আবার গোল করতে হবে। মোহনবাগানের মোট ২৯ গোলের মধ্যে দশটাই ডিফেন্ডারদের। এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাই তো কাম্য একটা দলের কাছে।

৪১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে জয় বিরতির আগে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলে মোহনবাগান। লিস্টন কোলাসোর তোলা বল স্টেফান সেপিচের পায়ে লেগে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে অ্যালড্রেড পিছন থেকে উড়ে এসে হেড করেন। লাইন্সম্যান অফসাইডের পতাকা কেন তোলেন পরিষ্কার নয়। পরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে গোল দেন হরিশ কুণ্ডু। ৯ মিনিটে হায়দরাবাদ এফসি-র প্রথম গোল খাওয়াটা পুরোপুরি দুর্ভাগ্যজনক বলা যাবে না। কারণ লিস্টনের মাপা মাইনাস পড়ে গোলের সোজাসুজি দাঁড়ানো সাহাল আব্দুল সামাদের পায়ে। তাঁর জোরালো শট গোলরক্ষক অর্শদীপ সিং হাতে পেয়েও গিয়েছিলেন। কারণ তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা সেপিচের মাথায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে অর্শদীপের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় বল হাত থেকে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গোলে চলে যায়। লিস্টনের মাইনাস ও সাহালের শট এতটাই নিখুঁত ছিল যে গোল না হওয়াটাই আশ্চর্যের। তবে আরও আশ্চর্যের ঘটনা হল, ১৬ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনের ফাঁকা গোলে বল মারতে না পারা। এই অজি তারকা কেন যেন নিজের সেরা ছন্দ কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। হায়দরাবাদও প্রথমার্ধে বার দুয়েক ও শেষদিকে একবার মোহনবাগান গোলমুখে পৌঁছালেও বিশাল কেইথের বিশ্বস্ত হাতে আটকে যায়।

সদ্য বিবাহিত মনবীর সিংকে বাদ দিয়ে এদিন মাঠে নামে মোহনবাগান। তাঁর জায়গায় খেললেও সাহাল বেশিরভাগ সময়েই মাঝখানে চলে আসছিলেন। মনবীর আর বহুদিন নম্বর গোলটা দুই অজির তালমিলে। কামিংস-ম্যাকলারেন হয়ে কামিংসের বাঁ পায়ের শট অসহায় অর্শদীপকে দাঁড় করিয়ে গোলে ঢোকে। এই তিন নম্বর গোলের পর ৬০ মিনিটে লিস্টনের একটাই শট বাঁচান হায়দরাবাদ গোলকিপার। এরপর খানিকটা হালকা মেজাজেই খেলার চেষ্টা ছিল সবুজ-মেরুন বাহিনীর। তবে এরইমধ্যে ৭৮ মিনিটে কামিংসের পরিবর্তে গ্রেগ স্টুয়ার্টকে মাঠে নামাতেই হাততালির ঝড় গ্যালারিতে। ডার্বির আগে স্কটিশ গেম মেকারকে নামিয়ে সম্ভবত জড়তা কাটিয়ে নিতে চাইলেন বাগান কোচ। স্টুয়ার্ট অবশ্য বাড়তি ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে বিশেষ যাননি।

বছরের প্রথমদিন প্রায় মাঠ ভরিয়ে দেওয়ার পালটা উপহার সমর্থকদের দিতে এদিন দেরি করেনি মোলিনা অ্যান্ড কোং। নতুন বছরে শীর্ষস্থান ধরে রাখল মোহনবাগান। ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত বেঙ্গালুরু এফসি-র থেকে তারা পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে থাকল। ডার্বির আগে নিশ্চিতভাবেই এই ফল মনোবল বাড়াবে গোটা দলের।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস (মনবীর), অ্যালড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস, সাহাল (সুহেল), অনিরুদ্ধ (অভিষেক), টাংরি, লিস্টন (সৌরভ), কামিংস (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন।

গোলের পর শুভাশিস বসুকে নিয়ে সেলিব্রেশন অ্যালড্রেডের। - ডি মণ্ডল

দুঃখপ্রকাশ অর্শদীপের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে সংঘর্ষ নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করলেন হায়দরাবাদ এফসি-র গোলকিপার অর্শদীপ সিং। তিনি বলেছেন, 'ক্লেইটনের সঙ্গে সংঘর্ষটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ছিল। আমি জানি, লাল-হলুদ সমর্থকদের বিষয়টি খারাপ লেগেছে।'

দ্রোণাচার্য আর্মান্দো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : দ্রোণাচার্য পুরস্কার (আজীবন স্বীকৃতি) পেলেন আর্মান্দো কোলাসো। প্রবীণ এই কোচ গোয়ার প্রথম হিসাবে পাচ্ছেন এই পুরস্কার। ফুটবলে তিনিই তৃতীয়। এর আগে বাংলার, বর্তমানে হায়দরাবাদ নিবাসী সৈয়দ নঈমুদ্দিন ও মুম্বইয়ের প্রবাসী বাঙালি কোচ বিমল ঘোষ

পেয়েছেন এই পুরস্কার। এবার দ্রোণাচার্যের মতো সম্মানে ভূষিত হলেন আর্মান্দো। তাঁর ডেম্পো স্পোর্টসের হয়ে পাঁচবার জাতীয় ও আই লিগ জেতার রেকর্ড রয়েছে। পরবর্তীতে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হয়ে তিনি কলকাতা লিগ জেতেন। এছাড়াও তিনি সেসা গোয়া, চার্চিল ব্রাদার্সেরও কোচ হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর এই সম্মানে উচ্ছ্বসিত গোয়ার ফুটবল মহল ও তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা।

মুম্বইয়ে প্রবীর

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে মুম্বই সিটি এফসি-তে যোগ দিলেন বাঙালি তারকা প্রবীর দাস। বৃহস্পতিবারই মুম্বইয়ের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়। আইল্যান্ডারদের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিষেক হতে পারে।

নবান্নে সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। - ডি মণ্ডল

বিশ্বকাপে খেলার যোগ্য এই ছেলেরা : মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের। সেখানেই দলের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবি হাঁসদাদের জন্য মিলল চাকরির আশ্বাসও।

এদিন সন্ধ্যা ৬টায় নবান্নে চ্যাম্পিয়ন দলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেজন্য বিকেল বিকেলই আইএফএ-তে হাজির হয়ে যান কোচ সঞ্জয় সেন ও দলের সমস্ত ফুটবলার। সেখান থেকে ট্রফি সহ সকলে একসঙ্গে রওনা হন। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত সহ সংস্থার অন্য কর্তারা। নবান্নে সরকারের তরফে বিশেষ উপহার দেওয়া হয় বাংলা দলকে। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস নিজে ফুটবলারদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা জানান সঞ্জয় সেন সহ গোটা দলকে। বলেন, 'এই ছেলেরাই যদি আরও ভালো পরিকাঠামো পায় আরও ভালো ফল করবে। আমার বিশ্বাস এই ছেলেরা বিশ্বকাপে খেলারও যোগ্য।'

পঞ্চাশ লক্ষ আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা

একইসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে খেতাবজয়ী সব ফুটবলারকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বাংলাকে যাঁরা এই সম্মান এনে দিয়েছেন ক্রীড়া দপ্তর থেকে তাঁদের চাকরি দেওয়া হোক। দেখতে হবে চাকরির জন্য ওদের খেলায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে।' একইসঙ্গে সরকারের তরফ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আইএফএ সচিব অনির্বাণ জানালেন, এই অর্থের পুরোটাই কোচ, ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার তরফেও দলের সবাইকে আলাদা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। বর্ণাঢ্য সংবর্ধনার পরিকল্পনাও রয়েছে।

উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ৪ উইকেটে রবীন্দ্র সংঘকে হারিয়েছে। টসে হেরে রবীন্দ্র ২১ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। অভিজিৎ ছেত্রী ৫১ রান করেন। উজ্জ্বল মণ্ডল ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বিধান ২০.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শাহিদ আফ্রিদি ৪৮ রান করেন। তন্ময় পাল ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ৫ উইকেটে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে ভিবজিওর ২২.২ ওভারে ১১৪ রানে অল আউট হয়। উৎপল ঘোষ ৫০ রান করেন। ম্যাচের সেরা মহম্মদ সেলিম ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন তেজদীপ বসু (২৪/৩)। জবাবে উল্কা ২১.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। সায়ন নন্দী ২৭ ও মনোজ কুমার মণ্ডল ২৫ রান করেন। মানব রাউত ১৫ ও উৎপল ১৮ রানে নেন ২ উইকেট।

সেলিমের ৪ উইকেট

আন্তঃজেলা ফুটবলে দার্জিলিং দল

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুক্রবার শুরু প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুক্রবার শুরু হচ্ছে মহিলাদের আন্তঃজেলা ফুটবল। প্রতিযোগিতার জন্য দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ঘোষিত দলে রয়েছেন- হেমন্তি মাঝি, বিদিশা তিরকে, দীপা মণ্ডল, প্রিয়াংকা খাওয়াস, মমতা রায়, অমিতা তিরকে, ববিতা সিনহা, রাখি মুন্ডা, শিবানী শর্মা, নমিতা মাঝি, সোনিয়া লাকরা, প্রমীলা দাস, রিয়া কুমারি, নিকিতা সয়, অঙ্কিতা দার্নাল, রিয়া সরকার, ইশিতা ওরাওঁ ও নেহা মাঝি। কোচ ও ম্যানেজারের দায়িত্বে যথাক্রমে রাজু জয়সওয়াল এবং সুপ্রভা পাল। প্রবীর মণ্ডল ও কার্তিক পালকে করা হয়েছে পরামর্শদাতা।

গড়াপেটার অভিযোগ খারিজ কার্লসেনের

নিউ ইয়র্ক, ২ জানুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব ব্লিৎজ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল। এবার সেই অভিযোগ খারিজ করেছেন নরওয়ের দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন। শেষ ম্যাচে সাডেন ডেথ শুরুর আগে একটি ভিডিওতে নেপোমনিয়াচ্চির উদ্দেশে কার্লসেনকে বলতে শোনা যায়, 'আয়োজকরা না মেনে নেওয়া পর্যন্ত ড্র করতে থাকি।'

এই ভিডিও নিয়েই গড়াপেটার বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে কার্লসেন বলেছেন, 'আমি নিজের কেরিয়ারে কখনও ড্র করার পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে নামিনি। যে ভিডিওটা দেখা গিয়েছে, ওটাতে আমি নেপোমনিয়াচ্চির সঙ্গে স্রেফ মজা করছিলাম। কখনও বিশ্ব দাবা সংস্থাকেও প্রভাবিত করতে চাইনি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ম্যাচটি খুব উচ্চ পর্যায়ের হয়েছিল। আমরা দুজনেই জেতার দাবিদার ছিলাম।'

এবারের ব্লিৎজ দাবায় যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন কার্লসেন ও রাশিয়ার ইয়ান নেপোমনিয়াচ্চি। এমন ঘটনা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথমবার ঘটেছে। চার রাউন্ডের শেষে খেলার ফলাফল ছিল ২-২। তাই ম্যাচ গড়ায় সাডেন ডেথে। সেখানেও তিনটি গেম ড্র হওয়ার পর কার্লসেন দুইজনকে শিরোপা ভাগ করার প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাব মেনে দুইজনকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

শিলিগুড়ি ছাড়ার আগে দুর্জয় ঘোষ, পাপিয়া বিশ্বাস ও মাম্পি কোদালিয়া।

রাজ্য দলে শিলিগুড়ির ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : অন্ধ্রপ্রদেশে ৩-৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় সর্বভারতীয় ফেডারেশন কাপ ক্যারমের রাজ্য দলে শিলিগুড়ির তিনজন সুযোগ পেয়েছেন। পুরুষ দলে রয়েছেন শিলিগুড়ির দুর্জয় ঘোষ। দলের বাকিরা হলেন প্রদীপকুমার অগ্রহরি, চন্দন চৌধুরী ও ছোট্টু মণ্ডল। কোচ বদরুদ্দোজা শেখ। মহিলা দলে সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির পাপিয়া বিশ্বাস ও মাম্পি কোদালিয়া। দলের বাকিরা হলেন কাজল সিং ও আহেলি কংসবণিক। কোচ রীতা মিত্র। শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির তিনজন বৃহস্পতিবার কলকাতা রওনা হয়েছে। শুক্রবার তাঁরা দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

আজ ডিপিএসের ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির সুরেন্দ্র আগরওয়াল মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুক্রবার শুরু হবে। ডিপিএসের মাঠে ২৭টি স্কুলের ছেলেরা অংশ নেবে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল ১০ ডিসেম্বর।

হার দলসিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে বৃহস্পতিবার অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি টাইব্রেকারে ৪-৫ গোলে কলকাতার মিলন সমিতির বিরুদ্ধে হেরেছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা মিলন সমিতির তুহিন। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে দার্জিলিং পুলিশ ও নেপালের কনকাই এফসি।

সাইডলাইনে সৌভিক-আনোয়ার

মুম্বই সিটি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু ব্রুজোঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ঘড়ির কাঁটা তখন সন্ধ্যা ছয়টার আশপাশে। ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এমন সময় ড্রেসিংরুম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ক্লেইটন সিলভা। পরিচিত সাংবাদিকদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বলে গেলেন, 'নতুন বছরে আমার লক্ষ্য আরও গোল করা। পাশাপাশি দলকে সুপার সিক্সে নিয়ে যাওয়া।' নতুন বছরে ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য এখন সুপার সিক্স। বছরের শুরুতেই মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামবে অস্কার ব্রুজোঁ ব্রিগেড। সেইজন্য বৃহস্পতিবার থেকে অনুশীলন শুরু করে দিল তারা। এদিন সাউল ক্রেসপো ছাড়া সবাই উপস্থিত ছিলেন। সাউল কয়েকদিনের মধ্যে চলে আসবেন।

বৃহস্পতিবার অনুশীলনে মূলত ফিজিক্যাল ট্রেনিং করলেন ক্লেইটনরা। শেষদিকে দুই দলে ভাগ হয়ে ম্যাচ প্রাকটিসও করলেন। তবে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি আনোয়ার আলি ও সৌভিক চক্রবর্তী। তাঁরা সাইড লাইনে সময় কাটালেন। অনুশীলন শেষ হওয়ার পরে অবশ্য তারা জানিয়েছেন, তাদের কোনও সমস্যা নেই। এদিন সৌভিক, আনোয়ারদের সঙ্গে সাইডলাইনে ছিলেন মার্ক জোথানপুইয়া ও মহম্মদ রাকিপও। এদিন অনুশীলন চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন গোলকিপার প্রভসুখান সিং গিলও। ফলে বাকি সময় তিনি সেভাবে আর অনুশীলন করেননি। এদিকে, বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন কোচ ব্রুঁজো। দল গঠন সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের সদস্য ডিফেন্ডার বিক্রম প্রধানকে দলে নিচ্ছে লাল-হলুদ। পাশাপাশি স্ট্রাইকার রবি হাঁসদা ও মনোতোষ মাঝিকে দলে নিতে চাইছে তারা।

আজ মহমেডানের কাঁটা সেই আলাদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সামনে জ্বলে উঠতে পারেননি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র আলাদিন আজারেই। তবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে নামার আগে ফের ছন্দ ফিরে পেয়েছেন। শুক্রবার মরক্কান স্ট্রাইকারকে আটকে রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আন্দ্রেই চেরনিশভের দলের কাছে।

নর্থইস্ট ম্যাচ দিয়েই আইএসএল অভিযান শুরু করেছিল মহমেডান। দুরন্ত ফুটবল খেলেও সেই ম্যাচে হারতে হয় সাদা-কালোকে। সংযুক্তি সময়ে গোল করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে যান আলাদিন। এদিকে শেষ ম্যাচে ওডিশা এফসি-র আক্রমণকে কার্যত ভোঁতা করে এক পয়েন্ট ঘরে তুলেছে চেরনিশভের দল। শুধু তাই নয়, সেদিন মহমেডানের দুই বিদেশির একটি হেড ও একটি শট ক্রসবারে প্রতিহত না হলে টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় জয়ের মুখটাও হয়তো দেখতে পারত তারা। ফলে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস একটু হলেও ফিরেছে। যদিও হাইল্যান্ডারদের মাঠ থেকে পয়েন্ট নিয়ে আসা একেবারেই সহজ হবে না মহমেডানের জন্য। অন্তত এই মুহূর্তে দলের যা পরিস্থিতি তাতে তো নয়ই।

আইএসএলে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, গুয়াহাটি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

নর্থইস্ট ম্যাচে কার্ড সমস্যায় খেলতে পারবেন না মহমেডানের মিরজালোল কাশিমভ। একই কারণে নেই রক্ষণভাগের ফুটবলার আদিঙ্গাও। ওডিশা ম্যাচে মাথায় চোট পান কার্লোস ফ্রাঙ্কা। তাঁরও এই ম্যাচে মাঠে নামার সম্ভাবনা ক্ষীণ। চেরনিশভও বলেছেন, 'একশো শতাংশ ফিট না হলে ফ্রাঙ্কাকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া হবে না। কাজেই ওর নামার সম্ভাবনা কম।' গুরুতর চোটে সিজার মানঝোকির মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া জোসেফ আদজেই এমনিতেই মাঠের বাইরে। ফলে চেরনিশভ হাতে পাচ্ছেন মাত্র দুই বিদেশিকে। তবে রাশিয়ান কোচের স্বস্তির জায়গা একটাই যে, এই ম্যাচে ফিরতে পারেন গৌরব বোরা। হয়তো ফেস মাস্ক পরে খেলবেন তিনি। এখন হাতে যা অস্ত্র আছে তাই নিয়েই ধারাবাহিকতা রেখে পয়েন্ট ঘরে তোলার ছক কষছেন চেরনিশভ।

এদিকে, মহমেডানে বেতন বিভ্রাট নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ক্লাবের তরফে তা নাকচ করে দেওয়া হয়। বলা হয়, 'বেশিরভাগ ফুটবলারের বেতনই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেটুকু বাকি আছে তা চুক্তি সম্পর্কিত কিছু সমস্যার কারণেই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১কোটির বিজয়িনী হলেন
পুনে-এর এক বাসিন্দা

06.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 51D 03855 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার আনন্দের উচ্ছ্বাস স্বল্প পরিমাণ শব্দে ব্যক্ত করা কোনও মতে সম্ভবপর নয়। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমি আমার অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবো। আমার বর্তমান জীবনশৈলী অনেকগুন বদলে গেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমানিত।

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা স্নেহাল সুনিল কুশিরে - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।